প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 4 September 2025, 9th Year, Issue 442, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২, ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪২, পৃষ্ঠা ৪০

সিডনি সুইনির প্রচারণাকে ‘এ পর্যন্ত সেরা’ বলল আমেরিকান ঈগল পৃষ্ঠা ২২

জুলিয়ানিকে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা দেওয়া হবে পৃষ্ঠা ২৩

ফোবানা কনভেনশনে উপচেপড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত ৩৯তম ফোবানা কনভেনশনে ছিল দর্শকদের উপচেপড়া ভিড়। শেরাটন হোটেলের কনফারেন্স সেন্টারে শনিবার দ্বিতীয় দিনের আসরে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সম্মেলনের উদ্বোধন হলেও শনিবার ছিল মূল আকর্ষণ। পুরো নায়াগ্রা ফলস এলাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের উৎসবমুখর আবহে ছেঁয়ে যায়।

কনভেনশনের উদ্বোধন করেন নায়াগ্রা ফলস সিটির মেয়র রবার্ট

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

৩৯তম ফোবানা কনভেনশনে দর্শকদের একাংশ। শনিবার নিউইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসে শেরাটন হোটেলের কনফারেন্স সেন্টারে।

‘নিউইয়র্কবাসী বড় পরিবর্তন চাইছে’

ব্লাসিওর সমর্থন মমদানিকে

নিউইয়র্কবাসী ইতোমধ্যে মমদানির চিন্তাধারাকে সমর্থন জানিয়েছে, যার প্রমাণ ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁর জয়।

বিশেষ প্রতিনিধি

জোহরান মমদানি

নিউইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র বিল ডি ব্লাসিও ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মমদানিকে মেয়র পদে সমর্থন দিচ্ছেন। ডি ব্লাসিও বলেন, “নিউইয়র্কের মানুষ আজ আসলেই বড় পরিবর্তন চাইছে।”

তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন ডেইলি নিউজ-এ ছাপা একটি কলামে, যার শিরোনাম ছিল— “কেন আমি জোহরান মমদানিকে সমর্থন করছি”।

ডি ব্লাসিও, যিনি দুই মেয়াদ মেয়র ছিলেন এবং ২০২১ সালে দায়িত্ব শেষ করেন, সেখানে লিখেছেন— মমদানি নিরলসভাবে নিউইয়র্কের ব্যয়বহুল জীবনযাপন ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং সব সময় সাধারণ কর্মজীবী মানুষের স্বার্থকে আগে রেখেছেন।

ডি ব্লাসিও তাঁর নিজের মেয়াদকালে চালু করা কিছু উদ্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যেমন— বেতনসহ অসুস্থতার ছুটি ও সবার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। এগুলোকে অনেকেই একসময় অবাস্তব বলে সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

সতর্ক অবস্থানে দূতাবাস

ড. ইউনূসের নিউইয়র্ক সফরে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি

জাতিসংঘের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তার এই সফরে নিউইয়র্কে অবস্থানরত দেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিশৃঙ্খলা তৈরি শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তার নিরাপত্তা জোরদার ও বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন সচেতন সমাজ। মূলত সাম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সফরের সময় ভাংচুর এবং হামলার ঘটনা থেকেই এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে

এসব বিষয়ে কথা বলেছেন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

রাজনীতির সীমা ছাড়িয়ে এক ‘আমেরিকান প্রতীক’

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

যিনি আমেরিকার রাজনীতি, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, এমনকি ইতিহাসকেও নিজের ছাঁচে গড়তে চাচ্ছেন।

- এ প্রতীক এক পুরুষতান্ত্রিক, শ্বেতাঙ্গ-আধিপত্যবাদী আমেরিকার। তাঁর অভিবাসনবিরোধী অবস্থান, নাগরিকত্ব বাতিলের পরিকল্পনা, কিংবা ভোটের ফল অস্বীকার—সবই এই প্রতীকের অংশ।

বিশেষ প্রতিনিধি

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বুঝতে গেলে তাঁকে কেবল একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখাই যথেষ্ট নয়। তাঁকে দেখতে হবে এক প্রতীক হিসেবে—যিনি আমেরিকার রাজনীতি, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, এমনকি ইতিহাসকেও নিজের ছাঁচে গড়তে চাচ্ছেন। এর ফলে ট্রাম্প আজ শুধু একজন রাজনীতিবিদ নন। তিনি হয়ে উঠেছেন আমেরিকার নতুন এক ‘অভিজ্ঞতা’, এক ‘চিত্র’, এক ‘ধারণা’।

আমেরিকার ইতিহাসে প্রতিটি যুগে এমন কিছু নেতা এসেছেন, যারা কেবল ক্ষমতার আসনে বসেননি, বরং জাতীয় প্রতীক হয়ে উঠেছেন। আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন দাসপ্রথা বিলোপের প্রতীক, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যেমন মহামন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থিতিস্থাপক আমেরিকার প্রতীক, রোনাল্ড রিগ্যান যেমন রক্ষণশীল পুনর্জাগরণের প্রতীক—তেমনই ট্রাম্পও চাইছেন তাঁর নামটি এক বিশেষ আমেরিকার প্রতীক হয়ে উঠুক। তবে তাঁর প্রতীক অন্যদের মতো ইতিবাচক নয়। ট্রাম্প চেয়েছেন এক “নস্টালজিক আমেরিকা”—যেখানে শ্বেতাঙ্গ পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, সামরিক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

আমেরিকান ড্রিমে কালো মেঘ!

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার ইতিহাসে একটি ধারণা বহু প্রজন্ম ধরে আলো ছড়িয়েছে—আমেরিকান ড্রিম। অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম আর মেধার মাধ্যমে উন্নতির পথ খোলা আছে সবার জন্য। অভিবাসীরা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এই দেশে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিকলবন্দী হয়ে বাংলাদেশে ফেরা

অবৈধ অভিবাসন

ফেরত আসা ব্যক্তিদের অভিযোগ, প্রায় ৬০ ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রায় তাঁদের হাতকড়া ও শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

- আজ চার্টার্ড ফ্লাইটে করে ফেরত আসবে একদল বাংলাদেশি।
- গত ২ আগস্ট ফেরত পাঠানো ৩৯ বাংলাদেশিকে হাতকড়া ও শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

ঢাকা ডেস্ক

উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে অপমানজনকভাবে ফেরত আসতে হচ্ছে বাংলাদেশিদের। প্রত্যাবাসনকালে হাতে পরানো হচ্ছে হাতকড়া, শিকলে বেঁধে রাখা হচ্ছে শরীর। অবৈধভাবে অবস্থানের অভিযোগে দেশটি থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছেন আরও একদল বাংলাদেশি। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে একটি চার্টার্ড বোয়িং ৭৭৭-২০০ ইআর উড়োজাহাজে করে তাঁদের ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। উড়োজাহাজটিকে ৭২ ঘণ্টা ঢাকায় অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হলেও কতজন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো নতুন কিছু নয়। এর আগে গত ২ আগস্ট ভোরে একটি সামরিক পরিবহন উড়োজাহাজ সি-১৭

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

IMMIGRATION

ইমিগ্রেশন

TRANSLATION
TAX FILING

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

- ইমিগ্রেশন
- অ্যাসাইলাম
- অ্যাক্সিডেন্ট
- পারসোনাল ইনজুরি
- ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051

Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372

We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

**PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.**

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- কোনো ইনস্যুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates

ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAMZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ব প্যাকেজ
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
এয়ার লাইন্স সমূহ
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Shoroni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken
স্পেশাল অফার
যে কোন ধরনের ১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি!
আমরা হালাল উপায়ে জবাই করে আপনার পছন্দমত মাংস সরবরাহ করে থাকি
এ ছাড়া ডেলিভারিও করা হয়
অফারটি চলবে আগামি ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত
Buy any kind, Any size of chicken-get three free. Plus gift from our store
HALAL
সঙ্গে থাকছে আমাদের স্টোর থেকে বিশেষ উপহার
Also We deliver your order
আজই যোগাযোগ করুন
150-24 Beaver Road, Jamaica, New York 11433
Phone 718-526-3333

সম্পাদকীয়

লেবার ডে : শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকে ভোগবাদে গিলে ফেলা

শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম আমেরিকায়। উনিশ শতকের শেষভাগে মালিকের বুটের নিচে শ্রমিকের হাহাকার থেকে যে দাবানল ছড়িয়েছিল, তা পাল্টে দিয়েছিল গোটা বিশ্বের শ্রমব্যবস্থা। আট ঘণ্টা কাজের দাবি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি—এসব রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল। সেই আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিশ্বজুড়ে ১ মে পালিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো—যে দেশে এই আন্দোলনের জন্ম, সেই যুক্তরাষ্ট্রে ১ মে নয়, সেপ্টেম্বরে পালিত হয় লেবার ডে। গ্রীষ্মের শেষে এক দীর্ঘ উইকেন্ড, পরিবারের সাথে আনন্দ আর ছুটির আবহেই এখানে "শ্রম দিবস"। ইতিহাসের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা শ্রমিকের রক্ত, ঘাম আর কান্নার দাগ সেখানে কোথাও নেই।

প্রশ্নটা সোজা—শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমিকের রক্তের দাগ দেখালে তো পুঁজিবাদের মার্কেটিং ক্যালেন্ডারের সঙ্গে খাপ খায় না। ১৮৮৬ সালের শিকাগোর হে মার্কেট স্কয়ারে পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রমিকদের স্মৃতি, অথবা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে শ্রমিক বিদ্রোহের রক্তাক্ত পটভূমি মনে করিয়ে দিলে রাষ্ট্র ও করপোরেট স্বার্থ অস্বস্তিতে পড়ত। তাই খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে এক নতুন দিন নির্ধারণ করা হলো—সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার।

এখানে শ্রম নেই, আছে ছুটি; আছে ডিসকাউন্ট সেল, শপিং মলের ভিড়, বারবিকিউর ধোঁয়া আর হাইওয়েতে ট্রাফিক জ্যাম। শ্রমের সম্মান নয়, আসল উৎসব হয়ে উঠল ভোগের। আজকের আমেরিকায় শ্রমিক সংগঠনগুলোর শক্তি ভীষণ সীমিত। ইউনিয়নগুলো আছে, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তাদের আওয়াজ ক্ষীণ। একদিকে প্রযুক্তির আগ্রাসন, অন্যদিকে করপোরেট লবির দৌরাত্ম্য শ্রমিক সংগঠনকে কোণঠাসা করেছে।

৯৫ শতাংশ আমেরিকান শ্রমিক লেবার ডে মানে শুধু ছুটি হিসেবে দেখে। পরিবারের সাথে একদিন কাটানো, শপিং মলে ছাড় পাওয়া, অথবা গ্রিলে মাংস পোড়ানোই তাদের কাছে মূল আকর্ষণ। বাকিরা ব্যস্ত শেয়ারবাজারের ওঠা-নামা বা অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে। শ্রমিকের অধিকার বা আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেখানে হারিয়ে গেছে।

মালিক শ্রেণী বা করপোরেট আমেরিকা খুব কৌশলে শ্রমিককে বোঝাতে পেরেছে—লেবার ডে মানে শ্রম নয়, বরং আনন্দ আর ভোগ। ছুটির দিন মানে নতুন গাড়ির বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সেল, ইলেকট্রনিক্সের ডিসকাউন্ট, কিংবা টিভি পর্দায় ফুটবল ম্যাচ। এমনকি শ্রমিকও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—আমি স্বাধীন, আমি সুখী, কারণ আমি ভোগ করতে পারছি। কিন্তু আসলে সে কেবল বাজারের মহা নাটকের এক্সট্রা অভিনেতা।

অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না যে শ্রমিক আন্দোলন আমেরিকা ও বিশ্বকে অনেক কিছু দিয়েছে। আট ঘণ্টা কাজের নিয়ম, ন্যূনতম মজুরি, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা আইন—সবই এসেছে সংগ্রামের ফল হিসেবে। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে সেসব অর্জন যেন অতীতের গল্প।

গিগ ইকোনমি বা উবার-ডোরড্যাশের মতো কাজের জগতে শ্রমিকরা কোনো স্থায়ী নিরাপত্তা পান না। স্বাস্থ্যসেবা ও অবসরের নিশ্চয়তা অনেকের নেই। করপোরেট লাভ বেড়ে চললেও শ্রমিকের মজুরি সেই অনুপাতে বাড়ছে না।

তবু সমাজে যেন এক ধরনের নীরবতা নেমে এসেছে। শ্রমিক সংগঠন দুর্বল, আর সাধারণ মানুষ ভোগের আনন্দে ডুবে আছে। ফলে লেবার ডে একেবারেই বাজারকেন্দ্রিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১ মে এখনও শ্রমিক আন্দোলনের স্মৃতি বহন করে। সেদিন রাস্তায় নামে শ্রমিক, হয় সভা-সমাবেশ, উত্থাপিত হয় অধিকার আদায়ের স্লোগান। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এ দিন শ্রমিকের দাবি-দাওয়ার প্রতীক হয়ে আছে। কিন্তু আমেরিকায়? এখানে শ্রমিক দিবস মানে কোনো দাবি নয়, বরং শপিং মলের দরজায় "লেবার ডে সেল" লেখা পোস্টার।

কোনো জাতি যদি তার ইতিহাস ভুলে যায়, তবে সে জাতি সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকে আড়াল করার মধ্য দিয়ে শ্রমিককে তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এক সময় যে আন্দোলন সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আজ তার জায়গা নিয়েছে ভোগের উৎসব। এই বাস্তবতা কেবল আমেরিকার নয়, বরং বৈশ্বিক এক সতর্কবার্তা। শ্রমিক যদি ইতিহাস ভুলে যায়, তবে তার অধিকারও হারিয়ে যায়।

আমেরিকার লেবার ডে আমাদের শেখায়—পুঁজিবাদ কেবল শ্রমিকের ঘামই নয়, তার ইতিহাসও গ্রাস করে নিতে পারে। যে দিনে শ্রমিকের সংগ্রাম স্মরণ করার কথা, সেই দিনকে ছুটি, সেল আর ভোগের দিনে পরিণত করা হয়েছে। তবু আশা থাকে—যতদিন শ্রমিক বেঁচে আছে, ততদিন তার সংগ্রামের ইতিহাসও বেঁচে থাকবে। হয়তো একদিন আমেরিকান শ্রমিকও আবার প্রশ্ন তুলবে—লেবার ডে আসলেই কী? শুধু ছুটি, নাকি শ্রমিকের রক্তে লেখা ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা?

পশ্চিমা গণতান্ত্রিক কাঠামো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে

আলি উনাল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে বলে সদা সতর্ক করছে পশ্চিমা গণমাধ্যম ও থিংক ট্যাঙ্কগুলো। প্রাথমিক পর্যায়ের ইন্টারনেট ও ডিজিটাল যোগাযোগ সরঞ্জামগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের উন্নত অ্যালগরিদম ও ডেটা-চালিত ব্যবস্থাগুলো প্রায়শই বিপরীত কাজ করছে। মুক্ত আবহ তৈরির বদলে প্রভাবশালী অংশকে শক্তিশালী করছে।

আরেকটি সাধারণ আশঙ্কা হলো–এআই দিয়ে তৈরি লেখা, ছবি ও কণ্ঠস্বর জনমত ও নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই উদ্বেগগুলো যৌক্তিক। তবুও এসব উদ্বেগ আদতে আরও অস্বস্তিকর ও মৌলিক প্রশ্নকে আড়াল করার ঝুঁকি তৈরি করে। আর তা হলো–এআই থাকুক বা না থাকুক, পশ্চিমা ধাঁচের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো কি এখনও তাদের নাগরিকদের জন্য সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম?

গণতন্ত্র কখনও মানবজাতির একমাত্র বা সার্বজনীন নিখুঁত রাজনৈতিক মডেল ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্য, নগর-রাষ্ট্র বা রাজ্যপুঞ্জ বা নানা ধরনের সংঘ বিভিন্ন সমাজকে গঠন করেছে। আজকের বহুদলীয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামোর ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। পশ্চিমা দেশগুলোতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রাধান্য মূলত শুরু হয় যুদ্ধোত্তর (বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তর) বাস্তবতায়, যা কেবল বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নয়; বরং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির কারণে বজায় ছিল।

তবে ২০০০-এর দশক থেকে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার পশ্চাদপসরণ এই ভিতকে দুর্বল করতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রে, সম্পদ বৈষম্যের ভয়াবহ দশাপ্রাপ্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ব্যয়ের উল্লম্ফন, ২০২০ সালের ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন এবং ২০২১ সালের ক্যাপিটল হিল দাঙ্গা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর ফাটলকে সামনে নিয়ে আসে। ব্রিটেনে ২০১৬ সালে হওয়া ব্রেক্সিট গণভোট বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সূচনা করে। দেশটি তারপর থেকে ছয়জন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে।

ফ্রান্সে ২০১৮ সালে হওয়া হলুদ জ্যাকেট (ইয়োলো ভেস্ট) আন্দোলন বৈষম্য এবং গ্রামীণ অর্থনীতির স্থবিরতাকে জাতীয় বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। জরিপেও একই গল্প হাজির হয়। ১২টি উচ্চ-আয়ের দেশে পিউ রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, পশ্চিমা দেশগুলোতে গণতন্ত্র নিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি ব্যাপকভাবে কমেছে। ২০২১ সালে যে সন্তোষের হার ছিল ৪৯ শতাংশ, তা চলতি বছর কমে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দেশে দেশে ডান ও বাম উভয় ধারার জনতুষ্টিবাদী আন্দোলনগুলো জোরদার হয়েছে, যা সাধারণ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশারই পরিচায়ক।

বর্তমান ইউরোপ কাঠামোগত চাপের সম্মুখীন। এ চাপ তৈরি করছে অর্থনৈতিক সংকট, ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং উদীয়মান শক্তিগুলোর কাছে প্রযুক্তিগত নেতৃত্বে পিছিয়ে পড়া। এ জনমিতিক ও অর্থনৈতিক সংকট পেনশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও টেকসই শ্রম বাজারের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এগুলো সমৃদ্ধি অর্জনকে আরও কঠিন করে তুলছে।

এ ক্ষেত্রে এশিয়ার সাথে ইউরোপ ও আমেরিকার বৈসাদৃশ্য চমকপ্রদ। ইউরোপ যখন রাজস্ব কৃচ্ছতানীতি নিয়ে ভাবছে, তখন চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও আসিয়ান জোটভুক্ত দেশগুলো ডিজিটাল অবকাঠামো, উৎপাদন ক্ষমতা ও শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক কেন্দ্র ক্রমেই পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। চাকরির বাজারে প্রবেশ করা তরুণ ইউরোপীয়রা তাদের পূর্বতনদের তুলনায় উচ্চতর জীবনযাত্রার মান উপভোগ করবেন–তেমন নিশ্চয়তা আর নেই।

অথচ এগুলোই পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈধতার ঐতিহাসিক ভিত্তি। এই প্রেক্ষাপটে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা অনুশীলিত শাসনপ্রণালী, যাকে 'চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্র' বা একদলীয় নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়–তা বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

গত চার দশক ধরে চীন কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। এটি একটি মেধাভিত্তিক কাঠামোর ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

চীন একা কিন্তু এই বিকল্প শাসন কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে না। গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন পরিকল্পনার শঙ্কর মডেল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা সিঙ্গাপুর এশীয় উপযোগবাদের বড় উদাহরণ হয়ে আছে। অন্যদিকে, ভারত একটি ভিন্ন গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করে–যা জটিল ও বিতর্কিত। তবে অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে আত্মবিশ্বাসী। এই বৈচিত্র্যগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রাজনৈতিক বৈধতার জন্য কোনো একক পথ নেই।

'চীনা বৈশিষ্ট্যের সমাজতন্ত্র কী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বের সর্বত্র সমাজকে রূপান্তরিত করবে। শ্রম বাজার, তথ্যের দুনিয়া ও জাতীয় নিরাপত্তার ওপর এর প্রভাব হবে গভীর। তবে পশ্চিমের জন্য চূড়ান্ত প্রশ্নটি কেবল এআই কীভাবে গণতন্ত্রকে পুনর্গঠন করবে, তা নয়। বরং উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলো তাদের জমিনে সমৃদ্ধি আনতে না পারলে অন্যদের আর অনুপ্রাণিত করতে পারবে কিনা, সেটিই বড় প্রশ্ন।

যদি গণতন্ত্র জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সক্ষমতা হারায়, তাহলে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার নীতি বা বাকস্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি আর রাজনৈতিক বৈধতা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা একটি দ্বৈত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল : রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি। এর একটি দুর্বল হলে অন্যটিকে রক্ষা করা কঠিন। এশীয়দের জন্য এই বিতর্কগুলো বিমূর্ত নয়।

পশ্চিমা গণতন্ত্রের চনচনে ভাব বৈশ্বিক বাজার, জোট ও ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। তবে বিশ্বের রাজনৈতিক বিবর্তনকে 'পশ্চিমা গণতন্ত্র' ও 'চীনা সমাজতন্ত্র'-এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখাটা ভুল।

বরং, আমরা একটি অধিক বহুমেরুর যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যেখানে বিচিত্র শাসনকাঠামো একসাথে সহাবস্থান করে, প্রতিযোগিতা করে এবং এমনকি একে অপরের কাছ থেকে শেখে। এশীয় রাষ্ট্রগুলো দীর্ঘদিন ধরে দেখিয়ে আসছে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নির্বাচনী প্রতিনিধিত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা সমন্বয় বৈধ ও স্থিতিশীল ফলাফল উৎপাদন করতে পারে।

সুতরাং পশ্চিমের জন্য চ্যালেঞ্জটি কেবল এআই নিয়ন্ত্রণ বা নির্বাচন পরিচালনা করা নয়, বরং প্রমাণ করা যে গণতন্ত্র তার নাগরিকদের জন্য সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং আশা উৎপাদন করতে পারে। যদি তা না পারে, তাহলে তার বৈশ্বিক আবেদন কমতে থাকবে। এ ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সে কত চৌকষভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, সে বিবেচনা একেবারেই অবান্তর।

পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলো এআই-এর চেয়েও অনেক বড় একটি পরীক্ষার মুখোমুখি আজ। এর মূলে আছে বস্তুগত ও সামাজিক ভিত্তির ক্ষয়, যা এই ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়েছিল। অসমতা মোকাবিলা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিনিয়োগ এবং সুফল প্রদানের সক্ষমতা প্রদর্শন যেকোনো অ্যালগরিদমের চেয়ে অনেক বেশি নির্ধারক ভূমিকা নেবে।

ইতিহাস বলছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনও স্থির নয়। এসব ব্যবস্থা বিকশিত হয়, প্রভাবিত করে এবং অভিযোজিত হয়। আমাদের সময়ের প্রশ্নটি এই নয় যে, একটি মডেল বৈশ্বিকভাবে বিজয়ী হবে কিনা, বরং প্রতিটি সমাজ স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পাবে কিনা কেবলমাত্র এই মৌলিক প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার মাধ্যমেই গণতন্ত্র–বস্তুত, সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বিশ্বাসযোগ্য থাকতে পারে।

লেখক : তুরস্কের সাবেক কূটনীতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

বিশ্ব নবীর শিক্ষা ও আদর্শ

ঈদে মিলাদুন্নবী

আফতাব চৌধুরী

বিশ্ব নবীর শিক্ষা ও আদর্শ স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির যোগাযোগ স্থাপনের জন্য করুণাময় আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে অগণিত মহাপুরুষকে এ ধরার বুকে প্রেরণ করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হযরত ঈসা (আঃ) ইহধাম ত্যাগ করার পর প্রায় ৫৭০ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় পৃথিবীতে আর কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়নি। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবী অধর্ম, অনাচার, অত্যাচার ও অবিচারের প্লাবনে প্লাবিত হয়েছিল। জগতের ইতিহাসে এরূপ সর্বাঙ্গীন অবনতি আর কখনও দেখা যায়নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন পৃথিবীর সমস্ত আকাশ-বাতাসকে কলুষিত করেছিল। ফলে অসহায় মানুষ এই দুঃসময়ে সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে স্রষ্টার পরিবর্তে বারে বারে সৃষ্টির পায়ে মাথা নত করেছিল। জগতের এই নৈতিক দুর্দিনে বিশ্ব মানবের চরিত্রকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে দেওয়ার জন্য দয়াময় আল্লাহতায়ালা মরু দুলাল হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে প্রভূত ক্ষমতা ও অসামান্য অনুপম চরিত্রের অধিকারী করে এ ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করেন।

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ৫৭১ সালের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দিবসে আরব দেশের অন্তর্গত মক্কা নগরীতে আব্দুল্লাহর ঔরসে ও আমিনার গর্ভে বিশ্ববাসীর মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বের রবি, পুণ্যের ছবি, নূর নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (স.)।

বিশ্বনবী (স.) বিশ্ব ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন যা ছিল সর্বাঙ্গীন সুন্দর, অভিনব ও অদ্বিতীয়। যুগ যুগ ধরে অশান্ত, উপদ্রুত, দ্বন্দ্ব, কলহে মত্ত আরবের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়কে তাঁর প্রীতি ও প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। প্রিয় নবীর আদর্শে সারা আরবে শান্তি ও নিরাপত্তার সুমধুর ও ভাস্বর মূর্তি বিরাজমান করেছিল।

'স্পিরিট অব ইসলাম'- এর লেখক সৈয়দ আমীর আলী হযরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের ফলে আরবে যে পরিবর্তন এসেছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যেন কোনও এক স্বর্গীয় দূত দেশের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, ফলে যে সমস্ত লোক অত্যন্ত অধার্মিক ও জঘন্য ছিল তাদের অন্তর ধর্মের সুষমায় ও সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানে উজ্জীবিত হয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ামস মুইর লিখেছেন, হযরত মোহাম্মদের শুভাগমনের ফলে এবং তাঁর অমূল্য উপদেশাবলীর দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। যে আরব জাতি নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতির চরমে পৌঁছেছিল, হযরত মোহাম্মদ (স.)অমূল্য

উপদেশাবলীর যাদুমন্ত্রে তাদের মধ্যে এল দয়া, ধর্ম, আত্মত্যাগ ও একত্ববাদ। হযরতের (স.) তেরো বছর পূর্বে যে মক্কাবাসী ঐ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত ছিল তেরো বছর পর তাঁদের অবস্থা এত উন্নত হয়েছিল যে পরবর্তীকালে তাঁরা জগতের স্বর্গের আগমনের জন্য যে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সময়েই সেই বহুকাঙ্খিত স্বর্গ আরবে প্রতিভাত হয়েছিল। আলো যেরূপ অন্ধকার দূর করে, ইসলাম সেরূপ জগতের বহুদিনের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করেছিল। ইসলামের বিধানানুযায়ী নবুওত রিছালত একটি

আলো তা মানবের সর্বস্তরের অন্ধকারকে দূর করে। হযরত মোহাম্মদের (স.) মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা যে নবুওত ও জ্যোতি প্রেরণ করেছিলেন তা জগতের অন্যান্য নবী-রাসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত আলোকসমূহ থেকে সমাধিক উজ্জ্বল ছিল। ঠিক এ কারণেই বিশ্বনবী বিশ্বের অন্ধকার সর্বাধিক পরিমাপে দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (স.) মাত্র দশ বছরের সংক্ষিপ্ত অবসরে এক নতুন ধর্ম, নতুন দর্শন, নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন অথচ দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রিয় নবী তাঁর অভিযানের প্রত্যেকটি কার্য স্বহস্তে সম্পাদন করে গেছেন। নিজের জাতি, অনুবর্তী ও স্বপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উন্নতি ও স্থিতির উপাদান ও সরঞ্জামসমূহ এমনভাবে সরবরাহ করে গেছেন যে ক্বোরআন এবং হাদিসের মধ্যে বিশ্ব মুসলিমের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশিত রয়েছে। হজ্বের বার্ষিক সম্মেলন ফরজ করে বিশ্ব মুসলিমকে একই কেন্দ্রে সমবেত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। স্বজাতির প্রতি যাকাত ফরজ করে সমাজের দরিদ্র ও অনাথ আশ্রয়হীনদের প্রয়োজন মেটাবার বিহিত ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, 'একমাত্র তাক্বওয়া বা ধর্মপরায়ণতা হিসেবেই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতে পারে। নতুবা তোমরা প্রত্যেকেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি।' ফলে ইসলাম গণতন্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। কালোর উপর গোরার, আরবের উপর অনারবের কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, এ কথা বলে তিনি সকল মানুষের জন্য ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করেছেন। 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারসদৃশ, আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই প্রিয়, তাঁর সৃষ্টির প্রতি যাহার ব্যবহার ভাল।'

এ ঘোষনা দ্বারা তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলমানদের সুখ-শান্তির দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, প্রিয় নবী পারিবারিক জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধান করার উদ্দেশ্যে জীবনে একাধিক বিবাহ করেছেন, নারীর মান উন্নয়ন করেছেন। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে বায়তুলমাল বা জাতীয় অর্থকোষের ব্যবস্থা করে জাতীয় সম্পদকে সংরক্ষণ করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দান করেছেন। জ্ঞানকে তিনি মুসলমানদের হারানো সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। এই কারণেই মুসলমানরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) উপাতের পর পৃথিবীর শিক্ষাগুরু হিসেবে বিশ্ববাসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মুসলমানদের দিগি্বজয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত জার্মান মনীষী এমানোয়েল বলেন, 'ক্বোরআন শরিফের মাধ্যমেই আরবরা আলেকজান্ডার এবং রোমানদের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোমানরা যে সমস্ত বিজয় শত বছরে লাভ করেছিলেন আরবরা তার এক দশমাংশ সময়েই সেই বিজয় লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

চারদিকে যখন ছিল গাঢ় অন্ধকার, এই আরবরাই তখন আলোর সন্ধান দেন বিশ্বমানবকে। তাঁরাই ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জীবিত করেন। বিশ্বমানবকে দেন বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং অংশগ্রহণ করেন বর্তমান বিজ্ঞানের জন্ম আবির্ভাবে। গ্র্যানাডা নগরী মুসলমানদের হস্তচ্যুত হওয়ার দুঃখ কোনও দিনই ভুলার নয়।' ইসলাম ধর্ম ও ইসলামিক সভ্যতা জগতের ধর্ম ও ইসলামিক সভ্য জগতের সকল সমস্যা সমাধান করে যুগের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিশ্ব মানবের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করে। একমাত্র ইসলামিক সভ্যতায় মানব জীবনের মুক্তি পথের সন্ধান আছে বলেই আজ পৃথিবীর সর্বত্রই আধুনিক প্রগতি ইসলামের নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন এবং নগরে-প্রান্তরে-কাননে ইসলামেরই জয়ডংকা বাজতে শুরু করেছে।

সাংবাদিক-কলামিস্ট

মৃত্যুই যখন প্রতিবাদ: বিভুরঞ্জন সরকারের ‘খোলা চিঠি’

চিররঞ্জন সরকার

মৃত্যু সব সময়ই জীবনের শেষ বিন্দু নয়। অনেক সময় মৃত্যু হয়ে ওঠে এক তীব্র, নির্মম অথচ স্পষ্ট প্রতিবাদের ভাষা। সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুকে ঘিরে যে আলোচনার ঝড় উঠেছে, সেটি আমাদের সামনে সেই প্রশ্নকেই ফের উসকে দিয়েছে। তিনি একটি ‘খোলা চিঠি’ লিখে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু আত্মহত্যা, নাকি হত্যাকাণ্ড—এমন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো এখনও সম্ভব হয়নি। রহস্য রয়ে গিয়েছে, আর সেই রহস্যই ঘটনাটিকে আরও অস্বস্তিকর, আরও বেদনাদায়ক করে তুলেছে। তবে একটি বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই—তাঁর রেখে যাওয়া ‘খোলা চিঠি’ আমাদের সামনে এমন এক সত্য উন্মোচন করেছে, যা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। সেই চিঠি নিছক ব্যক্তিগত হতাশার দলিল নয়, এটি আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতার দলিল, আমাদের অবহেলা ও অমানবিকতার আখ্যান। চিঠির প্রতিটি বাক্য যেন এক ধরনের আত্মকথন, অথচ একই সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চার্জশিটও বটে। প্রশ্ন জাগে—বিভুরঞ্জন সরকারের মতো এক প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক কেন জীবনের অন্তিম প্রান্তে এসে এমন চিঠি লিখে যেতে বাধ্য হলেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এই সমাজের অসংখ্য ফাঁকফোকর, অসংখ্য অপূর্ণতা, যেগুলো আমরা এত বছরেও পূরণ করতে পারিনি।

এটা হয়তো কখনও নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না, কীভাবে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়েছিল। তদন্তের ফলাফল হয়তো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে, হয়তো পৌঁছাবে না। কিন্তু তাঁর চিঠির ভাষা আমাদের এড়াতে দেয় না সেই অস্বস্তিকর সত্য—মৃত্যু কখনও কখনও হয়ে ওঠে প্রতিবাদের শেষ সীমারেখা। যদি সত্যিই তিনি স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকেন, তবে সেই মৃত্যু নিছক ব্যক্তিগত দুর্বলতার স্বাক্ষর নয়। বরং এটি এই সমাজের শ্বাসরুদ্ধকর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এক তীব্র এবং অনিবার্য প্রতিবাদ। আর যদি তাঁর মৃত্যুতে রহস্য থেকেই যায়, তবে সেই রহস্যের আড়ালেও ধরা দেয় দীর্ঘদিনের অবহেলা, যোগ্যতার যথার্থ মূল্যায়নের অভাব, আর আমাদের সামষ্টিক নিস্পৃহতার কালো ইতিহাস।

বিভুরঞ্জন সরকার ছিলেন এক দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া সাংবাদিক। তাঁর কলমে বারবার উঠে এসেছে রাষ্ট্র ও সমাজের অনিয়ম, বৈষম্য আর অন্যায়ের নির্মম কাহিনি। তিনি জানতেন শব্দের শক্তি, জানতেন সংবাদমাধ্যমের প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তবু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর ভরসা রইল একটি ‘খোলা চিঠি’, যেখানে তিনি লিখে গেলেন নিজের অভিমান, অভিযোগ এবং গভীর হতাশার কথা। অনেকেই আজ সেই লেখাটিকে ‘আত্মহত্যার জবানবন্দি’ হিসেবে চালাচ্ছেন। কিন্তু সত্যিই কি এটি কেবল একটি আবেগের বিস্ফোরণ? কেবল জীবনের অপ্রাপ্তি আর একাকিত্বের দলিল? নাকি এর ভেতরে লুকিয়ে আছে সমাজের অসহিষ্ণুতা, ক্ষমতার হিংসা, প্রতিপক্ষ দমন আর ভয়াবহ রাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল? এই দেশে যেখানে ভিন্নমতকে দমন করার জন্য খুন, গুম, ভয় দেখানো প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে, সেখানে কি একে নিছক ব্যক্তিগত আত্মহত্যা বলে পাশ কাটিয়ে দেওয়া যায়? হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনাকেও কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? এই প্রশ্নগুলো হয়তো অস্বস্তিকর, কিন্তু বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু সেই প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের দিয়েছে।

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, ‘খোলা চিঠি’ মানেই মৃত্যুর ঠিক আগে লেখা কিছু আবেগঘন পংক্তি। কিন্তু বিভুরঞ্জন সরকারের লেখা পড়লে সেই ধারণা ভেঙে যায়। তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে বহু দিনের জমে থাকা আক্ষেপ, দীর্ঘ এক জীবনের হতাশার ইতিহাস। এখানে ব্যক্তিগত বেদনা যেমন রয়েছে, তেমনি স্পষ্ট আছে সামষ্টিক দায়ের ইঙ্গিত। তিনি যেন আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এক বিশাল আয়না। সেই আয়নায় আমরা দেখতে পাই—কীভাবে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া মানুষ ধীরে ধীরে একা হয়ে যান, কীভাবে সহকর্মী, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র কেউই তাঁদের সত্যিকারের ভরসা হতে পারে না। তাঁর ‘খোলা চিঠি’ তাই কেবল ব্যক্তিগত আর্তি নয়, এটি সমাজের প্রতি একটি শেষ হুঁশিয়ারি, একটি আর্তনাদ যা শোনা যায় কেবল মৃত্যুর পর, যখন আর কিছুই করার থাকে না।

বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিন বা না নিন, সেই মৃত্যু আসলে আমাদের উদাসীনতার ফল। যদি এটি সত্যিই আত্মহত্যা হয়ে থাকে, তবে এটি নিছক ব্যক্তিগত পরাজয় নয়, বরং সামাজিক কাঠামোর ব্যর্থতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ। আর যদি মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে থাকে, তবে সেই রহস্যের আড়াল থেকেও ভেসে আসে দীর্ঘ মানসিক ক্লান্তির সুর, অসহ্য একাকী এক লড়াইয়ের ভার, এবং সমাজের দেওয়া নির্মম অবজ্ঞা।

কেন একজন মানুষ শেষ মুহূর্তে এসে ‘খোলা চিঠি’ লেখেন? কারণ, তিনি জীবিত অবস্থায় তাঁর কথাগুলো পৌঁছে দিতে পারেননি। তাঁর চারপাশে কেউ কান পাতেনি। সহকর্মীরা হয়তো উদাসীন ছিলেন, প্রতিষ্ঠান হয়তো নিজের দায় এড়িয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্র থেকেছে নিশ্চুপ। ফলে শব্দই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র আশ্রয়। মৃত্যুর আগে তিনি তাই শব্দকে অস্ত্র করে রেখে গেলেন এক দলিল, যাতে আমরা সবাই অভিযুক্ত। এই প্রক্রিয়া আমাদের কেবল দুঃখিত করে না, বরং অপরাধবোধে ভরিয়ে তোলে। আমরা যারা আজও বেঁচে আছি, তাঁদের উদ্দেশে যেন তিনি বলে গেলেন—’দেখো, তোমাদের কারণেই আমি আর বাঁচতে পারলাম না।’

সংবাদমাধ্যমকে আমরা সাধারণত দেখি আলোর ঝলকানিতে ভরা একটি ক্ষেত্র হিসেবে। কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে থাকে ভীষণ চাপ, অসীম অনিশ্চয়তা, আর্থিক অস্থিরতা এবং মানসিক যন্ত্রণা। প্রতিদিন সাংবাদিকরা অন্যের দুঃখ, মৃত্যু, দুর্নীতি, অবিচারের কাহিনি লিখতে লিখতে নিজের ভেতরে জমিয়ে তোলেন এক গভীর শূন্যতা। অথচ তাঁদের জন্য থাকে না কোনও মানসিক পরিচর্যার ব্যবস্থা, থাকে না নিরাপত্তার আশ্বাস। প্রবীণ বয়সে এসে সেই শূন্যতা, সেই অনিশ্চয়তা আরও তীব্র হয়। বিভুরঞ্জন সরকারের ‘খোলা চিঠি’ তাই কেবল একজন মানুষের ব্যক্তিগত আখ্যান নয়, এটি সাংবাদিকতার অন্দরমহলের এক ভয়ঙ্কর দলিল—যা বলে দেয়, এই পেশায় কতটা অসহায়ত্ব, আর কতটা অবহেলা জমে থাকে অদৃশ্য দেয়ালের আড়ালে।

আমরা মৃত্যুর পর অনেক কিছু বলি। এখন নানা জায়গায় বিভুরঞ্জন সরকারকে স্মরণ করা হচ্ছে, তাঁর লেখার প্রশংসা করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনায় তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু জীবিত অবস্থায় আমরা কতটা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম? তাঁর একাকিত্বে আমরা কি সত্যিই কান পাততে শিখেছিলাম? নাকি আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি কেবল মৃত্যুর পর চোখের জল ফেলতে? এ এক ভয়ঙ্কর ভণ্ডামি, যা আমরা প্রতিনিয়ত করি। মৃত্যুর পর শোকসভা করি, মোমবাতি জ্বালাই, স্মৃতিচারণ করি, তারপর আবার সাধারণ জীবনে ফিরে যাই। কিন্তু যাঁরা চলে যান, তাঁরা আর ফিরে আসেন না। তাঁদের আর্তি আর শোনা হয় না।

এই মৃত্যু আমাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ। প্রথমত, মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানসিক যন্ত্রণা কেবল ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি সামাজিক প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের মতো পেশায় যেখানে সত্য বলার দায় অনেক, সেখানে নিরাপত্তা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। তৃতীয়ত, আমাদের সমাজকে সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে কেউ চরম একাকিত্বে ভুগে ‘খোলা চিঠি’ লিখে জীবন শেষ করতে বাধ্য না হন। আর চতুর্থত, প্রবীণ নাগরিকদের জীবনের প্রতি আমাদের আরও সংবেদনশীল হতে হবে। বয়স বাড়া মানে সমাজ থেকে ক্রমশ সরে যাওয়া—এই ধারণা বদলাতে হবে।

বিভুরঞ্জন সরকারের ‘খোলা চিঠি’ আমাদের জন্য এক আয়না। সেখানে আমরা দেখতে পাই আমাদের অক্ষমতা, অবহেলা আর উদাসীনতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে সত্য বলা যায় না, সত্য বললে টিকে থাকা যায় না। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করলে কোনো একটা বিশেষ পক্ষে তালিকাভুক্ত করা হয়। তিনি চলে গিয়েছেন, কিন্তু আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন কঠিন প্রশ্ন—আমরা কি সত্যিই মানুষের কথা শুনতে শিখেছি? আমরা কি মৃত্যুর আগে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি? নাকি আমাদের সমাজ কেবল মৃত্যুর পরই সাড়া দেয়?

এই মৃত্যু নিশ্চিত আত্মহত্যা হোক বা হোক রহস্যজনক প্রয়াণ—এটি এক প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ কেবল বিভুরঞ্জন সরকারের নয়, এটি আমাদের সবার বিরুদ্ধে তোলা এক অভিযোগ। তিনি তাঁর শেষ লেখায় যেন বলে গেলেন, ‘আমি ভাল নেই, তোমরা শুনতে চাইলে পারতে।’ আমরা শুনিনি। এখন তাঁর অনুপস্থিতিতেই আমরা তাঁর লেখা পড়ছি, শোক করছি, অথচ জানি, এর কোনও প্রতিকার নেই। মৃত্যুর পর আর সংশোধন হয় না।

তবু যদি আমরা সত্যিই শিখতে চাই, তবে এই মৃত্যুকে স্মৃতি নয়, শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে, মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে শিখতে হবে। যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। না হলে একের পর এক ‘খোলা চিঠি’ আমরা পড়ব, আর একের পর এক মৃত্যু আমাদের চমকে দেবে। বিভুরঞ্জন সরকার আমাদের চোখের সামনে সেই আয়নাটি রেখে গিয়েছেন। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের—আমরা কি সেই আয়নায় নিজের মুখোমুখি দাঁড়াব, নাকি আবারও ভান করে ভুলে যাব?

লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
NYS Department of Health LHCSAs
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA | EB5 | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ছাত্রদলকেও বাংলাছাড়া করবে ছাত্রসমাজ

শিবিরের হুঁশিয়ারি

ঢাকা ডেস্ক

ছাত্রলীগ জবাই করার স্লোগান দিয়ে বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছে, ছাত্রদল যদি একই পথ অনুসরণ করতে চায়, তাহলে বাংলার ছাত্রসমাজ তাদেরও বাংলাছাড়া করবে। বুধবার রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে এমন হুঁশিয়ারি দেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা। ছাত্রদলের উগ্র ও সন্ত্রাসী স্লোগান এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রশিবির।

এর আগে বিকেল ৪টায় মতিঝিল শাপলা চত্বর থেকে দৈনিক বাংলা মোড় হয়ে বায়তুল মোকাররম উত্তর ফটক পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মু'তাসিম বিল্লাহ শাহেদী, সাহিত্য সম্পাদক নাজিম তাজওয়ারসহ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের অন্য নেতারা।

সমাবেশে সিবগাতুল্লাহ সিবগা বলেন, 'মাত্র এক বছরের মাথায় আমরা দেখলাম, ধর্ষণকারীদের দলের পরিবর্তন হয়েছে। আগে এই কাজগুলো ছাত্রলীগ করত, এখন ছাত্রদল করছে।' ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলে যে চারজন মেয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে তারা বিভিন্নভাবে অনলাইনে বুলিং করে মনোবল ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে—এমন অভিযোগও করেন তিনি।

অভিবাসী ভিসা প্রার্থীদের আবাসস্থলভুক্ত কনস্যুলার অফিসেই সাক্ষাৎকার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আগামী ১ নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী ভিসা (ইমিগ্র্যান্ট ভিসা) সাক্ষাৎকারের নিয়মে বড় পরিবর্তন আসছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করেছে, আবেদনকারীদের এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের আবাসস্থলভুক্ত কনস্যুলার জেলাতেই সাক্ষাৎকার দিতে হবে। এর ফলে এতদিন যেভাবে অপেক্ষার সময় কমাতে বা সুবিধার জন্য অন্য কোনো কনস্যুলার অফিস বেছে নেওয়া যেত, সেই নমনীয়তা আর থাকবে না।

এই নতুন নিয়ম পারিবারিক ও কর্মভিত্তিক অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের পাশাপাশি ডাইভারসিটি ভিসা বিজয়ীদেরও প্রভাবিত করবে। বিশেষ করে যেসব দেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাকলগ রয়েছে, সেখানে সাক্ষাৎকারের তারিখ পেতে আবেদনকারীদের আরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে।

তবে মানবিক বা চিকিৎসাজনিত জরুরি প্রয়োজনে কিছু সীমিত ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। এছাড়া কিছু দেশের আবেদনকারীদের জন্য বিকল্প কনস্যুলার অফিস নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যেমন—ইরানের আবেদনকারীরা সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন আবুধাবি, আংকারা বা ইয়েরেভানে; আর রাশিয়ার আবেদনকারীদের যেতে হবে ওয়ারশ, আলমাটি বা তাসখন্দে।

নতুন নিয়মে অভিবাসন প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আগে অপেক্ষার সময় কমাতে আবেদনকারীরা তুলনামূলক

দ্রুত সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় এমন কনস্যুলার অফিস বেছে নিতে পারতেন। এখন আর তা সম্ভব হবে না। ফলে ব্যাকলগ থাকা দেশে সাক্ষাৎকার ও প্রসেসিং আরও দীর্ঘ হবে। অনেক আবেদনকারীকে হয়তো তৃতীয় দেশে গিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে হবে, ফলে ভ্রমণ ও থাকা-খাওয়ার খরচ যোগ হবে। পরিবার পুনর্মিলন বা জরুরি কাজের ক্ষেত্রে আগের মতো নমনীয়তা পাওয়া যাবে না।

শুধু পরিবার নয়, যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও এই নিয়ম বাড়তি চাপ তৈরি করবে। কর্মীদের সাক্ষাৎকার দিতে অন্য দেশে ভ্রমণ করতে হলে তাদের ভ্রমণ ব্যয় ও সময় বাড়বে, যা কর্মী নিয়োগ পরিকল্পনা বিলম্বিত করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে ভিসা আবেদনকারীদের আরও আগেভাগে পরিকল্পনা করতে হবে। প্রক্রিয়ার জটিলতা ও সম্ভাব্য বিলম্ব এড়াতে অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর সহায়তা নেওয়া আগের চেয়ে আরও জরুরি হয়ে উঠবে। পরিবার পুনর্মিলন, কর্মসংস্থান কিংবা ডাইভারসিটি ভিসা—সব ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন অতিরিক্ত ব্যয় ও জটিলতা তৈরি করবে।

ফোবানা কনভেনশনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রেস্টুইনো। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা, নিউইয়র্ক কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক, গিয়াস আহমেদ, কাজী আজম, আলী ইমাম মজুমদার, ড. আবু জোবায়ের দারা, মঈনুল হক চৌধুরী, ফিরোজ আলম, তারেক হাসান খান, নিশান রহিম ও সাহাবুদ্দিন সাগর। সভাপতিত্ব করেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সোনিয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সবসময় শর্তহীন সমর্থন দিয়ে এসেছেন। আজও গণতন্ত্র রক্ষায় তাদের এগিয়ে আসতে হবে, নইলে ৩৬ জুলাইয়ের অর্জন হারিয়ে যাবে, প্রিয় মাতৃভূমি শত বছর পিছিয়ে পড়বে।

দিনভর চলা উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান। এতে মঞ্চ মাতান জনপ্রিয় শিল্পী আসিফ আকবর, রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ, রেশমী মির্জা, বকুল ও সুমন।

ফোবানা সম্মেলন ঘিরে নায়াগ্রা ফলস পরিণত হয়েছে উৎসবের নগরীতে। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের এই শহর দখল করে নিয়েছেন হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশি। শেরাটন হোটেলের কনভেনশন সেন্টারও সাজানো হয়েছে উৎসবের আবহে। তিন দিনব্যাপী এই মহাসম্মেলনের পর্দা নামে গত রোববার।

'নিউইয়র্কবাসী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রমাণ করেছেন এগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব। তিনি মনে করেন, মমদানি আরও বড় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবেন। যেমন—সবার জন্য বাস ভ্রমণ বিনামূল্যে করা এবং লাখো ভাড়াটিয়ার জন্য ভাড়া স্থগিত রাখা।

ডি ব্লাসিওর মতে, নিউইয়র্কবাসী ইতোমধ্যে মমদানির চিন্তাধারাকে সমর্থন জানিয়েছে, যার প্রমাণ হলো জুন মাসের ঐতিহাসিক ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁর জয়ে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের তাঁর প্রয়োজন, কারণ তিনি অন্তরে-বাহিরে বিশ্বাস করেন—এমন একটি শহর কখনো গ্রহণযোগ্য নয়, যেখানে যারা শহরকে গড়ে তুলেছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে, তারাই বঞ্চিত হয়।"

রাজনীতির সীমা ছাড়িয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শক্তি, আর অতীতের জাঁকজমকই মুখ্য।

ট্রাম্পকে বোঝার জন্য তাঁর শাসনকালীন সিদ্ধান্তগুলো খুঁটিয়ে দেখা জরুরি। হোয়াইট হাউসকে নিজের প্রাসাদ মার-আ-লাগোর মতো সাজানো, রাষ্ট্রপতি বিমানকে ব্যক্তিগত জেটের মতো করে তোলা, রোজ গার্ডেনকে তাঁর রুচিতে রূপান্তর করা—এসব কেবল নান্দনিক সিদ্ধান্ত নয়। এগুলো আসলে প্রতীকী বার্তা: "আমেরিকা মানেই ট্রাম্প।"

ট্রাম্প শিল্প-সংস্কৃতির মঞ্চও নিজের দখলে নিতে চেয়েছেন। কেনেডি সেন্টারের পরিচালনা কমিটি ভেঙে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া, শিল্পীদের বাছাইয়ে মতাদর্শগত নিয়ন্ত্রণ চাপানো, জাদুঘরে আমেরিকার অন্ধকার দিকগুলো কমিয়ে আনা—এসবই তাঁর প্রকল্পের অংশ। ইতিহাসকে এমনভাবে সাজাতে তিনি আগ্রহী হয়েছেন যাতে সমালোচনার চেয়ে গৌরবের কাহিনীই সামনে আসে।

ট্রাম্পের রাজনৈতিক ছবি প্রায়শই এক ধরনের নান্দনিক প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে "লড়ো, লড়ো, লড়ো" বলার দৃশ্য আজ সামাজিক মাধ্যমে এক প্রতীকী আইকনে পরিণত। তাঁকে কখনো সুপারহিরো, কখনো অতিমানবের চিত্রে আঁকা হয়। তাঁর অনুসারীদের কাছে এই ছবি শুধু রাজনীতির নয়, বরং আমেরিকার এক নতুন পরিচয়ের প্রতীক।

এ পরিচয় মূলত এক পুরুষতান্ত্রিক, শ্বেতাঙ্গ-আধিপত্যবাদী আমেরিকার। তাঁর অভিবাসনবিরোধী অবস্থান, নাগরিকত্ব বাতিলের পরিকল্পনা, কিংবা ভোটের ফল অস্বীকার—সবই এই প্রতীকের অংশ।

লিঙ্কন বা রুজভেল্টের প্রতীকী উত্তরাধিকার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। রিগ্যান আমেরিকাকে ঠান্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাম্পের প্রতীকী রাজনীতি ভাঙন তৈরি করেছে। তিনি ঐক্যের নয়, বিভাজনের প্রতীক। তাঁর প্রতীকী প্রকল্প আমেরিকাকে আরও বিভক্ত করেছে—জাতিগত, সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিকভাবে।

সবশেষে বলা যায়, ট্রাম্পের আসল লক্ষ্য কেবল ক্ষমতা নয়। তিনি চান ইতিহাসে এমনভাবে নিজের নাম বসাতে, যাতে একদিন আমেরিকার নাম উচ্চারণ হলে তাঁর মুখও ভেসে ওঠে। পতাকার লাল-নীল রঙের মতোই ট্রাম্পও যেন আমেরিকার প্রতীক হয়ে থাকেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। লিঙ্কন, রুজভেল্ট বা রিগ্যান যেখানে জাতিকে বাঁচাতে বা এগিয়ে নিতে প্রতীকী হয়ে উঠেছিলেন, ট্রাম্প সেখানে আমেরিকাকে নিজের প্রতিচ্ছবি বানাতে চান। তাঁর কাছে আমেরিকা মানে আর কোনো আদর্শ নয়, বরং তিনি নিজেই আমেরিকার রূপকথা।

ড. ইউনূসের নিউইয়র্ক সফরে বিশৃঙ্খলার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা। তিনি বলেন, প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের কেউ চিন্তা করলে আমরা তা প্রতিহতের চিন্তা করি না। কারণ প্রত্যেকেরই নিজের মতো করে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে। তবে এর একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও কাঠামো আছে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টার সফরের সময় অনুষ্ঠানস্থলের সামনে দেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ করে। সে পর্যন্ত ঠিক ছিলো, আমরা এটি ঠেকাতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। কিন্তু আওয়ামী লীগ দেশে যেমন গণহত্যা চালিয়েছে এবং দস্যুতা কায়েম করেছে দেশের বাইরেও কনস্যুলেট অফিসের গেইট ভেঙে সীমা ছাড়িয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভাংচুর ও হামলা চালানোর মতো ঘটনা আগে ঘটেছে কি-না আমার জানা নেই। আমরা প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালালে বা সেরকম কোন আভাস পেলে আমরা এই দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

গোলাম মোর্তোজা বলেন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সিক্রেট সার্ভিস এবং পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা ভিডিও ফুটেজ দেখে তদন্ত করছে, তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসবেন এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। সেক্ষেত্রে কেউ যদি ক্ষোভ দেখাতে চায়, প্রতিবাদ জানাতে চায় এটা ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা কিছু বলবো না, কিন্তু বিক্ষোভের নামে কেউ যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে চায় বা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আমাদের বলা আছে। তারা তাদের মতো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। প্রতিবাদের বাইরে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে আমরা সেসব বিষয়ে দেশটির সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবো। তারা তাদের কাঠামো মেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে ২৩ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের। তবে এটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের উদ্বোধন হবে। উচ্চ পর্যায়ের সাধারণ বিতর্কসভাগুলো চলবে ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে রোহিঙ্গা ইস্যু।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিকলবন্দী হয়ে দেশে ফেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকায় অবতরণ করে। সেই ফ্লাইটে এক নারীসহ ৩৯ বাংলাদেশিকে দেশে পাঠানো হয়। ফেরত আসা ব্যক্তিদের অভিযোগ, প্রায় ৬০ ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রায় তাঁদের হাতকড়া ও শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

ঢাকায় পৌঁছে ওই ফ্লাইটে ফেরত আসা ফাহিম নামের এক যাত্রী বলেন, 'আমাদের হাতকড়া ও শিকলে বাঁধা অবস্থায় উড়োজাহাজে করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা নিয়ে বসে থাকতে হয়েছে, খেতে দেওয়া হয়েছে শুধু রুটি আর পানি। এমনকি টয়লেটে যাওয়ার সময়ও একজন অফিসার আমাদের নিয়ে যেতেন, আবার শিকলে বেঁধে দিতেন। অবশেষে ঢাকায় অবতরণের সময় শিকল খোলা হয়।'

পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও এইচএসআইএর ইমিগ্রেশন বিভাগের সূত্র বলছে, এর আগে চলতি বছরের ৮ জুন একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরিয়ে আনা ৪২ বাংলাদেশির মধ্যে ১৬ জনের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়পত্র যাচাই নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রে মামলায় হেরেও সেখানে অবস্থান করছিলেন, আরেকজন আলাদা মামলায় সাজা ভোগ করেছিলেন। সবাইকে অনিয়মিত অভিবাসী হিসেবে শনাক্ত করা হয়।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছরের ৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ৪৬ দিনে একাধিক চার্টার্ড ফ্লাইটে অন্তত আরও ৩৪ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের শুরু থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়েছে।

এর আগে ২০১৬ সালে ২৭ বাংলাদেশিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে। তাঁরা বিশেষ ফ্লাইটে এসেছিলেন, আর যাত্রাপথে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই দৃশ্য তখন দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এভাবে শিকল পরানোয় মানবাধিকার ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন, যা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রত্যাবাসনের সময় হাতকড়া ও শিকল ব্যবহার সীমিত করা উচিত। শুধু বিশেষ নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকলেই শুধু হাতকড়া পরানো যেতে পারে।

অপরাধমুক্ত ও অসহিংস অভিবাসীদের হাতকড়া বা শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠানোটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের পরিপন্থী। ফেরত আসা ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সহায়তা নিশ্চিত করা, সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা এবং পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

অভিবাসীদের এভাবে হাতকড়া বা শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান আজকের পত্রিকা'কে বলেন, উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে মানুষ অভিবাসী হতে চাইবেন, এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে গন্তব্য দেশ চাইলে তাঁদের ফিরিয়েও দিতে পারে। তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এটি অভিবাসনপ্রত্যাশী মানুষের জন্য সারা জীবনের ট্রমা হয়ে থাকে। আমরা আশা করি, আগামীতে প্রত্যাবাসনপ্রক্রিয়া আরও মানবিক হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে গুরুত্ব দেবে।

প্রসঙ্গত, মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই) তাঁদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রক্রিয়া দ্রুততর করার কারণে চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার বেড়েছে। বেশির ভাগ অভিবাসী মেক্সিকো বা লাতিন আমেরিকার দেশ হয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একাধিক দফায় বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু নাগরিককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

আমেরিকান ড্রিমে কালো মেঘ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসেছে মূলত এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বলছে, সেই বিশ্বাস আজ ভেঙে পড়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও এনওআরসি সেন্টারের জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৭০ শতাংশ আমেরিকান নাগরিক মনে করেন না যে শুধু শ্রম দিয়েই সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব। মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ মনে করছেন, তারা নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে পারবেন। ১৯৮৭ সাল থেকে চালু হওয়া এ ধরনের জরিপে এর আগে কখনও এত নিচে নামেনি মানুষের আস্থা।

অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাড়তে থাকা শিক্ষা ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবার অনিশ্চয়তা আর স্থবির মজুরি—সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের মনে জন্ম দিয়েছে এক গভীর হতাশা। একসময় শহরের ফ্যাক্টরি শ্রমিক থেকে শুরু করে প্রান্তিক আমেরিকার খামার শ্রমিক পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন, তাঁদের সন্তানরা তাঁদের চেয়ে ভালো জীবন পাবে। কিন্তু আজ সেই আশাই ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

নিউইয়র্কের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিচালক থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষি খামারের শ্রমিক—সবাই একই প্রশ্ন করছেন, "আমার সন্তান কি আমার চেয়ে ভালো ভবিষ্যত পাবে?" উত্তর অনেকের কাছেই অনিশ্চিত।

ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে এ আস্থাহীনতার মাত্রায় পার্থক্য থাকলেও হতাশা সর্বত্রই। জরিপ বলছে, প্রায় ৯০ শতাংশ ডেমোক্র্যাট এবং অর্ধেকের বেশি রিপাবলিকান মনে করছেন, আমেরিকান ড্রিম এখন আর বাস্তব নয়। রাজনৈতিক বক্তৃতায় এখনো 'আমেরিকান ড্রিম' শব্দটি উচ্চারিত হয়, কিন্তু তা যেন এক ধরনের শূন্য স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অর্থনৈতিক সূচকে কিছুটা উন্নতি দেখা গেছে—এক-চতুর্থাংশ ভোটার বর্তমান পরিস্থিতিকে 'ভালো' বলেছেন—তবু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। ভাড়া বাড়ি, শিক্ষা ঋণ, স্বাস্থ্য খরচ—এসবের চাপ মানুষকে ক্লান্ত করে তুলছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ফারাক ক্রমশ বাড়ছে।

অভিবাসীদের জন্য আমেরিকান ড্রিম একসময় ছিল সবচেয়ে বড় প্রেরণা। বাংলাদেশ থেকে, মেক্সিকো থেকে, আফ্রিকা থেকে মানুষ ছুটে এসেছে এই আশায়—পরিশ্রম করলে অন্তত সন্তানেরা ভালো জীবন পাবে। আজ সেই বিশ্বাসও ক্ষয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রজন্মের কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও পরবর্তী প্রজন্ম যে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যত পাবে, তা আর নিশ্চিত নয়।

আমেরিকান সমাজে এখন একটাই বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্য কেমন হবে? আমেরিকান ড্রিম কি নতুন রূপে ফিরে আসবে, নাকি তা শুধু ইতিহাসের পাতায় টিকে থাকবে এক রূপকথার মতো?

আমেরিকার সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতির ভেতরকার চাপা অস্থিরতা আজ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে মানুষের মনোজগতে। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকান পরিচয়ের অংশ ছিল যে বিশ্বাস—"পরিশ্রম করলে সফল হওয়া যায়"—তা যদি ভেঙে যায়, তবে শুধু অর্থনীতি নয়, গোটা সামাজিক কাঠামোও নড়বড়ে হয়ে উঠতে পারে। প্রশ্ন এখন শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং দার্শনিকও— আমেরিকান ড্রিম কি আরেকবার নবজাগরণ ঘটাতে পারবে, নাকি এ কেবল হারিয়ে যাওয়া এক স্বপ্ন হয়ে থাকবে?

ট্রান্সফোটেক একাডেমির নতুন সদর দপ্তর ম্যানহাটনে

ডেস্ক রিপোর্ট

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কুইন্স থেকে শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সেবা দেওয়ার পর ট্রান্সফোটেক একাডেমি এবার ম্যানহাটনে তাদের নতুন সদর দপ্তর স্থাপন করেছে। এটি একাডেমির সম্প্রসারণ এবং শিল্পখাতের সাথে আরও গভীর সম্পৃক্ততার একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নতুন অফিসটি নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র ম্যানহাটনের ১৩২ ওয়েস্ট ৩১ স্ট্রিটে অবস্থিত, যা পেন স্টেশন ও ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন থেকে অল্প দূরত্বে। এ স্থানটি ব্যবসা ও শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে একাডেমিকে আরও শক্তিশালী অবস্থান এনে দিয়েছে।

সাইবারসিকিউরিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ডাটা অ্যানালিটিক্স, কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ইঞ্জিনিয়ারিংসহ গুরুত্বপূর্ণ আইটি বিষয়ে বিশেষায়িত প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে ট্রান্সফোটেক একাডেমি ইতোমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালি শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণকালীন আইটি চাকরি পেতে সহায়তা করে আসছে, যেখানে তাদের বার্ষিক আয় দাঁড়াচ্ছে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ ডলারের মধ্যে। ম্যানহাটনে সদর দপ্তর স্থানান্তর একাডেমির উন্নয়ন এবং উচ্চ বেতনের টেক ক্যারিয়ার নিশ্চিত করার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সেবা দেওয়া দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির প্রতি অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

"এটি কেবল ঠিকানা পরিবর্তন নয়, আমাদের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা," বলেন ট্রান্সফোটেক একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও শেখ গালিব রহমান। "আমাদের মিশন একই রয়েছে— ক্যারিয়ারকে দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং ভবিষ্যত গড়া। তবে ম্যানহাটনে অবস্থান আমাদেরকে শিল্পনেতা, নিয়োগদাতা ও বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে, যারা ক্যারিয়ার রূপান্তর খুঁজছেন।"

বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক আইটি প্রশিক্ষণের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ম্যানহাটনের অনন্য কর্মসংস্থান পরিবেশ, স্টার্টআপ এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো একাডেমিকে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে, শীর্ষ প্রশিক্ষক আকৃষ্ট করতে এবং স্নাতকদের চাকরির সুযোগ আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে।

দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত তারেক রহমানকে নিতে হবে

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান উপদেষ্টা।

তারেক রহমান

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কখন দেশে ফিরবেন, সেটা তাঁর ওপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তবে তারেক রহমানের দেশে ফিরতে পাসপোর্ট বা ট্রাভেল ডকুমেন্ট প্রয়োজন হলে সেটা সরকার সরবরাহ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান উপদেষ্টা।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে থাকা সব মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। তাঁকে ফেরানোর কোনো উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া আছে কি না— সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, 'ফিরে আসার বিষয়টি তারেক রহমানের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। তবে যখনই প্রয়োজন হবে, তার ভ্রমণ নথি বা পাসপোর্ট সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমরা দেখব।'

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, 'লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে তারেক রহমান পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছেন কি না, সে বিষয়ে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই।' উপদেষ্টা বলেন, 'তারেক রহমানকে প্রথমে দেশে ফেরার ব্যাপারে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

২০০৮ সালে সেনা-সমর্থিত সরকারের সময় তারেক রহমান বন্দী অবস্থা থেকে জামিন নিয়ে চিকিৎসার জন্য সপরিবারে লন্ডন যান। এর পর থেকে তিনি সেখান থেকেই বিএনপির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ভারতকে যে অনুরোধ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। তিনি জানান, এ বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো অনুরোধপত্র পাঠানো হয়নি। তবে বিষয়টি বিভিন্ন ফোরামে দেখা-সাক্ষাতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ইতিবাচক। তবে এখানে দুই পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে।'

আগামী জাতীয় নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক আসা প্রসঙ্গে উপদেষ্টা ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রাক্-নির্বাচনী অনুসন্ধান মিশন ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সফর করেছে। এ বিষয়টি নির্বাচন কমিশন দেখছে।

পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে পিটার হাসের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। বৈঠকের বিষয়ে কেউই বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি।

পিটার হাস গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিস থেকে অবসরে যাওয়ার পর এক্সিলারেট এনার্জিতে ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। সপ্তাহখানেকের সফরে গত শনিবার তিনি বাংলাদেশে আসেন।

মার্কিন এই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটির তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ব্যবসা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কক্সবাজারে মহেশখালীতে একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিচালনা করে।

সিডনি ম্যারাথনে নিউইয়র্ক প্রবাসী নাসির শিকদারের অনন্য পদচারণা

বিশেষ প্রতিনিধি

৩১শে আগস্ট, রোববার অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বের সপ্তম মেজর ম্যারাথন— 'টিসিএস সিডনি ম্যারাথন'। এটি শুধু একটি দৌড় প্রতিযোগিতা নয়, বরং এক মহোৎসব, যেখানে ক্রীড়ার সঙ্গে মিলেমিশে ছিল আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির রঙ। এবারের আসরে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বের একশো বিশটিরও বেশি দেশ থেকে আসা প্রায় পঁইত্রিশ হাজার দৌড়বিদ। ভোর সাড়ে ছয়টায় নর্থ সিডনি ওভাল থেকে দৌড় শুরু হয়ে শহরের নানা সড়ক ও সেতু অতিক্রম করে শেষ হলো অপূর্ব ল্যান্ডমার্ক সিডনি অপেরা হাউসের সামনে। সেই ভিড়ের মাঝে আলাদা করে আলো ছড়ালেন বাংলাদেশের মুখ— নাসির শিকদার।

নিউইয়র্ক প্রবাসী নাসির শিকদারের গল্প আসলে লড়াইয়ের গল্প। কিছু বছর আগেও তিনি ছিলেন চরমভাবে স্থূলতায় (অবিসিটি) আক্রান্ত। হাঁটা-চলা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, দৈনন্দিন জীবন ছিল ভীষণ দুর্বিষহ। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজেকে পাল্টাবেন। সেই সিদ্ধান্তের হাতিয়ার হলো— দৌড়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘাম ঝরিয়ে নাসির শুধু নিজের শরীরকেই পাল্টালেন না, পাল্টালেন জীবনদর্শন।

মাত্র চার বছরের ভেতরে নাসির শিকদার অর্জন করেছেন এক অসাধারণ সাফল্য— ১৮৩টি হাফ-ম্যারাথন, ৩৭টি পূর্ণ ম্যারাথন এবং ১০টি আল্ট্রা ম্যারাথন। সব মিলিয়ে তার পায়ের ছাপ পড়েছে প্রায় আট হাজার মাইল পথে। এ সংখ্যাগুলো শুধু একটি ক্রীড়াবিদের রেকর্ড নয়, বরং তার অদম্য মনোবল ও জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের দলিল।

নাসির এখন শুধু নিজের জন্য দৌড়ান না। তিনি কাজ করছেন "অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড" উদ্যোগ নিয়ে। তার বিশ্বাস— সচেতনতা ও শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথিবীকে স্থূলতামুক্ত করা সম্ভব। তিনি নিয়মিত নিজের দৌড়জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করছেন নানা প্ল্যাটফর্মে, যেখানে হাজারো মানুষ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, নতুনভাবে জীবন শুরু করছেন। তার বার্তা সহজ— "দৌড়াও, সুস্থ থাকো, নিজের সীমা ভেঙে বেরিয়ে এসো।"

সিডনি ম্যারাথনের সকালটা ছিল অন্যরকম। হাজারো দৌড়বিদ ছুটে চলছিলেন অপেরা হাউসের দিকে, কিন্তু নাসির শিকদারের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আলাদা অর্থ বহন করছিল। তিনি শুধু একজন অংশগ্রহণকারী নন; তিনি ছিলেন লড়াই, জেদ আর আশার প্রতীক। আন্তর্জাতিক এই আয়োজনে একজন বাঙালির এমন উপস্থিতি শুধু বাংলাদেশের ক্রীড়াজগতের জন্যই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালিদের জন্যও এক গর্বের মুহূর্ত। সিডনির আকাশের নিচে, দৌড়বিদদের ঢেউয়ের মাঝে, বাঙালি নাসির শিকদারের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ঘোষণা করছিল— "একটি স্থূলতামুক্ত পৃথিবী শুধু স্বপ্ন নয়, বরং তা সম্ভব।"

মাইকেল কুগেলম্যান

বাংলাদেশে নির্বাচন বিলম্বিত হলে রাজপথে বিক্ষোভ, অস্থিরতার ঝুঁকি

ঢাকা ডেস্ক

কুগেলম্যান

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে রাজপথে বিক্ষোভ এবং তা থেকে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার বড় আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছেন দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সাময়িকী ফরেন পলিসির গতকাল বুধবারের (৩ সেপ্টেম্বর) সাউথ এশিয়া ব্রিফে তিনি এ কথা বলেছেন। কুগেলম্যান ফরেন পলিসির (এফপি) সাপ্তাহিক সাউথ এশিয়া ব্রিফের লেখক।

ব্রিফে মাইকেল কুগেলম্যান লিখেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন দেশটির পরবর্তী নির্বাচনের একটি আনুষ্ঠানিক সময়সূচি প্রকাশ করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। এই নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি স্বস্তির বিষয় হবে। তাদের অধিকাংশই নির্বাচনী পরিকল্পনা সঠিক পথে এগোচ্ছে, এমনটি দেখতে আগ্রহী।

মাইকেল কুগেলম্যান লিখেছেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গত মাসে এক বছর পূর্ণ করেছে। অর্থনৈতিক চাপ ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে চ্যালেঞ্জের কারণে এই সরকারের প্রতি মানুষের অধৈর্য হয়ে পড়াটা বাড়ছে।

গত সপ্তাহে ঢাকায় ছিলেন জানিয়ে কুগেলম্যান লিখেছেন, সে সময় যাঁদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে, তাঁদের মতে, বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তির নির্বাচন বিলম্বিত করার বিষয়ে আগ্রহ থাকতে পারে। এসব ব্যক্তির মধ্যে গত বছরের আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে গঠিত নতুন একটি রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু সদস্য রয়েছেন।

ওই সব আলাপচারিতায় এটাও উঠে আসে যে সেনাবাহিনী, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনেরা নির্বাচন করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে রাজপথে বিক্ষোভ এবং তার ফলে অস্থিতিশীলতা বাড়ার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযোগপত্র গৃহীত হলে নির্বাচনে অযোগ্য

ঢাকা ডেস্ক

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) আইনে কারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র গৃহীত হলে ওই ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া বা বহাল থাকার যোগ্যতা হারাবেন। একইভাবে তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদ বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক পদে নির্বাচিত হওয়া বা বহাল থাকারও অযোগ্য হবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান। প্রেস সচিব বলেন, "ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩ - এ সেকশন ২০ (সি) যুক্ত করা হয়েছে।"

নীতিমালা অনুমোদন » উপদেষ্টা পরিষদের সভায় 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুমোদন করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতাও হারাবেন।

নতুন সংযোজন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের সেকশন ৯ (১)-এর অধীনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল হলে তিনি সংসদ সদস্য বা মানবতাবিরোধী অপরাধে স্থানীয় সরকারের কোনো নির্বাচিত পদে প্রার্থী বা বহাল থাকার যোগ্য থাকবেন না। তিনি আরও জানান, এ ধারা অনুসারে ওই ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার কিংবা অন্য কোনো সরকারি অফিসে অধিষ্ঠিত হওয়ারও অযোগ্য হবেন।

গতকাল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ বিভাগের ৪১তম সভায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো— ১. বিদ্যুৎ বিভাগের 'বেসরকারি অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন/বিদ্যুৎকেন্দ্র নীতিমালা, ২০২৫', ২. ডাক টেলিযোগাযোগ 'টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০২৫', ৩. আইন ও বিচার বিভাগের 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫'।

এসব খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে 'টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০২৫'-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, বিটিআরসি ভাইস চেয়ারম্যান আবু বকর ছিদ্দিক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবদুন নাসের খান উপস্থিত ছিলেন।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, "টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং নীতিমালা-২০২৫-এর তিনটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, বর্তমানে লাইসেন্সিং ব্যবস্থায় যে মধ্যস্বত্বভোগী রয়েছে, সেটাকে নতুন নীতিমালার মাধ্যমে রোহিত করে নতুন একটি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এটা আধুনিক ও যুগোপযোগী। দ্বিতীয়ত, এই নীতিমালার মাধ্যমে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের কোয়ালিটি অব সার্ভিস এবং সেবার যেই কভারেজ, তা নিশ্চয়তার ভেতরে আনা হয়েছে। তৃতীয়ত, এই নীতিমালার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক টেলিযোগাযোগ ব্যবসা সম্প্রসারণ করে ভয়েস কল এবং ডেটাকে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ভেতরে নিয়ে আসার একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হয়েছে।"

প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী জানান, বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ২৬ ধরনের লাইসেন্স দিয়ে থাকে। এই ২৬ ধরনের লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রায় ২,৯৯৯টি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, "অতি মাত্রায় মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি করার জন্য বিগত পলিসিকে অপব্যবহার করে এখানে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হয়েছে। এই বিশৃঙ্খলার মাত্রা এমন পর্যায়ে গেছে যে বিটিআরসির পক্ষে এই লাইসেন্সগুলোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা, তাদের মনিটরিং করা এবং একই সঙ্গে মানসম্পন্ন সেবাদান কাজ ব্যাহত হচ্ছিল।

নিউইয়র্ক সিটি নির্বাচন ২০২৫: রাজনৈতিক খেলার নতুন অধ্যায়

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় রচনা করেছে। এখানে প্রায়ই জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন দেখা যায়, আবার অনেক সময় এখানকার স্থানীয় লড়াই জাতীয় রাজনীতির দিকনির্দেশক হয়ে দাঁড়ায়। ২০২৫ সালের নভেম্বরের মেয়র নির্বাচন সেই ধারারই আরেকটি বড় উদাহরণ হয়ে উঠছে।

ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট প্রার্থী জোহরান মমদানি ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলোড়ন তুলেছেন। প্রাইমারিতে তাঁর বিজয় অনেককে বিস্মিত করেছে, কিন্তু এটিই বাস্তব—শহরের তরুণ ভোটার, অভিবাসী সমাজ, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখন তাঁকে পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে দেখছে। সাম্প্রতিক জরিপগুলোতেও এর প্রতিফলন রয়েছে— সব জরিপেই মমদানি এগিয়ে আছেন।

মমদানি যে বার্তা দিচ্ছেন তা হলো—পুরোনো রাজনীতি আর ভাঙা সিস্টেম নয়, বরং একটি স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রগতিশীল নিউইয়র্ক। এই বার্তাই তরুণদের উত্তেজিত করছে, প্রান্তিকদের আশ্বস্ত করছে, আর পুরোনো ক্ষমতাকেন্দ্রকে আতঙ্কিত করছে।

বর্তমান মেয়র এরিক আডামস, যিনি শুরুতে শক্ত প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত ছিলেন, এখন আর সে অবস্থায় নেই। আছেন রাজনৈতিক গুঞ্জনের কেন্দ্রবিন্দুতে। ওয়াশিংটনে তাঁর জন্য কোনো পদ, বিশেষত হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট (HUD) দপ্তরে, অফার করার আলোচনা চলছে বলে খবর ছড়িয়েছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—তাঁকে নির্বাচনের লড়াই থেকে সরিয়ে নেওয়া।

আডামস অবশ্য বারবার বলেছেন, তিনি নির্বাচনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু গুঞ্জন থামছে না। শহরের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই ধরনের আলোচনার ফাঁস হওয়া আসলে একটি চাপ সৃষ্টির কৌশল—আডামসকে বোঝানো যে তাঁর জন্য অন্য পথও খোলা রয়েছে।

শুধু আডামসই নন, বরং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সেলোয়াকেও বলা হচ্ছে একটি ফেডারেল পদ অফার করা হতে পারে যদি তিনি নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে যান। অর্থাৎ, রাজনৈতিক কৌশল হচ্ছে মমদানির বিপরীতে একক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো। বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে ভোট বিভক্ত হবে, এবং তাতে মমদানি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন—এই ভয়ই এখন প্রতিষ্ঠিত মহলের মাথাব্যথা।

এই সমীকরণে নতুনভাবে আলোচনায় আসছেন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো। যৌন হয়রানি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে পদত্যাগ করলেও কুয়োমো এখনো ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক বড় নাম। প্রাইমারিতে হেরেছেন জোহরান মামদানির কাছে। অন্য সবাইকে বসিয়ে দিয়ে তাঁকে যদি আবার সামনে আনা যায়, তবে মমদানিকে মোকাবিলার জন্য একটি ভারী রাজনৈতিক চরিত্র পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কুয়োমো ফ্যাক্টর এখন আলোচনার মূল কেন্দ্র। কেউ বলছেন, সবাইকে বসিয়ে দিয়ে কুয়োমোর প্রার্থীতা মমদানির জন্য সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করতে পারে। আবার অনেকেই মনে করেন, কুয়োমোর অতীত বিতর্ক তাঁকে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে না। তবুও রাজনৈতিক খেলার মাঠে তাঁর নামই এখন মাদানি বিরোধিদের কাছে 'সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র'।

সব মিলিয়ে আসছে নির্বাচন এখন আর কেবল নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচন নয়, বরং একটি সিস্টেম বনাম পরিবর্তনের লড়াই। একদিকে আছে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকেন্দ্র, যারা সব ধরনের কৌশল, দরকষাকষি, এমনকি প্রশাসনিক পদ অফারের মতো চালও চালছে। অন্যদিকে আছেন মমদানি—যিনি ভোটারদের আবেগ ও আশার প্রতীক হয়ে উঠছেন।

এই খেলায় ট্রাম্প প্রশাসনের সম্পৃক্ততা আর ডেমোক্র্যাটিক অভ্যন্তরীণ সমঝোতা একসঙ্গে কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য একটাই—যেভাবেই হোক মমদানিকে থামানো। আমেরিকার কোন সাম্প্রতিক নির্বাচনে একজন প্রেসিডেন্টকে একটি সিটির মেয়র নির্বাচন নিয়ে এতোটা আগ্রহী হতে দেখা যায়নি।

নভেম্বরের নির্বাচন তাই এখন আমেরিকার অন্যতম আলোচিত ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় একটি নির্বাচন হলেও এর গুরুত্ব জাতীয় রাজনীতিতে গভীর। কারণ এখানে নির্ধারিত হবে নিউইয়র্ক সিটির ভবিষ্যৎ। পাশাপাশি এটি দেখিয়ে দেবে—আমেরিকার বড় শহরগুলোতে প্রগতিশীল রাজনীতি কতটা জমি দখল করছে, আর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামো কতটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ইতিমধ্যেই বলছেনঃ "এটি হবে মমদানি বনাম মেশিন।"

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

একদল মুক্তিযুদ্ধ বিক্রি করেছে, আরেক দল চব্বিশ: খসরু

ঢাকা অফিস

আমীর খসরু

দেশে একদল মুক্তিযুদ্ধ বিক্রি করেছে, আরেক দল চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান বিক্রি করে আখের গোছাতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আজ বুধবার রাজধানীর হোটেল লেকশোরে এক আলোচনা সভায় তিনি এই অভিযোগ করেন।

আমীর খসরু বলেন, 'একদল মুক্তিযুদ্ধ বিক্রি করেছে, আরেক দল চব্বিশ বিক্রি করছে। জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে বিএনপি কোনো কৃতিত্ব নিতে চায় না, এটা বাংলাদেশের মানুষের অবদান।'

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, 'জুলাই আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়ে লড়াই করলে দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। শেখ হাসিনার বিদায়ের পর জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, তা ধারণ করতে না পারলে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

বিরাজমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের তাগিদ দিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য অনেক আগেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে যাওয়া উচিত ছিল। বিপ্লবোত্তর যেসব দেশে দ্রুত নির্বাচন হয়নি, দাবি পূরণে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে, তারা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, ওইসব দেশে গৃহযুদ্ধ লেগে আছে।'

খসরু বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার থাকায় কেউ বিনিয়োগ করছে না। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'যে কনসেপ্ট এখন এদেশে চলছে, সেটা শেখ হাসিনা করেছে। এই কনসেপ্ট থেকে বের হয়ে আসতে হবে। দেশের যে পরিস্থিতি এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য, অনেক আগেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে যাওয়া উচিত ছিল।

নিউইয়র্কে প্রবীণ ও নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য প্রোপার্টি কর ছাড়ের সুযোগ

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক শহরে বসবাসকারী অনেক পরিবারের জন্য প্রোপার্টি কর বার্ষিক ব্যয়ের মধ্যে একটি বড় বোঝা। শহরের বিভিন্ন জেলা ও এলাকার বাড়ির মূল্যায়ন অনুযায়ী এই কর নির্ধারণ করা হয়। তবে সব পরিবার এই ব্যয় মেটাতে সমানভাবে সক্ষম নয়। এজন্য শহর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর ছাড় ও হ্রাস প্রণালী চালু করেছে, যা বিশেষ করে প্রবীণ, নিম্ন আয়ের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কিছু নির্দিষ্ট পেশার মানুষের জন্য।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো প্রবীণ বাড়িওয়ালাদের কর ছাড়। যারা ৬৫ বছরের বেশি বয়সী এবং সীমিত আয়ের, তাদের বাড়ির করের কিছু অংশে ছাড় দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে প্রবীণরা নিজেদের বাসভবনের অর্থনৈতিক চাপ কিছুটা কমাতে পারেন। এ ছাড়ের মাধ্যমে তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সহজে বাজেট পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

নিম্ন আয়ের পরিবার ও প্রতিবন্ধী বাড়িওয়ালাদের জন্যও আলাদা সুবিধা রয়েছে। যারা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং নিয়মিত আয় সীমার মধ্যে পড়েন, তারা বাড়ির করের নির্দিষ্ট অংশে ছাড় পেতে পারেন। এ ধরনের প্রণালী পরিবারগুলোকে আর্থিকভাবে সহায়তা দেয় এবং শিশু বা বৃদ্ধ সদস্যদের খরচ নির্বিঘ্নে মেটাতে সহায়ক হয়।

শহরে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক সেবায় অংশগ্রহণকারী ভেটেরানদের জন্যও কর ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ধর্মীয় নেতারা প্রাথমিক বাসভবনের করের ওপর আংশিক ছাড় পান। এ ছাড় মূলত তাদের সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক কাজ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। ভেটেরান ও তাদের পরিবারও যুদ্ধকালীন সেবা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করের বিশেষ ছাড় পান।

নিউইয়র্ক শহরের নতুন আবাসন নির্মাণ ও পুরোনো ভবন সংস্কারের ক্ষেত্রেও বিশেষ হ্রাস প্রণালী আছে। নতুন ভবন নির্মাণে মালিকরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করের কিছু অংশ ছাড় পেতে পারেন। পুরোনো ভবন সংস্কার বা মেরামতের ক্ষেত্রে করের পুনঃহ্রাস বা অর্থ

> এই সুবিধা শহরের নিম্ন আয়ের মানুষ, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ পেশার মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর করতে এবং তাদের আর্থিক চাপ কমাতে চালু করা হয়েছে।

ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকে। এই নীতি শহরের বাসস্থান উন্নয়ন এবং পুরনো বাড়ির সংস্কারকে উৎসাহিত করে।

এছাড়াও, কো-অপ বা কন্ডোমিনিয়াম মালিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে তারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে করের পরিমাণ হ্রাস করতে পারেন। এর ফলে মালিকরা তাদের বাড়ি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজভাবে করতে সক্ষম হন।

এই সব সুবিধা মূলত শহরের নিম্ন আয়ের মানুষ, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ পেশার মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর করতে এবং তাদের আর্থিক চাপ কমাতে চালু করা হয়েছে। এসব প্রণালীর মাধ্যমে শহর কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে বাসিন্দাদের জন্য বাসস্থান আরও সাশ্রয়ী ও নাগরিক জীবনের মান উন্নত করতে।

নিউইয়র্ক শহরের বাড়ির মালিকদের জন্য এসব সুবিধার আবেদন প্রক্রিয়া সহজ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অনলাইনে বা সরাসরি আবেদন করা যায়। পরিবারের আয়, বাড়ির ধরন ও বসবাসের সময়ের ভিত্তিতে সুবিধার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। যারা এই সুযোগগুলো গ্রহণ করেন, তারা তাদের আর্থিক চাপ কমাতে এবং পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা সহজে মেটাতে সক্ষম হন।

সার্বিকভাবে, নিউইয়র্ক শহরের প্রোপার্টি কর ছাড় ও হ্রাস প্রণালী নগরবাসীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা। এটি শুধু অর্থনৈতিক স্বস্তি দেয় না, বরং সমাজে ন্যায্যতা, সমতা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবেও কাজ করে।

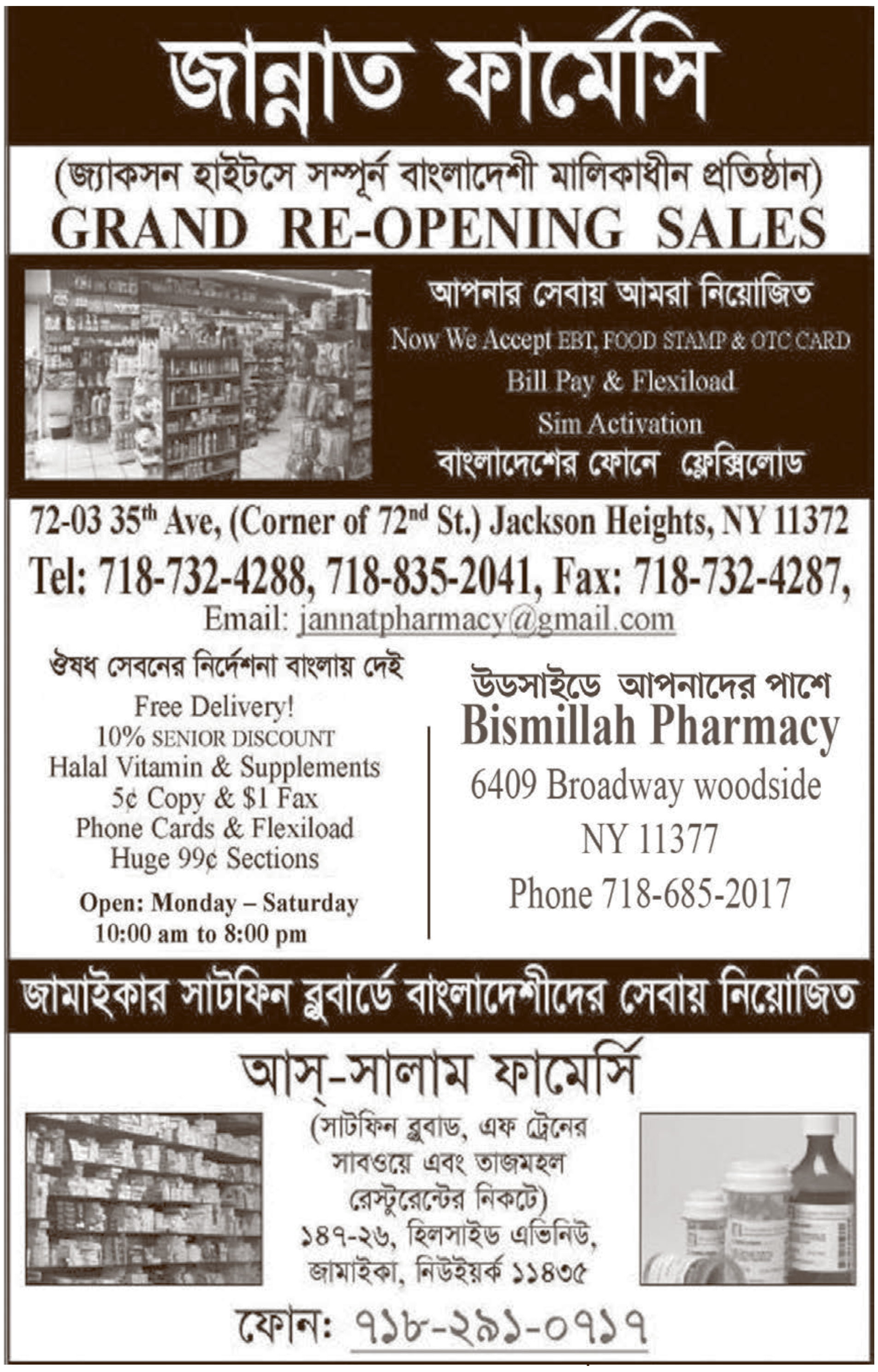

নতুন শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্কে শিক্ষার্থীদের সফলতায় নতুন উদ্যোগ

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। প্রি-কে থেকে হাই স্কুল ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা নতুন ব্যাকপ্যাক ও স্কুল সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ, ফলপ্রসূ ও সমৃদ্ধ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

গত ২৯ আগস্ট মেয়র অ্যাডামস কুইন্সের এইচবিসিইউ আর্লি কলেজ প্রেপ হাই স্কুল-এ উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, এই স্কুল শিক্ষার্থীদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সম্মান জানিয়ে কঠোর শিক্ষাদান নিশ্চিত করছে। শিক্ষার্থীরা অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। আমরা চাই প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যতের জন্য সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ থাকুক।

নতুন শিক্ষাবর্ষে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ফোন ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে। মেয়র অ্যাডামস জানান, ফোন মনোযোগ ভেঙে দেয় এবং সামাজিক যোগাযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। নতুন নীতি শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি মনোযোগ বাড়াবে, সামাজিক যোগাযোগে বাধা কমাবে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক হবে।

নিউইয়র্ক সিটি আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরও ২০ হাজার 'কে টু ফিফ্থ' শিক্ষার্থীকে স্থান দেওয়া হবে। এছাড়া ৪০টি স্কুলে ৫ হাজার নতুন আফটার-স্কুল সিট চালু হচ্ছে। যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এলাকায় শিশুদের নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

'বেস্ট বাজেট এভার'-এর আওতায় আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম সম্প্রসারণের পাশাপাশি সাতটি নতুন স্কুল খোলা হচ্ছে। নতুন স্কুলগুলোতে এসটিইএম, স্বাস্থ্যসেবা, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস ও গণিতসহ উদ্ভাবনী প্রোগ্রাম চালু হবে।

'ফিউচাররেডি নিউইয়র্ক সিটি' প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, ব্যবসা ও শিক্ষার মতো উচ্চ বৃদ্ধির ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৫ হাজার শিক্ষার্থী এতে ভর্তি হয়েছে এবং তারা ইন্টার্নশিপ ও প্রাথমিক কলেজ ক্রেডিট অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

মেয়র অ্যাডামস বলেন, নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুল ও শিক্ষকদলের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা সফল হবে। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য উন্নত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা।

এপস্টাইন ফাইলের ৩৩ হাজার পাতা প্রকাশ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের হাউস ওভারসাইট কমিটি জেফ্রি এপস্টাইন ও তার সাবেক বান্ধবী ঘিসলেন ম্যাক্সওয়েলের বিরুদ্ধে যৌন পাচার তদন্ত সংক্রান্ত ৩৩ হাজারের বেশি নথি প্রকাশ করেছে। এপস্টাইন ফাইলস' নামে পরিচিত এসব নথি গত ২ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হয়।

কমিটি জানিয়েছে, নথিগুলো বিচার বিভাগের সাবপেনার জবাবে সরবরাহ করা হয়েছে। তবে ভুক্তভোগীদের পরিচয় এবং শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। নথিতে এপস্টাইনের কর্মচারীর অডিও বিবরণ রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, অনেক তরুণী মেয়েরা বাড়িতে আসে, তবে তারা কি মাইনর তা নিশ্চিত বলা যায় না। এছাড়া ফ্লোরিডায় এপস্টাইনের মামলার ইমেল ও সাক্ষাৎকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ডেমোক্র্যাট সদস্য রবার্ট গার্সিয়া নথি প্রকাশকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ৩৩ হাজার পৃষ্ঠার অধিকাংশ তথ্য ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে ছিল। জনগণকে বিভ্রান্ত করা ঠিক নয়।

নথি প্রকাশের মাধ্যমে এপস্টাইনের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত আরও পরিষ্কার হলেও বিশেষ কোনো নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়নি। ২০০৫ সালের তদন্ত সংক্রান্ত অ্যাফিডেভিট এবং অন্যান্য নথি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

পিআরের দাবি আদায় করেই নির্বাচনে যাব

জামায়াত সেক্রেটারি

ঢাকা ডেস্ক

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, তাঁর দল সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) দাবি আদায় করেই নির্বাচনে যাবে। তিনি পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনেরও দাবি জানান।

গোলাম পরওয়ার বলেন, 'আমরা ইলেকশনে যাব অবশ্যই। পিআরের দাবি পূর্ণ করেই আমরা ইলেকশনে যাব। এই দাবি চলতে থাকবে। তারপরে কী হবে, তারপরে সেটা সে সময়ে বলব। এখন কথা, আমাদের দাবি মানতে হবে, ইলেকশন আমাদের চাই। আর যদি সবাইকে বাদ রেখে একা কোনো ইলেকশন করতে চান, বাংলাদেশের জনগণ এখন শিক্ষিত হয়েছে। এটা আর হবে না।'

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফার্মগেটে কেআইবি থ্রিডি মিলনায়তনে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল। 'জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও নির্বাচন' শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে অ্যাগ্রিকালচারাল ফোরাম অব বাংলাদেশ (এএফবি)।

ডিসি মেট্রো এলাকায় নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশনের কর্মশালা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ডিসি মেট্রো এলাকায় নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ–ডিএমভি শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) মেরিল্যান্ডের রস্কো নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নীপা ও শিবলী মহম্মদ।

কর্মশালায় প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু–কিশোরদের নৃত্যচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণ দেন তারা। শিবলী মহম্মদ কত্থক নৃত্যে এবং শামীম আরা নীপা সৃজনশীল ও লোকনৃত্যে অংশগ্রহণকারীদের দীক্ষা দেন। কর্মশালায় যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা প্রায় ৬৫ জন শিশু–কিশোর অংশ নেয়।

স্বাগত বক্তব্যে নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন–ডিএমভি শাখার সভাপতি রোজমেরি মিতু রিবেইরো বলেন, "আমরা গর্বিত যে আমাদের নতুন প্রজন্ম কিংবদন্তি এই দুই নৃত্যশিল্পীর কাছ থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ পেল। এটি আমাদের সবার জন্যই বড় প্রাপ্তি।"

শিবলী মহম্মদ বলেন, "আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোটুকু আমি সারা বিশ্বের নৃত্যশিল্পীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই।" শামীম আরা নীপা বলেন, "বাংলাদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।"

দিনব্যাপী আয়োজিত এই কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ক্রিস্টিন রোজারিও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন।

শামীম আরা নীপা ২০১৭ সালে এবং শিবলী মহম্মদ ২০২৪ সালে একুশে পদক পান। এই জনপ্রিয় নৃত্যযুগল ২০০০ সালে 'নৃত্যাঞ্চল ডান্স একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন। এদিকে নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি, নৃত্যসারথি লায়লা হাসান এক বিবৃতিতে বলেন, "আমাদের নৃত্যসন্তানদের জন্য এটি এক দুর্লভ সুযোগ। তারা গর্বিত, এমন কিংবদন্তিদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেয়ে।"

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডিসি মেট্রো এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'নৃত্যশিল্পী ফাউন্ডেশন–ডিএমভি' প্রবাসে নৃত্যচর্চার একটি প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এর আগে ইংল্যান্ড, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ফাউন্ডেশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১২০০ কোটি টাকা পাচার

সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা সিআইডির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দুবাইয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রুকমীলা জামানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মামলায় অজ্ঞাত আরও পাঁচ-সাতজনকে আসামি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানায় মামলাটি করা হয় বলে সিআইডির মুখপাত্র জসীম উদ্দিন খান এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দুবাইয়ের আল বারশা, জাদ্দাফ, জাবেল আলি, বুর্জ খলিফা ও মার্সা দুবাইসহ বিভিন্ন এলাকায় মোট ২২৬টি ফ্ল্যাট কেনেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এসব সম্পত্তির বাজারমূল্য ৩৩ কোটি ৫৬ লাখ দিরহাম। তাঁর স্ত্রী রুকমীলা জামানের নামে আরও দুটি সম্পত্তি কেনা হয়, যার মূল্য ২২ লাখ ৫০ হাজার দিরহাম।

এ ছাড়া দুবাই ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাংকের চারটি অ্যাকাউন্টে এই দম্পতির নামে প্রায় ৩১১ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

নিউইয়র্কে এক সপ্তাহে পুলিশ হেফাজতে চারজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে পুলিশ হেফাজতে এক সপ্তাহের মধ্যে চারজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গত শুক্রবার ম্যানহাটনের মিডটাউন সাউথ থানার একটি সেলে রাতে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় ২৯ বছর বয়সী মুসা সেতিনকে। পরে তাকে বেলভিউ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। এই নিয়ে গত আট মাসে এ ধরনের মৃত্যুর সংখ্যা ১৪ জনে দাঁড়ালো।

সেতিন তুরস্কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিউইয়র্কে পেডিক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের এক বন্ধু।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে থানার ভেতরে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি পুলিশ।

শুধু সেতিন নন, সম্প্রতি আরও কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে নিউইয়র্ক সিটির হেফাজতে। রাইকার্স দ্বীপের কারাগারে জিমি অ্যাভিলা ও আরডিট বিল্লা নামে দুই বন্দী মারা গেছেন। আবার ব্রুকলিনের একটি আদালতের সেলে মারা যান ক্রিস্টোফার নিয়েভস (৪৬)।

আইনি সহায়তা সংগঠন লিগ্যাল এইড সোসাইটি জানিয়েছে, চলতি বছর অন্তত ১৪ জন বন্দী নিউইয়র্ক সিটির হেফাজতে বা মুক্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেছেন।

সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, প্রশাসনের অবহেলা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা বন্দীদের যথাযথ সুরক্ষা না দেওয়ার কারণেই এমন মৃত্যু ঘটছে। সংগঠনের মুখপাত্র রেডমন্ড হাসকিনস বলেন, "এই মৃত্যুগুলো প্রমাণ করছে, শহর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। এটা ভয়াবহ অবহেলা।"

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত চালানো হবে।

ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউইয়র্কে প্রদর্শিত হবে 'ইলাইজা'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজীদ সিজনের 'ইলাইজা' আগামী সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের নিউ প্লাজা সিনেমা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যামেলট থিয়েটারে প্রদর্শিত হবে। নিউ প্লাজা সিনেমার কিউরেটেড প্রোগ্রামে এই চলচ্চিত্রটি স্থান পেয়েছে।

নিউ প্লাজা সিনেমায় 'ইলাইজা' সেপ্টেম্বর ১৯ তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে। দর্শকরা সিনেমা দেখার পাশাপাশি নির্মাতা রাজীদ সিজনের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের পর্বেও অংশ নিতে পারবেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করবেন কিউরেটর মাইক্যাল জেকবসন।

এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর চলচ্চিত্রটি ক্যালিফোর্নিয়ার হান্টিংটন বিচ কালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং ২৫ সেপ্টেম্বর পাম স্প্রিংস ক্যামেলট থিয়েটারে প্রদর্শিত হবে।

'ইলাইজা'র গল্প আবর্তিত হয় হায়দার নামের হলুদ টেক্সি চালকের চারপাশে। মেডালিয়ন ধ্বসের কারণে তিনি সর্বস্ব হারান। এসময়ে তার একমাত্র কন্যা রূপান্তরকামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হায়দারের মানসিক ও আর্থিক সংকটের মধ্যে মেয়ের জীবনকে কতটা মূল্য দেওয়া উচিত—এমন প্রশ্ন চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য।

নিউইয়র্কের নাট্য অভিনেতা এজাজ আলম 'হায়দার', এবং মিথিলা গাজী 'ইলাইজা' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কলকাতার অভিনেত্রী দেবজানী ব্যানার্জি 'নীলিমা' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন টিটো গাজী, সামাদ আলমগীর, আজম খান, শারমিন আক্তার, শায়েস্তা খান, আদেলা-আদ্রিয়ানা মযকু, এডিস ডেলগাডো, ইভা ভিস্কো ও মার্চিন মৌগেলেস্কি।

চলচ্চিত্রে বাংলা ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে—সিলেটী, কলকাতান, ঢাকাইয়া কুট্টি ও চলিত বাংলা। ইমেজ মেকার ফিল্মস সিনেমাটি পরিবেশন করেছে।

নিউ প্লাজা সিনেমার কিউরেটর মাইক্যাল জেকবসন বলেন, "ইলাইজা মর্মস্পর্শী এবং দর্শকের মনে সরাসরি সংযোগ ঘটায়। দক্ষিণ এশিয়ার অভিবাসী পরিবারের গল্প ভিজুয়ালি এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে দর্শক স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।"

বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের বাস্তব জীবন ও সংস্কৃতির সততার জন্য সিনেমাটি সমালোচক ও দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বস্টন ভিত্তিক এশিয়ান ইংরেজি পত্রিকা 'সাম্পান' সমালোচনা করে উল্লেখ করেছে, "পশ্চিমা চলচ্চিত্রে যেখানে এশিয়ান কমিউনিটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে রাজীদ সততার সঙ্গে বাঙালিদের বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন।"

দলগত প্রচেষ্টায় নিউইয়র্কে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে নতুন শিক্ষাবর্ষে অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ফিরে এসেছে বিশেষ রুটিন, সহায়ক সরঞ্জাম এবং পরিবার ও শিক্ষকের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এই দলগত প্রচেষ্টা তাদের শিক্ষা ও সামাজিক দক্ষতায় দৃঢ় অগ্রগতি নিশ্চিত করছে।

অটিজম আক্রান্ত কুলেন প্রতিদিন যোগাযোগের জন্য একটি অগমেন্টেটিভ কমিউনিকেশন ডিভাইস ব্যবহার করে। তার মা কেট বোয়েম বলেন, কুলেন কথা বলতে পারে না, তাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি তার ডিভাইসটি সঙ্গে রাখতে। গ্রীষ্মকালীন 'জিএপি' প্রোগ্রামের মাধ্যমে কুলেনের মতো শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখতে পেরেছে, ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষে ফেরার সময় মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়েছে।

উন্নয়নমূলক ও শিখন-অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ওয়াইল্ডউড প্রোগ্রামের শিক্ষকেরা জানান, গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও নিয়মিত স্কুলের রুটিনের মধ্যে পার্থক্য শিক্ষার্থীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এক শিক্ষক বলেন, পর্যায়ক্রমিক একাডেমিক কার্যক্রমে অভ্যস্ত হওয়া এবং বিশ্রামের সময় সীমিত থাকা সবচেয়ে বড় সমস্যা।

শিক্ষকরা মনে করেন, পরিবার, শিক্ষার্থী এবং পরবর্তী শিক্ষকের সঙ্গে রুটিন ও প্রত্যাশা নিয়ে সমন্বয় থাকলে শিক্ষার্থীর শেখার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কেট বোয়েম বলেন, স্কুলে ফেরার প্রত্যাশার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। কিন্তু শিক্ষকদের সহযোগিতা ও সমর্থনই কুলেনের অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

নিউইয়র্কে প্রায় ৫ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষায়িত পরিকল্পনা জরুরি। ওয়াইল্ডউড ও জিএপি'র মতো প্রোগ্রামগুলো সংবেদনশীল জিম, রুটিনভিত্তিক ক্লাস এবং যৌথ লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য নিশ্চিত করছে।

তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া ঠেকাতে চক্রান্ত চলছে

সমাবেশে শামসুজ্জামান দুদু

ঢাকা অফিস

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাতে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন, সে জন্য নানা ধরনের চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে এবং সামনে এগিয়ে যেতে হবে।'

বুধবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ জাতীয় নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শামসুজ্জামান দুদু এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের বাইরে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে। দেশকে লুণ্ঠনের বাজারে পরিণত করা এবং সুষ্ঠু নির্বাচন ঠেকাতে নানা চক্রান্ত হচ্ছে।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রসঙ্গে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'তাঁকে পেটানো অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়ংকর ঘটনা। যারা এই হামলায় জড়িত, তারা যত ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, গ্রেপ্তারের আহ্বান জানাচ্ছি। হামলাকারীরা যদি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।'

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ১৬ বছর ধরে মানুষের ওপর জুলুম চালিয়েছে। জাতীয় পার্টি তা সমর্থন করেছে আর ১৪ দল এখন গোপনে রয়েছে। শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসররা এখনো সক্রিয়। তাদের শাসনের সময় বাংলাদেশের জনগণের অর্থ লুট হওয়ার পরিস্থিতি দেখা গেছে, যা স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে অনন্য।

ভারত সরকারের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে ভারত গণতন্ত্র হত্যা ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র হত্যায় উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বন্ধুসুলভ ছদ্মবেশে ভারত শত্রুর ভূমিকা পালন করেছে। হত্যাকারীদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব সম্ভব নয়।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

তহবিল স্থগিতের সিদ্ধান্ত বাতিল বিচারকের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের আদেশে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের তহবিল কাটছাঁটে দেশটির প্রশাসনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টন শহরের ফেডারেল বিচারক অ্যালিসন বারোজ এ আদেশ দেন। ইহুদিবিদ্বেষ ও পক্ষপাতের অভিযোগে হার্ভার্ডে সরকারি তহবিলে কাটছাঁট করা হয়েছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টির ২০০ কোটি ডলারের বেশি তহবিল আটকে গিয়েছিল।

হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ—গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভের সময় ইহুদি ও ইসরায়েলি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে ওই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে হার্ভার্ড। বরং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উল্টো অভিযোগ করে বলেছিল, হার্ভার্ডের নিয়োগ, ভর্তি ও শিক্ষাক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতেই সরকার এ অভিযোগ এনেছে।

তহবিল কাটছাঁট করায় বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়োগপ্রক্রিয়া স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিল। বাধা এসেছিল বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমেও। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতের গবেষণা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছিলেন, সরকারের এই পদক্ষেপ মার্কিনদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি।

ওই আবেদনের ভিত্তিতে বুধবার আদেশ দেন বিচারক অ্যালিসন বারোজ। আদেশে তিনি বলেন, হার্ভার্ডের তহবিল স্থগিত করার আদেশ এবং তহবিল বন্ধের চিঠিগুলোয় মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফলে ওই আদেশ বাতিল করছেন আদালত। এ ছাড়া ইহুদিবিদ্বেষকে কারণ দেখিয়ে ভবিষ্যতে মার্কিন প্রশাসন আর কখনো হার্ভার্ডের তহবিল কাটছাঁট করতে পারবে না।

বুধবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশাল জয় পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালবানি ল স্কুলের অধ্যাপক রে ব্রেসিয়া। এএফপিকে তিনি বলেন, এই জয়ের পরও বিশ্ববিদ্যালয়টি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে একটি সমঝোতায় যেতে পারে। আলোচনায় হার্ভার্ডের প্রতি ইতিবাচক হতে পারেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

আদালতের আদেশের পর হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্বার বলেন, 'আজকের (আদালতের) আদেশে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে, সেগুলো স্বীকার করার পাশাপাশি আমরা এই আদেশের প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করে যাব। এই আদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের যুক্তিগুলোকে বৈধতা দিয়েছে।' এদিকে আদালতের আদেশের পর হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লিজ হাস্টন বলেছেন, 'মার্কিন সংবিধান হার্ভার্ডকে করদাতাদের অর্থ খরচের অধিকার দেয়নি। আদালতের ভয়াবহ এই আদেশের বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত আপিল করব।'

আটলান্টিক সিটিতে 'হালাল ভাই কাচ্চি'র সুহৃদ সমাবেশ

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হলো 'হালাল ভাই কাচ্চি বিরিয়ানি অ্যান্ড সুইটস' এর উদ্যোগে সুহৃদ সমাবেশ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে সিটির আর্কটিক অ্যাভিনিউতে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট প্রাঙ্গণে এ আয়োজন হয়।

সুহৃদ সমাবেশে ছিল আড্ডা, কথামালা, মতবিনিময়, সংগীত পরিবেশনা ও বারবিকিউ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন আসিফ, সোহেল, হেলাল ও লিখন।

রেস্টুরেন্টটির স্বত্বাধিকারী সাইফুল ইসলাম সেলিম, এইচ এম আজমুল হক (তানিম), মো. দিনার ইসলাম, মাজহারুল ইসলাম জয় ও লাভলি ইসলাম অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

'হালাল ভাই কাচ্চি বিরিয়ানি অ্যান্ড সুইটস' রেস্টুরেন্টে মিষ্টি, জিলাপিসহ বিভিন্ন বাঙালি খাবার সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। জন্মদিন, বিবাহ, বনভোজনসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য কেটারিং সুবিধাও রাখা হয়েছে। এখানে টেক ইন ও টেক আউট দুটো ব্যবস্থাই রয়েছে।

অভিজ্ঞ শেফের হাতের উপাদেয় খাবারের জন্য ইতোমধ্যেই রেস্টুরেন্টটি সুনাম অর্জন করেছে। আটলান্টিক সিটি ও আশপাশের শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবং স্থানীয় কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমাবেশে যোগ দেন।

আটলান্টার ফোবানা উদাহরণ তৈরী করে

ডেস্ক রিপোর্ট

আটলান্টা জর্জিয়ার কমিউনিটি একটিভিস্ট এবং ফোবানার নবনির্বাচিত কমিটির সদস্য জসিম উদ্দিন বলেছেন, ফোবানার ইতিহাসে আটলান্টা সবসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেট হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে অনেক মানসম্পন্ন সংগঠন ফোবানার সঙ্গে যুক্ত, ফলে এবারের ৩৯তম ফোবানাও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কমিউনিটির সবার আন্তরিক সহযোগিতায়।

তিনি বলেন, "আটলান্টায় যখনই ফোবানা হয়, পুরো শহর সাদরে তা গ্রহণ করে। এবারের আয়োজনে গত তিন দিন শহরময় ফোবানাই আলোচনায় ছিল। আমি দীর্ঘদিন ধরে ফোবানার সঙ্গে জড়িত, এবং তিনবারের আয়োজক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। জানি, এত বড় আয়োজন কতটা চ্যালেঞ্জিং। তবুও আটলান্টার আয়োজকরা সবসময় উদারতার পরিচয় দিয়েছেন এবং অন্য শহরের সফলতায় সহযোগিতা করেছেন।"

জসিম উদ্দিন

তিনি আরও যোগ করেন, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকলেও তা যেন বিভাজন তৈরি না করে। ফোবানা হচ্ছে গৌরব ও ঐক্যের প্রতীক। যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করতে হবে।

জসিম উদ্দিন বাংলাধারা ও হোস্ট কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন এই আয়োজন সফল করতে। আমরা ফোবানা একটি পরিবার, যেখানে ছোটখাটো ভুলত্রুটি থাকবেই, কিন্তু শেষমেশ আমরা সবাই এক।"

শেষে তিনি ফোবানার নতুন নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "একসাথে কাজ করেই আমাদের ফোবানার চেতনা রক্ষা করতে হবে। দীর্ঘজীবী হোক ফোবানা ও ফোবানা পরিবার।"

নেপালে বন্ধ হচ্ছে ফেসবুক, এক্সসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সরকার কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধিত না হওয়ায় ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স, লিংকডইনসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করে দিচ্ছে নেপাল। গতকাল বুধবার পর্যন্ত এসব প্ল্যাটফর্মকে নিবন্ধন করার সর্বশেষ সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

নেপাল সরকার বলেছে, এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ব্যক্তি ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে ঘৃণা ও গুজব ছড়াচ্ছে, সাইবার অপরাধ করছে এবং সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। তাই সরকার এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর ওপর সরকারের ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণনীতির অংশ।

বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর নেপালি সরকার দেশটির টেলিকমিউনিকেশনস অথরিটিকে (এনটিএ) অনিবন্ধিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বার্তা সংস্থা এএফপি ও রয়টার্সকে জানিয়েছেন, শুধু পাঁচটি সাইট সময়মতো নিবন্ধিত হয়েছে—টিকটক, ভাইবার, উইটক, নিমবাজ ও পোপো লাইভ। আরও দুটি প্ল্যাটফর্ম নিবন্ধনপ্রক্রিয়ায় রয়েছে। এ ছাড়া অন্য প্ল্যাটফর্মগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে।

মোট ২৬টি প্ল্যাটফর্ম এ সিদ্ধান্তের ফলে প্রভাবিত হয়েছে। ব্যবহারকারীর দিক থেকে নেপালে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকের পাশাপাশি ইউটিউব, এক্স ও লিংকডইন বন্ধ হয়ে যাওয়ার তালিকায় রয়েছে।

নেপালের যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুং এএফপিকে বলেছেন, 'আমরা নিবন্ধনের জন্য তাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছি এবং বারবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেছে। তাই তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হয়েছে।' মন্ত্রণালয়ের আরও এক কর্মকর্তা রবীন্দ্র প্রসাদ পাউডেল জানান, নির্দেশিকাটি ২০২৩ সাল থেকে কার্যকর ছিল। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্টে একটি আপিল করা হলেও এটি বহাল থাকে।

কোভিড সংক্রমণ আবারও ঊর্ধ্বমুখী

নিউইয়র্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে আবারও কোভিড সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শহরের বিভিন্ন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীরা কোভিডের উপসর্গ নিয়ে ভিড় করছেন। অনেকেই নাক দিয়ে পানি পড়া, জ্বর, কাশি ও শরীর ব্যথার মতো উপসর্গে ভুগছেন।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রতিদিনই বহু রোগী ফোন ও মেসেজে কোভিড টেস্টের রিপোর্ট দিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ কিংবা টিকা নিতে পারবেন কিনা তা জানতে চাচ্ছেন।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও চিকিৎসক জন ভ্যান বক্সমেয়ার বলেন, "শুধু সোমবারেই একাধিক রোগী আমাদের জানিয়েছেন যে তাদের কোভিড পজিটিভ এসেছে। অনেকে বাড়িতে পরীক্ষা করেছেন, আবার

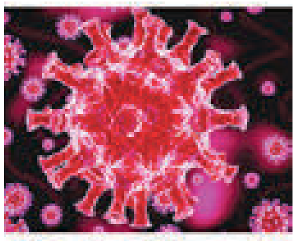

অনেকে সরাসরি ক্লিনিকে এসেছেন।"

এদিকে, নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'স্ট্রাটাস' যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সংক্রমণ বাড়ার জন্য দায়ী বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। রোগীরা একদিকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন, অন্যদিকে নতুন টিকার নিয়ম নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) হালনাগাদ টিকা অনুমোদন দিয়েছে, তবে তা সীমিত পরিসরে। নতুন টিকা মূলত ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ রোগে ভোগা অপেক্ষাকৃত তরুণরাও টিকা নিতে পারবেন।

এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গোন হেলথের চিকিৎসক ক্যারেন বেহার বলেন, "আমার রোগীরা খুব চিন্তিত। সবাই জানতে চাইছেন কবে টিকা পাওয়া যাবে। অনেকেই ভয় পাচ্ছেন তারা হয়তো আর টিকা পাবেন না।"

সিডিসি জানিয়েছে, নিউইয়র্কে এখনো হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। তবে সংক্রমণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা প্রায় ৮০ শতাংশ। রাজ্যের বর্জ্যপানি পরীক্ষায়ও মাঝারি মাত্রায় ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।

চিকিৎসকেরা বলছেন, আগের মতো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কোভিড এখন আর ২০20 সালের মতো নয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে সামনের ফ্লু মৌসুমে।

এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গোন হেলথের প্রধান মহামারি বিশেষজ্ঞ মাইকেল ফিলিপস বলেন, "যারা নতুন কোভিড টিকা নিতে পারবেন না, তাদের অবশ্যই স্বাস্থ্যসচেতন থাকতে হবে এবং ফ্লুর টিকা নিতে হবে।"

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতেই ভারতের ওপর শুল্ক আরোপ

আদালতকে ট্রাম্প প্রশাসন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ট্রাম্পের আরোপিত বেশির ভাগ শুল্ক অবৈধ এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে এ শুল্ক আরোপ করেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একটি আপিল আদালত ট্রাম্পের শুল্কের বিরুদ্ধে এমনই রায় দিয়েছেন। তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন। আর আদালতে জমা দেওয়া সে নথিতে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দিয়েছে, এ শুল্কই ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভারতের ওপরেও শুল্ক আরোপ করা হয়েছে এই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাখিল করা নথিতে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (১৯৭৭) অনুযায়ী শুল্ক আরোপের অনুমোদন দিয়েছেন। রাশিয়ার জ্বালানি পণ্য কেনায় ভারতের ওপর এ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে ঘিরে চলমান জাতীয় জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এটি শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আমাদের একটি অপরিহার্য অংশ।'

অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে ভারতকে একটি ফ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে ট্রাম্প প্রশাসন। এখানে তাদের সহায়ক হয়েছে রাশিয়ার তেল কেনার বিষয়টি। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনে ইউক্রেন যুদ্ধের রসদ জোগাচ্ছে। তাই রাশিয়াকে থামাতে হলে আগে ভারতকে রুশ তেল কেনা থেকে বিরত রাখতে হবে। আর এ জন্য আলোচনা সম্ভব নয়, শুল্কই ট্রাম্পের একমাত্র পররাষ্ট্রনীতি। তবে এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে।

গত ২৭ আগস্ট ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর দ্বিগুণ শুল্ক আরোপ করে ৫০ শতাংশে উন্নীত করে। এর অর্ধেক ছিল মস্কো থেকে দিল্লির তেল কেনার জরিমানা আর বাকি অর্ধেক ছিল ট্রাম্পের বহুল আলোচিত 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির অংশ, যার লক্ষ্য বাণিজ্যঘাটতি কমানো।

সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা নথিতে উল্লেখ করা হয়, শুল্ক থাকলে যুক্তরাষ্ট্র ধনী দেশ আর না থাকলে এটি গরিব দেশ। নথিতে আরও বলা হয়, 'প্রেসিডেন্টের ভাষায়, এক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র ছিল মৃতপ্রায় একটি দেশ। এখন যেসব দেশ আমাদের দীর্ঘদিন ধরে অপব্যবহার করেছে, তাদের কাছ থেকে ট্রিলিয়ন ডলার আদায়ের কারণে আমেরিকা আবার শক্তিশালী, আর্থিকভাবে টিকে থাকা ও সম্মানিত দেশ হয়ে উঠেছে।'

আদালতের রায়ের পর ট্রাম্পের শুল্কের ভবিষ্যৎ কীআদালতের রায়ের পর ট্রাম্পের শুল্কের ভবিষ্যৎ কী

এর আগে গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একক সিদ্ধান্তে শুল্ক আরোপের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন দেশটির একটি আপিল আদালত। এরপর আদালত রায়ে জানান, 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করে প্রায় প্রতিটি দেশের ওপর ব্যাপক আমদানি শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে ট্রাম্প তাঁর সীমা লঙ্ঘন করেছেন। তাঁর আরোপ করা বেশির ভাগ শুল্কই বেআইনি।

ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির নেতৃত্বে গিয়াস আহমেদ ও ফিরোজ আহমেদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) সেন্ট্রাল কমিটির নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন গিয়াস আহমেদ। একইসঙ্গে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারির দায়িত্ব পেয়েছেন ফিরোজ আহমেদ।

সম্প্রতি নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনে স্টিয়ারিং কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় আগামী দুই বছরের জন্য (২০২৫-২০২৭) এই কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিকভাবে পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হলেও শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে রয়েছেন কাজী সাখাওয়াত হোসাইন আজম, অ্যাসিস্ট্যান্ট নির্বাহী সেক্রেটারি সাহাবুদ্দিন সাগর ও ট্রেজারার ওয়াহিদ কাজী এলিন।

প্রসঙ্গত, ফোবানা উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই সংগঠনটি বাংলাদেশি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে প্রবাসে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। একই সঙ্গে কমিউনিটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।

প্রতি বছর ফোবানা একটি বৃহৎ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলন প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্যসভা, আলোচনা, নাটক ও সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিষয় নিয়েও মতবিনিময় হয়। তরুণ প্রজন্মকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখতে ফোবানার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরও এক লবিং ফার্ম নিয়োগ মিয়ানমারের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে ইমেজ উন্নত করতে এবং সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের এক মরিয়া প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মিয়ানমারের জান্তা সরকার আরও একটি লবিং ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক এই ফার্মের মার্কিন পার্লামেন্ট কংগ্রেস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই ম্যাককিওন গ্রুপ নামের এই ফার্মটি কংগ্রেস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করবে।

থাইল্যান্ড থেকে প্রকাশিত মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ম্যাককিওন গ্রুপের প্রেসিডেন্ট হাওয়ার্ড ডি. ম্যাককিওন ওয়াশিংটনে মিয়ানমার দূতাবাসের প্রতিনিধি থিহা হতুনের সঙ্গে ৬ মাসের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তি অনুসারে, মিয়ানমার প্রতি মাসে ৬০ হাজার ডলার করে ফি দেবে ম্যাককিওন গ্রুপকে। মার্কিন ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে জমা দেওয়া নথি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ঠিকানা
PRESENTS
GIASH AHMED
CONVENER
M.A. AZIZ
CHAIRMAN
M M SHAHEEN
HONORARY GUEST
NY Home Care Services
M. AZIZ
ALLCHOICE ENERGY
ELIZABETH POLKE
Tel: 844-344-2672
POWERED BY
SPONSORS
জ্যাকসন হাইটস্
হেরিটেজ মেলা
Organized by: JBBA
৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা
স্থান: ৩৭ রোড ও ৭৭ স্ট্রীট
জ্যাকসন হাইটস্
রিজিয়া পারভিন, বিন্দু কনা, মাহফুজা মম, কিশোর দাস, ত্রিনিয়া হাসান, রোকসানা মির্জা,
শম্মী, তিনা রাসেল, নাজু আকন্দ, মায়েশা, শাহ মাহবুব, পারভেজ, কালা মিয়া
কামরুজ্জামান বকুল, আফতাব জনি, টিনা রাসেল ও শামিম সিদ্দিক।
উপস্থাপনায়: শারমিনা সিরাজ সোনিয়া ও ফৌজিয়া
থাকছে আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র
মিউজিক ও বাদ্যযন্ত্র পরিচালনায়
সারগাম
মাটি ব্যান্ড
SOUND GEAR
347-731-7153
সাউন্ড গিয়ার
নৃত্যাঞ্জলি
FOR STALL
FAHAD SOLAIMAN
347-393-8504
ATIQUL ISLAM ZAKIR
718-552-7242
CHEIF CO-ORDINATOR
ASEF BARI TUTUL
631-428-1901
MEMBER SECRETARY
FAHAD SOLAIMAN
347-393-8504
MANAGEMENT DIRECTOR
ATIQUL ISLAM ZAKIR
CHEIF EVENT ORGANIZER
TAREQ HASAN KHAN
EVENT CO-ORDINATOR
BABU KHAN
CO-CONVENER
DIDARUL ISLAM DIDAR, SHAKIL MIA, NURUL AZIM, ABDUL KADER SHISHIR, MONSUR CHOUDHURY
CO-ORDINATOR
SELIM HARUN, SHAH J CHOWDHURY, J MOLLA SAANI, KAMRUZZAMAN BACCHU, MIA MOHAMMAD DULAL, FEMD ROCKY
JOINT MEMBER SECRETARY
DUKE KHAN, MOFIZUR RAHAMAN, LEETU CHOUDHURY, ABDUL HAMID, SHAKHWAT BISWAS, JAHANGIR ALAM JOY
FAIR COMMITTEE
Monsur Khan, Mohiuddin Rahul, Mohammed Anwar, Humayun Kabir Dhali, Muhammad Munir, Sheikh Noman Polash, Abdul Alim, Khaled Akhtar, Abu Noman Shakil, Duke Khan, Morshed Alam, Gourongo Roy
ADVISOR COMMITTEE
Pier Mohammed, Kazi Montu, Rahim Hawladar, Muqeet Choudhury, Md Samsuddoha, Mohsin Niru, Shohag Azam, Md Kamruzzaman Kamrul, Nurul Amin Babu, Z Alam Nomi, Istiak Rumi, Masud Mollah, Boxer Selim, Mir Nizam, Mazeda Uddin
STAR FURNITURE
Bangla Travel
KHAMAAR BAARI
Kamruzzaman
MAMA'S HALAL MEAT & FISH
NY INSURANCE
Tel: 718-476-2025
FRESH BAKERY & SWEETS
LAW OFFICE OF EHSAN
Rafique Ahmed
Mannan
Syed Rahman Mannan
ইত্যাদি গ্রোসারী
ABU NOMAN SAANI MOLLA
Liberty Renovation
RAHMAN MALIK
Committee
Stall
Fahad Solaiman
347-393-8504
Sohel Gazi
646-461-0919
Shamol Nath
347-656-0083
Raffle Draw Lottery
Shah Chisty
Mohammed Hossain Dipu
Cultural
Hassan Zilani
Helgine & Mentenance
Hossain Badsha
Shafiuddin Prodan
Stage
Eng. M Hasan
Aftab Johny
Security
Amin Mack
Ripon
Media Partner
TBN 24
CHANNEL i
ATN BANGLA

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432, (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432, (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd, Jamaica NY 11435, (929)-225-0746, (718) 755-0153, (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park, New York 11416, (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208, (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208, (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave, NY 11216, (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462, 917-391-4841, 718-874-0047 (Office), Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza, 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215, (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212, (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road, Buffalo, NY 14094, (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203, 518-379-5496, 518-243-9096, 718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

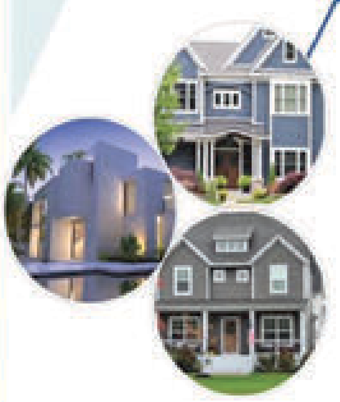

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

BARI
HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE
বারী হোম কেয়ার
• Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
• Diana's Angels Home Care Inc.
PCA/HHA HOME CARE
Service Provider
•Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
•Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
•আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
•We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
•We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish
আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।
PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
BARI
HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE
718 898 7100
NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care –
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.
THE BARI GROUP
BARI TOWER
BARI HOME CARE
BARI SUPERMARKET
BARI RESTAURANT
BARI PARTY HALL
BARI MEDIA
BARI CHARITY FOUNDATION
BARI & BARI
BARI ESTATE
BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000
Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175
Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973
Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100
CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

সিডনি সুইনির প্রচারণাকে ‘এ পর্যন্ত সেরা’ বলল আমেরিকান ইগল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

‘ইউফোরিয়া’ খ্যাত অভিনেত্রী সিডনি সুইনিকে দিয়ে বিজ্ঞাপনের কারণে বেশ বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছিল আমেরিকান ইগল। জনপ্রিয় মার্কিন পোশাক ও আনুষঙ্গিক পণ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান আমেরিকান ইগল আউটফিটার্স, যা সাধারণত আমেরিকান ইগল নামে পরিচিত। বিতর্ক-সমালোচনা-প্রতিক্রিয়া সামলে নিয়ে এবার প্রতিষ্ঠানটি জানালো, সিডনি সুইনির সঙ্গে অংশীদারত্ব এখন পর্যন্ত কোম্পানির ‘সেরা’ বিজ্ঞাপন প্রচারণা।

বুধবার মার্কিন শেয়ারবাজারের অতিরিক্ত সময়ের লেনদেনে আমেরিকান ইগলের শেয়ারদর ২০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যায়। এদিন আমেরিকান ইগল সিডনি সুইনির বিজ্ঞাপনের প্রশংসা করে এবং জানায়, তাদের ২০২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আয় প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হয়েছে।

সিডনি সুইনির প্রচারণার পাশাপাশি সম্প্রতি টেইলর সুইফটের নতুন বাগদত্তা ট্র্যাভিস কেলসের সঙ্গে অংশীদারত্ব আমেরিকান ইগলকে নতুন গ্রাহক অর্জন এবং বিভিন্ন চ্যানেলে ইতিবাচক প্রবাহ আনতে সাহায্য করেছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিইও জে শটেনস্টেইন বলেন, ‘শরৎ মৌসুম ইতিবাচকভাবে শুরু হয়েছে। শক্তিশালী পণ্যের সরবরাহ এবং সিডনি সুইনি ও ট্র্যাভিস কেলসের সঙ্গে সাম্প্রতিক মার্কেটিং প্রচারণার সফলতায় আমরা গ্রাহকদের সচেতনতা, সম্পৃক্ততা এবং তুলনামূলক বিক্রয়ে উন্নতি লক্ষ করেছি। আমরা আমাদের অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে আরও এগিয়ে যেতে এবং আমাদের প্রতীকী ব্র্যান্ডগুলোর ধারাবাহিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বেশি মুনাফা, দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য মূল্য সৃষ্টি করার প্রত্যাশা করছি।’

কোম্পানিটি এ বছরের শুরুর দিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া তাদের বার্ষিক আর্থিক পূর্বাভাস পুনরায় দিয়েছে। বর্তমানে তারা আশা করছে, তাদের তুলনামূলক বিক্রি প্রায় স্থিতিশীল থাকবে, যা বাজার বিশ্লেষকদের ০.২ শতাংশ পতনের পূর্বাভাসের চেয়ে ভালো।

যদিও কোম্পানিটি এখনো মনে করছে যে পুরো বছরের জন্য গ্রস মার্জিন কম থাকবে, তবু তারা পরিচালন আয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। শুল্কের প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়ে আমেরিকান ইগল এখন তাদের পুরো বছরের পরিচালন আয় ২৫৫ মিলিয়ন থেকে ২৬৫ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে হবে বলে ধারণা করছে, যা তাদের পূর্ববর্তী ৩৬০ মিলিয়ন থেকে ৩৭৫ মিলিয়ন ডলারের পূর্বাভাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

অভিনেত্রী সিডনি সুইনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প, রহস্য কীঅভিনেত্রী সিডনি সুইনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প, রহস্য কী

এদিকে আমেরিকান ইগলের ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্স ওয়ালস্ট্রিটের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। এলএসইজির পরিচালিত বিশ্লেষকদের জরিপ অনুযায়ী, কোম্পানিটি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল দেখিয়েছে।

প্রতি শেয়ারের আয় (ইপিএস) দাঁড়িয়েছে ৪৫ সেন্ট, যা প্রত্যাশিত ২১ সেন্টের চেয়ে অনেক বেশি। একই সময়ে, তাদের মোট রাজস্ব ছিল ১.২৮ বিলিয়ন ডলার, যা ১.২৪ বিলিয়ন ডলারের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।

গত ২ আগস্টে শেষ হওয়া তিন মাসে আমেরিকান ইগলের নিট আয় ছিল ৭৭.৬ মিলিয়ন ডলার বা শেয়ারপ্রতি ৪৫ সেন্ট। এটি গত বছরের একই সময়ের নিট আয়, ৭৭.৩ মিলিয়ন ডলার বা শেয়ারপ্রতি ৩৯ সেন্টের তুলনায় সামান্য বেশি। যদিও কোম্পানির বিক্রি কিছুটা কমেছে। গত বছরের ১.২৯ বিলিয়ন ডলার থেকে তা কমে এবার ১.২৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে সামগ্রিক ফলাফল ইতিবাচক বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি।

আমেরিকান ইগল বর্তমান প্রান্তিকে তুলনামূলক বিক্রি ‘লো সিঙ্গেল ডিজিট’ পরিসরে বাড়ার আশা করছে, যা বিশ্লেষকদের ০.৯% বৃদ্ধির পূর্বাভাসের চেয়ে ভালো। কোম্পানিটি প্রত্যাশা করছে, এই ইতিবাচক প্রবণতা চতুর্থ প্রান্তিকে পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

তবে, চলতি বছরে আমেরিকান ইগলের পারফরম্যান্স বেশ কিছু কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—পণ্যের সরবরাহে ভুল সিদ্ধান্ত, বর্ধিত শুল্ক এবং ভোক্তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ভোক্তারা পোশাক ও জুতার মতো পণ্য কেনার ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক ও বাছবিচারি হয়ে উঠেছে।

এ পরিস্থিতিতে আমেরিকান ইগল ‘ব্যাক-টু-স্কুল’ শপিং সিজন শুরুর আগেই সিডনি সুইনিকে নিয়ে তাদের প্রচারণা শুরু করে। তবে এই উদ্যোগ কিছু ক্ষেত্রে উল্টো ফল দেয়। কিছু গ্রাহকের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়।

তবে বিজ্ঞাপনগুলো অতিরিক্ত যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ এবং বাস্তবতার সঙ্গে বেমানান বলে অনেকে সমালোচনা করেন। প্রশ্ন ওঠে, আমেরিকান ইগল আসলে কোন ধরনের গ্রাহককে লক্ষ্য করে এই প্রচারণা চালাচ্ছে?

ট্রাম্পের উপদেষ্টা বললেন

ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে নিজেরা মুনাফায় মত্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো ভারতের ওপর শুল্ক আরোপের বিষয়ে আবারও কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি ট্রাম্পের ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি করা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবার জাতপাত তুলে মন্তব্য করেছেন। নাভারো অভিযোগ করেছেন, ভারতের 'ব্রাহ্মণেরা দেশটির সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে নিজেরা মুনাফায় মত্ত।'

সোমবার ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাভারো ভারতকে রুশ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় 'ক্রেমলিনের মানি লন্ডারিং সেন্টার' হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি অভিযোগ করেন, নয়া দিল্লি এমন বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা ও ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করলেও তাঁকে 'মহান নেতা' হিসেবে আখ্যা দেন নাভারো। তবে তিনি দাবি করেন, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের ভাবমূর্তিকে দুর্বল করছে।

নাভারো বলেন, 'আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, ২৫ কিংবা ৫০ শতাংশ শুল্কের কারণ হচ্ছে ভারত হলো শুল্কের মহারাজা। তাদেরই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি শুল্ক হার রয়েছে। তারা আমাদের তাদের দেশে বিক্রি করতে দেয় না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আমেরিকার শ্রমিকেরা, করদাতারা আর ইউক্রেনের শহরগুলোতে রাশিয়ার ড্রোনে মানুষ মারা যাচ্ছে।'

নাভারো আরও বলেন, 'দেখুন, মোদি একজন মহান নেতা...কিন্তু আমি বুঝি না কেন তিনি পুতিন ও সি চিনপিংয়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, যখন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি শুধু ভারতীয় জনগণকে বলতে চাই, অনুগ্রহ করে বুঝুন কী ঘটছে। আপনাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে নিজেদের মুনাফা করে নিচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।'

এনওয়াইপিডিতে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান বোরো ইনস্পেক্টর আবদুল্লাহ

মনজুরুল হক

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় রচনা হলো। বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির গর্ব ইনস্পেক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ আগামী সোমবার থেকে ব্রুকলিন নর্থ পেট্রোল বরোতে ইনস্পেক্টর হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। এই পদোন্নতির মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন এনওয়াইপিডিতে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান যিনি এত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

ইনস্পেক্টর আবদুল্লাহ এর আগে দুইটি সহিংসতা-প্রবণ থানার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর দক্ষতা ও দৃঢ় নেতৃত্বে উভয় এলাকায় অপরাধের হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে বেডস্টাই এলাকায় বছর বছর অপরাধ ও গুলির ঘটনা নেমে এসেছে ঐতিহাসিক নিম্নস্তরে। স্থানীয় জনগণের আস্থা অর্জন করে তিনি প্রমাণ করেছেন—অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠা থাকলে পরিবর্তন সম্ভব।

এবার তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে পুরো বরোতে। বাংলাদেশি-আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে— "এটি শুধু ইনস্পেক্টর আবদুল্লাহর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এক গৌরবের মুহূর্ত।"

> আবদুল্লাহ এনওয়াইপিডিতে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান, যিনি এত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী বাংলাদেশিদের সংগ্রামী যাত্রায় এই অর্জন নতুন আলোর দিশা দেখাচ্ছে। নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক মহানগরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদে একজন বাংলাদেশি-আমেরিকানের পদোন্নতি তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি ও সহকর্মীরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, ইনস্পেক্টর আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পুরো বরোর নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় ইনস্পেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ বলেছেন, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। নগরীর বিভিন্ন জটিল অপরাধ নিয়ন্ত্রণে খন্দকার আব্দুল্লাহ তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগাবেন। পেশাগত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকেই খন্দকার আবদুল্লাহকে একদিন নিউইয়র্ক পুলিশের প্রধান হিসেবে দেখার আশাবাদের কথা বলে থাকেন।

সাহিত্যচর্চার আনন্দঘন আড্ডা

পিজ্জা অ্যান্ড পোয়েট্রি সপ্তম আসর

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাহিত্যচর্চার আনন্দঘন আড্ডা 'পিজ্জা অ্যান্ড পোয়েট্রি'র সপ্তম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ আগস্ট শনিবার সন্ধ্যায় কুইন্সের উডসাইডে ফরিদা ইয়াসমীনের বাসভবনে এ আয়োজন হয়। আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন কুলসুম আক্তার সুমী-সাফায়েত মজুমদার পরিবার, সোহানা নাজনীন-মিলু পরিবার, রোকেয়া দীপা, সুমন শামসুদ্দিন, ভায়লা সালিনা, এইচ বি রিতা, স্নো ফ্লেকস, মামুন মাহমুব, খাদিজা জামান রিক্তা ও তার ছেলে।

সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শুরু হওয়া আড্ডায় প্রথমেই সবাইকে শুভেচ্ছা জানান সোহানা নাজনীন। এরপর সুমন শামসুদ্দিন বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ নিয়ে আলোচনা করেন এবং চর্যাপদকে বাংলা ভাষার প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরেন। ফরিদা ইয়াসমীন আবৃত্তি করেন কুলসুম আক্তার সুমীর কবিতা 'হারানোর ব্যথা'। এসময় আবৃত্তির আবেগ শ্রোতাদের স্পর্শ করে। রোকেয়া দীপা নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন এবং কবিতায় সংক্ষিপ্তভাবে ভাব প্রকাশের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুললে তা নিয়ে আলোচনা হয়। কবিতার মেদ কাটার কৌশল ও সংক্ষেপনের সৌন্দর্য নিয়ে বক্তব্য দেন সুমন শামসুদ্দিন ও এইচ বি রিতা।

আড্ডায় মানবতাবোধ, কবিতার শক্তি এবং সাহিত্যে লেখকের নৈতিক অবস্থান নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারীরা। নজরুলের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন কুলসুম আক্তার সুমী এবং আবৃত্তি করেন সুমন শামসুদ্দিন। এতে পুরো পরিবেশ সাহিত্যপ্রাণ হয়ে ওঠে।

আড্ডার ফাঁকে আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি হয় প্রয়াত স্বজনদের স্মৃতিচারণে। ভায়লা সেলিনা মায়ের স্মৃতিচারণ করেন, আর সোহানা নাজনীন ভাইয়ের জন্মদিনে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

জুলিয়ানিকে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা দেওয়া হবে

বিশেষ প্রতিনিধি

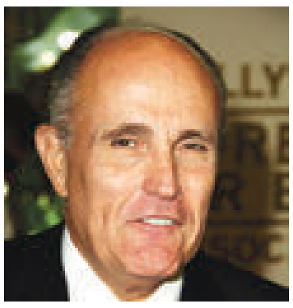

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, নিউইয়র্কের সাবেক মেয়র রুডলফ জুলিয়ানিকে দেওয়া হবে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম—যা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। শনিবার রাতে নিউ হ্যাম্পশায়ারে এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার দুই দিনের মাথায় এ ঘোষণা এল।

৮১ বছর বয়সী জুলিয়ানি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, তিনি মুখপাত্র টেড গুডম্যান চালিত একটি ভাড়ার গাড়িতে যাত্রী ছিলেন, যখন পেছন থেকে একটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। এতে তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত পান। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দ্রুতই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে জুলিয়ানিকে "নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মেয়র এবং মহান দেশপ্রেমিক আমেরিকান" বলে উল্লেখ করেছেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর নিউইয়র্ককে নেতৃত্ব দিয়ে ব্যাপক প্রশংসা পান জুলিয়ানি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে মিথ্যা দাবি প্রচার, আদালতের শাস্তি এবং আইনজীবী হিসেবে নিষিদ্ধ হওয়ায় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন তিনি। জর্জিয়া ও অ্যারিজোনায় তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে।

এমনকি জালিয়াতির দাবি প্রচারের কারণে জর্জিয়ার দুই নারী নির্বাচন কর্মকর্তা মানহানির মামলা জিতে তাঁর কাছ থেকে ১৪৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পান। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৩ সালে চালু হওয়া প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করা হয় জাতীয় নিরাপত্তা, বিশ্বশান্তি কিংবা সংস্কৃতি ও জনকল্যাণে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম লাভ করেন। সামাজিক উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে তাঁর অসামান্য অবদান, বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ বেসামরিক সম্মাননা প্রদান করা হয়েছিল।

সাহিত্যচর্চার আড্ডা 'পিজ্জা অ্যান্ড পোয়েট্রি'র সপ্তম আসরে অতিথিরা

‘মার্কিনরা বেরিয়ে যাও’ স্লোগানে উত্তাল মেক্সিকোর রাজপথ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিক্ষোভে উত্তাল মেক্সিকো সিটি। ‘ফুয়েরা গ্রিঙ্গো’ স্লোগানে প্রকম্পিত হচ্ছে রাজপথ। স্প্যানিশ এই স্লোগানের বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘মার্কিনরা বেরিয়ে যাও!’ এক মাসের বেশি সময় ধরে মার্কিন-ইউরোপীয়দের মেক্সিকো ভ্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে।

গত ৪ জুলাই এই আন্দোলন শুরু হয়। ওই দিনই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। বিবিসি বলছে, মার্কিন স্বাধীনতা দিবসের দিনই মেক্সিকোতে আন্দোলন শুরু কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই আন্দোলন শুরুর জন্য ওই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। শুরুতে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকলেও ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠে সহিংস। বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁয় হামলার ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, মুখোশধারী কিছু উগ্রপন্থীরা এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে।

ঘটনার পরদিন এক সংবাদ সম্মেলনে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেনবাউম। সহিংসতাকে ‘বিদেশীবিদ্বেষ’ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘আন্দোলন যতই যৌক্তিক হোক, এ ধরনের কর্মকাণ্ড মেনে নেওয়া যায় না।’

কিন্তু পশ্চিমা পর্যটকদের প্রতি মেক্সিকানদের এই ক্ষোভ কেন? ঠিক কী কারণে তাদের ওপর এত চটেছে স্থানীয়রা?

বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেক্সিকোর অন্যতম জনপ্রিয় এলাকা ‘কনদেসা’র প্রতি পাঁচটি বাড়ির একটিতে এখন পর্যটকদের বসবাস। শুধু কনদেসা নয়, রোমা, লা হুয়ারেজের মতো শহরগুলোতেও পরিস্থিতি একইরকম। যে কারণে, শহরগুলোর অনেক পুরোনো বাসিন্দাকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হয়েছে, যা তাদের জন্য অনেক বড় ধাক্কা। এ ছাড়াও এসব জনপ্রিয় শহরগুলোর বেশির ভাগ রেস্তোরাঁয় এখন মেন্যু লেখা হচ্ছে ইংরেজিতে, পশ্চিমা পর্যটকদের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে খাবারের স্বাদেও আনা হচ্ছে পরিবর্তন। ছোট ছোট এই পরিবর্তনগুলোই গলার কাটা হয়ে বিঁধছে স্থানীয়দের।

ঢোল-করতালের সুরে মিশিগানের লেবার ডে প্যারেডে প্রবাসীরা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে তিন দিনব্যাপী লেবার ডে ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার, রোববার ও সোমবার (৩০, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত এ উৎসবের ৪৫তম বর্ষ উদযাপন করা হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের একাধিক সংগঠন অংশ নেয়।

শহরের ডাউনটাউনের জোসেফ ক্যাম্পু সড়কে আয়োজিত এ মেলায় প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নানা আয়োজন চলে। ছিল কেনাকাটার স্টল, খাবারের দোকান, সংগীত পরিবেশনা, কার্নিভ্যাল রাইড ও আকর্ষণীয় রেসলিং প্রতিযোগিতা। শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ পর্যন্ত সবার জন্যই ছিল বিনোদনের ব্যবস্থা। রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী মেলা উপভোগ করতে আসেন।

উৎসবের শেষ দিনে বর্ণিল প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, গান গেয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকেরা হাত নেড়ে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানান।

এবারের প্যারেডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম ও কাশরসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন তারা। ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বাংলাদেশি ও মার্কিন পতাকা হাতে নিয়ে প্যারেডে অংশ নেন প্রবাসীরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো শিশু-কিশোরদের ক্যান্ডি বিতরণ করা হয়।

প্যারেডে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও অংশগ্রহণ করেন। হ্যামট্রাম্যাকের সাবেক মেয়র ক্যারন মাজেস্কিও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের ঘোষণা শিকাগো ও বাল্টিমোরে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শিকাগো ও বাল্টিমোরে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তিনি স্পষ্ট করেননি, এটি কবে কার্যকর হবে।

এর আগে, ট্রাম্প ডিসি-র পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেলাইজ করে ন্যাশনাল গার্ড পাঠিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য শহরেও এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিশেষ করে যেখানে ডেমোক্র্যাটদের নেতৃত্বে সরকার রয়েছে। শিকাগোর ডেমোক্র্যাট গভর্নর জেবি প্রিৎসকার এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা এটি করব, আমাদের অধিকার আছে।’

বাল্টিমোরে সেনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেন, ‘ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক খেলা বন্ধ করুন। শহর আক্রমণ করা সমাধান নয়।’ বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্পের পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহড়া হিসেবে দেখতে পারেন এবং এটি স্থানীয় সরকার ও জনগণের মধ্যে উত্তেজনা বাড়াতে পারে।

আফগানিস্তানে মৃত্যু ১৪০০ ছাড়াল

ভূমিকম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশ মূলত পার্বত্য এলাকা। এই এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাও কম। পিছিয়ে পড়া এই প্রদেশে স্বাস্থ্যসেবাসহ অনেক সুযোগ-সুবিধাও নেই, যোগাযোগব্যবস্থাও বেশ খারাপ। ভূমিকম্পের পর সেখানে উদ্ধারকাজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে তালেবান সরকার। কুনারের চিত্র তুলে ধরে গতকাল বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। এসব ছবিতে দেখা যায়, পাথরের তৈরি অধিকাংশ ঘর ধসে গেছে। কোথাও কোথাও পাহাড়ি রাস্তার ওপর পাথর পড়ে আছে। রাস্তা ধসে যাওয়ায় উদ্ধারকাজে যাওয়া গাড়িগুলো আটকে আছে। কোথাও ধসে যাওয়া বাড়ি থেকে লাশ বের করে আনছেন স্থানীয়রা। কোথাও পাহাড়ের পাদদেশে ভুট্টাখেতের ভেতরে ছোট্ট শিশুদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মা। এমন পাহাড়ের পাদদেশে ত্রাণ নিয়ে এবং রোগী নিতে হেলিকপ্টার নামছে।

আবার ভূমিকম্প বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়েছে, গতকাল আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আবারও ৫ দশমিক ২ মাত্রার এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। আফগানিস্তানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের মুখপাত্র এহসানুল্লাহ এহসান জানান, রোববার কুনার প্রদেশের যেসব এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেসব এলাকায় গতকাল আবার ভূমিকম্প হয়েছে। তিনি আরও জানান, মাঝেমধ্যেই পরাঘাত অনুভূত হচ্ছে। তবে এখনো কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) এই ভূমিকম্পের খবর নিশ্চিত করেছে।

এদিকে তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ রোববারের ভূমিকম্পের হতাহতের সংখ্যা তুলে ধরে জানান, ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু কুনার প্রদেশেই ১ হাজার ৪১১ জন নিহত এবং ৩ হাজার ১২৪ জন আহত হয়েছে। এ ছাড়া কুনারের পার্শ্ববর্তী নানগাহার প্রদেশেও অনেকে মারা গেছে।

কুনারে ধ্বংসস্তূপ ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্য ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে আফগানিস্তান। ফলে ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় চরম সংকটে পড়েছে সরকার। জাতিসংঘের মানবিক সাহায্যবিষয়ক সমন্বয়কারী ইন্দ্রিকা রাটওয়াত্তে বলেন, এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রোববারের ওই ভূমিকম্পে শুধু কুনারেই প্রায় সাড়ে ৫ হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। সেখানে রোববার রাতে ও সোমবার সারা দিন উদ্ধারকাজ চালানো হয়।

সরকারের মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত জানান, অনেক দুর্গম এলাকায় এখনো সড়কপথে যাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সেখানে উদ্ধারকাজও ব্যাহত হচ্ছে। ভূমিকম্পের দুদিন পার হয়ে গেলেও এখনো উদ্ধারকাজ এবং আহতদের পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেনি তালেবান সরকার। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহলের সাহায্য চেয়েছে আফগান সরকার। এরই মধ্যে সেখানে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে জাতিসংঘ। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৩০ টন জরুরি সরঞ্জাম পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে এবং ১২ লাখ মার্কিন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তবে রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন জানিয়েছে, এই সহায়তা দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব নয়। তারা বলছে, সেখানে যে পরিমাণ ত্রাণের চাহিদা রয়েছে, এর তুলনায় সরবরাহ অনেক কম। অর্থায়ন কমে যাওয়ায় সেবা ব্যাহত হচ্ছে। আর দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো যাচ্ছে সীমিত পরিমাণে। উদ্ধারকর্মীরা পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

গ্রামবাসীও খালি হাতে কাদা ও পাথরের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নিতে সহায়তা করছে। যেমন ২৬ বছর বয়সী ওবায়দুল্লাহ স্তোমানের কথা বলা যেতে পারে। তিনি বলেন, “আমি এখানে বন্ধুকে খুঁজছি; কিন্তু তাঁকে পাইনি। এখানে কেবল ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।”

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ’র সাহিত্য আসর ও কাব্য জলসা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাক শহরে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ’র আয়োজনে সাহিত্য আসর ও কাব্য জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি গত ৩০ আগস্ট শনিবার বিকেলে সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়, হলব্রুক অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান শাহিনের সভাপতিত্বে এবং সহসভাপতি হারান কান্তি সেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত লেখিকা শামসাদ হুসাম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন লেখক ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু এবং সাবেক সচিব মোঃ আব্দুর রউফ।

সাহিত্য আসরে কবি সুবিমল সেনাপতি, সঞ্জয় দেব, সফিক রহমান, ফনি দে, আবুল কালাম আজাদ, শাহরিয়ার আহমদ, শর্মিলা দেব প্রমুখ স্বরচিত লেখা পাঠ ও সাহিত্য আলোচনা করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি হোসেইন মোহাম্মদ কামরুল, হীরা লাল দে, আবুল ফয়েজ চৌধুরী, মোঃ মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শামসাদ হুসাম চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ’র পক্ষ থেকে ফুল ও প্রীতি উপহার দিয়ে বরণ করা হয়।

সংগঠনের নিয়মিত সাহিত্য আসর ও কাব্য জলসা মিশিগানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রগামী ১৪ হাজার অভিবাসীর দক্ষিণমুখী প্রত্যাবর্তন

ট্রাম্পের সীমান্ত নীতি বদল

ইব্রাহীম চৌধুরী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি কঠোর করার পর যুক্তরাষ্ট্রগামী অন্তত ১৪ হাজার অভিবাসী পথ পরিবর্তন করে দক্ষিণের দেশগুলোতে ফিরে গেছেন। কলম্বিয়া, পানামা ও কোস্টারিকার সরকারের যৌথ প্রতিবেদনে শুক্রবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের সহায়তায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এদের বেশিরভাগই ভেনেজুয়েলার নাগরিক। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা আর উত্তরমুখী যাত্রা চালিয়ে যেতে পারছেন না। প্রতিবেদনে জানানো হয়, এ বছর উত্তরমুখী অভিবাসন ৯৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দক্ষিণমুখী ফিরতি যাত্রায় যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের প্রায় অর্ধেকই ভেনেজুয়েলায় ফেরার পরিকল্পনা করছেন।

২০১৭ সাল থেকে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ ভেনেজুয়েলা ছেড়েছেন। শুরুতে তারা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিলেও ২০২১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রমুখী যাত্রা শুরু করেন। বিপজ্জনক দারিয়েন গ্যাপ অতিক্রম করে লাখো মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। তবে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে বাইডেন প্রশাসনের সময় চালু থাকা অভিবাসী অ্যাপ বন্ধ করে দেন। এতে হাজারো মানুষ মেক্সিকোতে আটকে পড়েন। শেষ পর্যন্ত অনেকেই বাধ্য হয়ে দক্ষিণে ফিরে যাচ্ছেন।

জাতিসংঘ সতর্ক করেছে, ফেরার পথে অভিবাসীরা আরও ঝুঁকির মুখে পড়ছেন। টাকার অভাব, কর্মসংস্থানের সুযোগের সংকট এবং অপরাধী গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্যে তারা সহজেই শিকার হচ্ছেন। জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রতিনিধি স্কট ক্যাম্পবেল বলেন, “এই মানুষগুলোর অধিকাংশই ইতিমধ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার। তাই তাদের সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসা জরুরি।”

ভয়েস অব আমেরিকার ৫০০ কর্মী ছাঁটাই করবে ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

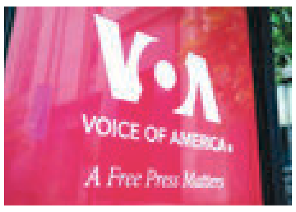

ফেডারেল অর্থায়নে পরিচালিত সংবাদ সংস্থা ভয়েস অব আমেরিকার (ভিওএ) প্রায় ৫০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। সংবাদমাধ্যমটিকে ‘উগ্রপন্থী’ বলে অভিহিত করেছে হোয়াইট হাউস। দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্প শাসনামলের শুরু থেকে এ সংবাদমাধ্যমের কার্যক্রম সীমিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল। এর একটি অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

এদিকে এ সিদ্ধান্তে সমর্থন দিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার মূল সংস্থা এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়ার (ইউএসএজিএম) ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী (অ্যাক্টিং সিইও) ক্যারি লেক বলেছেন, এ সিদ্ধান্ত ফেডারেল আমলাতন্ত্র কমাতে, সংস্থার সেবা উন্নত করতে ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কঠোর পরিশ্রমের টাকায় সাশ্রয় আনতে সাহায্য করবে। তবে কর্মীদের একটি ইউনিয়ন নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া বিবৃতিতে এ পদক্ষেপকে ‘অবৈধ’ বলে অভিহিত করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি প্রচারণার মোকাবিলা করার জন্য ভয়েস অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে এটি প্রধান বৈশ্বিক সম্প্রচারমাধ্যমে পরিণত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল মিডিয়া এজেন্সি (ইউএসএজিএম) ভয়েস অব আমেরিকার তত্ত্বাবধান করে। সংস্থাটি জানিয়েছে, মোট ৫৩২টি পদ বাতিল করা হবে। আদালতের একটি নথি থেকে জানা যায়, এর বেশির ভাগ কর্মী ভিওএর। আর এ ছাঁটাইয়ের পর প্রতিষ্ঠানটিতে মাত্র ১০৮ জন কর্মী অবশিষ্ট থাকবেন।

গত জুনে ইউএসএজিএমের অ্যাক্টিং সিইও ক্যারি লেক ৬৩৯ জন কর্মীকে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেন। পরে নথিপত্রের জটিলতার কারণে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। এ ছাড়া কিছু কর্মী এ বরখাস্ত ঠেকাতে মামলা করেন।

গত শুক্রবার গভীর রাতে ছাঁটাইয়ের এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ঠিক এক দিন আগে একজন বিচারক রায় দেন—ভিওএর পরিচালক মাইকেল আব্রামোভিটজকে চাকরিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় ট্রাম্প প্রশাসন সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি। একই সঙ্গে সিইও লেককে জেরা করার নির্দেশ দেন বিচারক। ট্রাম্প প্রশাসনের ভিওএ বন্ধ করার প্রচেষ্টা ঠেকাতে কিছু কর্মী এ মামলা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলার কমিটি ঘোষণা

নিউজ ডেস্ক

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২৬–এর কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি মনোনীত হয়েছেন স্বনামধন্য সংগীত ও চিত্রশিল্পী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম ও সদস্যসচিব মনোনীত হয়েছেন স্বীকৃতি বড়ুয়া।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ৯টায় আয়োজক সংগঠন ‘একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন’–এর সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

ড. নুরুন নবী বলেন, ২০২৫ সালের তুলনায় আরও ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় পরিসরে ২০২৬ সালের বইমেলা আয়োজন করা হবে। এতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

তিনি জানান, ঘোষিত আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব কার্যকরী কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে অচিরেই বইমেলার স্থান, তারিখ এবং বাস্তবায়ন কমিটি ঘোষণা করবেন।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।
যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail: jibonsongi2024.com
Phone: 281-912-7812
713-900-6023

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

রুম শেয়ার

এলমহাষ্টে এপার্টমেন্টের একটি রুম দুইজন শেয়ার করে থাকার সুযোগ আছে। 929-395-4019, 347-353-2544

বিংহ্যামটনে বাড়ি বিক্রি

সিঙ্গেল ফ্যামেলী ১ লাখ ৭৫ হাজার, ৪ বেড দুই ফুল বাথ। সিঙ্গল ফ্যামেলী ১ লাখ ৮০ হাজার, দুই বাথ তিন বেড টু ফ্যামেলী ২ লাখ ৯০ হাজার, each floor তিন বেড, দুই বাথ।
যোগাযোগ ওনার, 718-791-5719

আবশ্যক

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় মার্কেটিংয়ে পার্টটাইম কাজ করতে ইচ্ছুক আগ্রহী লোক আবশ্যক। ডিজিটাল মার্কেটিং জানা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
রিজ্যুমি: prothomalocm@gmail.com

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২”, বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য;
শুধুমাত্র অভিভাবকদের 917-518-5508 # এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনি্জনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com
Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র রুখতে প্রবাসীদেরও সতর্ক থাকতে হবে

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) সম্মানিত প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদের সাথে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ডিইউএবি) যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৭ আগস্ট জ্যামাইকার মেজ্জান পার্টি হলে আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শরিফ চৌধুরী পাপ্পু। সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাইন উদ্দিন মিয়াজীর সঞ্চালনায় সহযোগিতা করেন মামুন হোসেন বিপ্লব এবং ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইউএসএ ইনকের সভাপতি সাইদুজ্জামান রিংকু ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএমইউর প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের বাকস্বাধীনতা ও ভোটের অধিকার হরণ করেছিল। মানুষের সকল অধিকার হরণ করেছিল। বর্তমান সরকার দেশবাসীকে সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। আগামীতে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে দেশবাসী পূর্ণ মুক্তির স্বাদ লাভ করবেন। তবে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন যাতে কেউ বানচাল করতে না পারে সে জন্য দেশবাসীসহ প্রবাসীদেরও সতর্ক থাকতে হবে।

৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান, জুলাই ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে প্রবাসীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে ডা. শেখ ফরহাদ বলেন, বিগত দিনে বিএনপির দুঃসময়ে প্রবাসীরা বিএনপির পাশে ছিলেন। আগামী দিনে সুষ্ঠু সুন্দর গণতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই গণতন্ত্রের জন্য জাতীয় নির্বাচন অপরিহার্য। তাই আগামী দিনে কোনো অপশক্তি যাতে জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে না পারে সে জন্য দেশবাসীসহ প্রবাসীদেরও সতর্ক থাকতে হবে। ফ্যাসিস্ট শক্তি আর যাতে পুনর্বাসিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তিনি বরেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার সহধর্মিনী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিন তিনবার প্রধানমন্ত্রী থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন। দেশবাসী এখন অপেক্ষায় আছেন রাষ্ট্রনায়ক, জননেতা তারেক রহমানের দেশে ফিরে আসার অপেক্ষায়। আগামী জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন জনাব তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির নতুন শিখরে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ মো. আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদ। বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি। কুইন্স ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরীসহ অন্যান্যরা।

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান নিহত ১১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম দফার অভিযানে ১১ জন নিহত হয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর আলজাজিরার।

ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, মার্কিন সেনাবাহিনী ভেনেজুয়েলা থেকে ট্রেন ডি আরাগুয়া গ্যাংয়ের জন্য মাদক পাচারের অভিযোগে একটি ছোট নৌকার ওপর হামলা চালিয়েছে। মঙ্গলবার তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে ট্রাম্প বোমা হামলার সাদা-কালো ড্রোন ফুটেজ শেয়ার করেন।

ট্রাম্প লিখেছেন, এই হামলায় ১১ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। এই হামলায় মার্কিন বাহিনীর কোনো ক্ষতি হয়নি। দয়া করে এটিকে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক আনার কথা ভাবছেন এমন যে কারও জন্য সতর্কীকরণ হিসেবে ব্যবহার করুন। সাবধান!

ট্রাম্পের তথ্য মতে, মঙ্গলবার ভোরে এই বোমা হামলাটি ঘটে। এ ঘটনা ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর সরকারের সঙ্গে উত্তেজনা আরও বাড়াল। ট্রাম্প বারবার আন্তর্জাতিক গ্যাং কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ভেনেজুয়েলাকে অভিযুক্ত করছেন। তবে স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

মার্কিন বাহিনীর হামলার এক দিন আগেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেছেন, ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্য তার সরকারকে উৎখাত করা। যদি মার্কিন বাহিনী আক্রমণ করে তবে তিনি ‘সশস্ত্র প্রজাতন্ত্র ঘোষণা’ করতে প্রস্তুত।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মাদুরো। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বেশ কড়া ভাষায় মন্তব্য করেন। মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলা শান্তি চায় কিন্তু তার সেনাবাহিনী মার্কিন বাহিনীর যে কোনো আক্রমণের জবাব দিতে প্রস্তুত। তারা সামরিক হুমকির মাধ্যমে শাসন পরিবর্তন চাইছে।

পুতিন-মোদি অতি ঘনিষ্ঠতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চীন সফরের শেষ দিনে তাঁকে বারবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেই দেখা গেছে। গত সোমবার ছিল চীনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) সম্মেলনের শেষ দিন। সেখানে মোদি ও পুতিনকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যায়।

মোদি ও পুতিনের এ ঘনিষ্ঠতা ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। এসসিও সম্মেলনে পুতিনের সঙ্গে মোদির ঘনিষ্ঠতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার তেল কেনার মাধ্যমে দেশটিকে রসদ যোগাচ্ছে ভারত।

পুতিন ও সির সঙ্গে এসসিও সম্মেলনে মোদির বৈঠককে গুরুত্ব দিচ্ছেন না স্কট বেসেন্ট। মোদি এমন এক সময়ে এ সম্মেলনে যোগ দেন, যখন ভারতের আমদানি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেলও রয়েছে।

মার্কিন অর্থমন্ত্রী বেসেন্ট বলেন, ‘সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় এটা প্রতিবছর ঘটে। এটা ঘুরেফিরে সেই একই ঘটনা। দেখুন, এগুলো খারাপ কর্মকাণ্ডে যুক্ত...ভারত রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে জ্বালানি দিচ্ছে, চীনও রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে তেল দিচ্ছে...আমি মনে করি, একসময় আমরা এবং আমাদের মিত্ররা এগিয়ে এসে পদক্ষেপ নেবে।’

বেসেন্ট আরও বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা বিবেচনা করছে। কারণ, রাশিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় কিয়েভে কমপক্ষে ১৭ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে চার শিশু রয়েছে।’

ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক প্রসঙ্গে বেসেন্ট বলেন, ‘দিন শেষে দুই দেশ তাদের সমস্যা সমাধান করবে। তবে ভারত রাশিয়ার তেল কিনে তা পুনরায় বিক্রি করার মাধ্যমে এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধচেষ্টার তহবিল সরবরাহের ক্ষেত্রে খুব ভালো ভূমিকা পালন করছে না।’

বেসেন্টের মতোই গত সোমবার ভারত, চীন ও রাশিয়ার সমালোচনা করেছেন ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তিনি বলেছেন, সি ও পুতিনের সঙ্গে মোদির মেলামেশা দেখে লজ্জা লাগে। নাভারো বলেন, ‘আমাদের, ইউরোপ এবং ইউক্রেনের সঙ্গে তাঁর (মোদির) থাকা উচিত, রাশিয়ার সঙ্গে নয়।’

হিন্দুস্তান টাইমস–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নাভারো বলেছেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গণতন্ত্রের নেতা হিসেবে মোদিকে বিশ্বের দুই প্রধান স্বৈরতান্ত্রিক নেতা পুতিন ও সির সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখা লজ্জার বিষয়। এটা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়।’

অতীতে এসসিওকে এত গুরুত্ব দেয়নি ভারত। এবার যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নিয়ে চাপের মুখে এসসিও সম্মেলনে যোগ দেন মোদি। এসসিও মূলত আঞ্চলিক একটি জোট। এর লক্ষ্য হলো পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। এবারের সম্মেলনে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন সি ও পুতিন। এবার তিয়ানজিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগদান সম্মেলনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এবারের সম্মেলনে ২০ দেশের নেতা উপস্থিত হন।

সম্মেলনে ভারত ও রাশিয়ার বৈঠকের দিকে চোখ রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। গত সোমবার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, মোদি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পথে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের গাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের দ্রুত অভিবাসী নির্বাসন প্রক্রিয়া স্থগিত!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল বিচারক সাময়িকভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের দ্রুত নির্বাসন নীতি কার্যকর করা থেকে বিরত রাখার আদেশ দিয়েছেন। এই রায়ের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ এলাকায় আটক থাকা বৈধ নথিপত্রবিহীন অভিবাসীদের দ্রুত বহিষ্কারের প্রচেষ্টা কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, ট্রাম্প প্রশাসন নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুনরায় প্রেসিডেন্ট হলে তারা বিশাল একটি নির্বাসন অভিযান পরিচালনা করবেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, দ্বিতীয় মেয়াদে প্রতি বছর এক মিলিয়ন অভিবাসী নির্বাসনের লক্ষ্য রাখেন।

তবে বিচারক জিয়া কব বলেছেন, প্রশাসনের সম্প্রসারিত দ্রুত নির্বাসন প্রক্রিয়া ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘন করছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, যারা অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করেছে তাদের ন্যায়বিচারের অধিকার রোধ করা যায় না। সরকারকে তাদের ন্যায়বিচারের সুযোগ দিতে হবে।

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে, ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর তারা দ্রুত নির্বাসনের ব্যবহার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় সেই অভিবাসীদের দ্রুত বহিষ্কার করা হয় যাদের দেশে দুই বছরের কম সময় হয়েছে। এর আগে, এই প্রক্রিয়া সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় অবস্থানকারী এবং ১৪ দিনের কম সময়ের অভিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

বিচারক কব সতর্ক করেছেন, গতি সর্বোপরি প্রাধান্য দিলে ভুলভাবে মানুষকে দ্রুত বহিষ্কার করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সরকারের উচিত ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এছাড়াও, এই সিদ্ধান্ত মানবিক পারোলের আওতায় দেশে প্রবেশ করা আইনগত অভিবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য, যা শতাধিক মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

গত মে মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইস) আদালতের আদেশ অনুযায়ী অভিবাসীদের গ্রেফতার করছে। যদিও শরণার্থী আবেদন করার মাধ্যমে দ্রুত নির্বাসন স্থগিত করা যায়। অনেকেই এই অধিকার সম্পর্কে জানে না এবং প্রাথমিক যাচাই প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হলে দ্রুত বহিষ্কৃত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে অভিবাসী খাদ্য ও কৃষি শ্রমিকরা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প-ভ্যান্স প্রশাসনের নীতির কারণে অভিবাসী খাদ্য ও কৃষি শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে পড়েছেন। কৃষি শ্রমিকরা জানান, তাদের প্রাণীর মতো শিকার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই লাখো অভিবাসীর কাজের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ফার্ম, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কাজ করা শত শত হাজার মানুষ।

সরকার সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, নথিবিহীন ব্যক্তিদের জন্য সংবিধানিকভাবে প্রদত্ত মৌলিক স্বাস্থ্যসেবাও সীমিত করা হবে। এই পরিস্থিতির ফলে অনেক অভিবাসী আইসের রেইড এবং নির্বাসনের ভয় থেকে বাড়িতে থাকার চেষ্টা করছেন। কেবল ক্যালিফোর্নিয়ায়ই শ্রমশক্তি প্রায় ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। যা গ্রেট রিসেশন এবং কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাথমিক বছরের পতনের সঙ্গে তুলনীয়।

শিল্প ও কৃষি খাতের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বর্তমান নীতি তাদের কাজ ও উৎপাদনকে বিপর্যস্ত করছে। সল্ট লেক এরিয়া রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিশেল কোরিগলিয়ানো বলেন, নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের শিল্পকে বিশৃঙ্খল করেছে। ফ্লোরিডার এক কৃষক যোগ করেছেন, সরকার কৃষি খাতকে ধ্বংস করছে।

আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতি শুধু অভিবাসীদের নয়, যেসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তারা যুক্ত, সেগুলোকেও প্রভাবিত করছে। তবে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিশৃঙ্খলার প্রভাব পুরোপুরি বোঝার জন্য ছয় মাসের চেয়ে বেশি সময় লাগবে।

খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা আমাদের অভিবাসী প্রতিবেশী ও বন্ধুদের ছাড়া চলতে পারবে না। তবে তাদের শুধুমাত্র শ্রমিক হিসেবে মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। মানুষ হলো মানুষ, যেখানে জন্ম নিয়েছে বা যেখানেই বাস করছে না কেন।

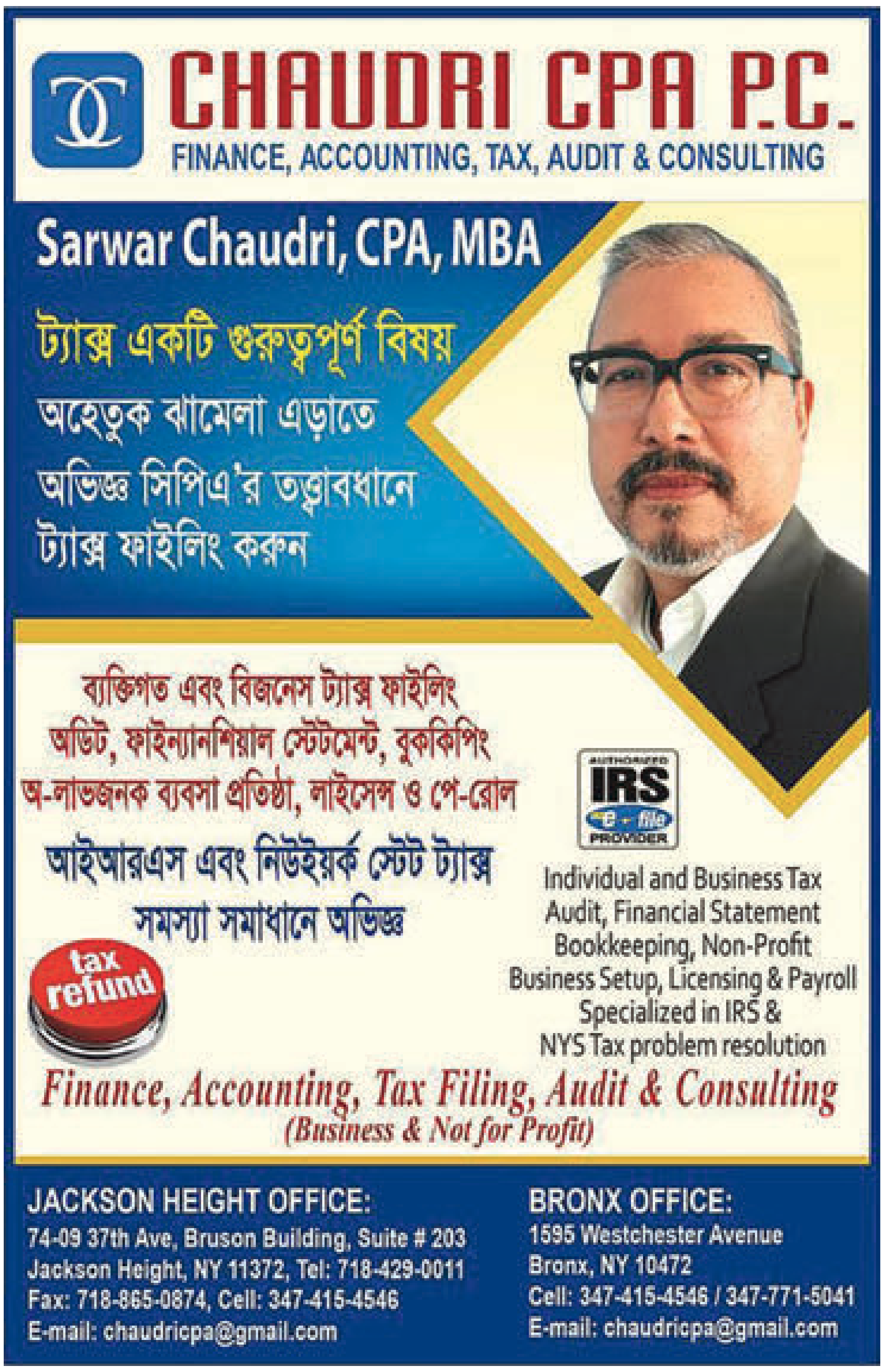

প্রতিবাদের ভাষা হতে হবে শান্তিপূর্ণ: নাসির খান পল

ফরিদা ইয়াসমীন

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আয়োজনে প্রচারিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান টক অব দ্য উইকের অতিথি ছিলেন বাঙালি কমিউনিটির পরিচিত মুখ নাসির খান পল। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ১০টায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তিনি সাম্প্রতিক সময়ে কমিউনিটিতে তৈরি হওয়া টানাপোড়েন ও মতবিরোধ নিয়ে কথা বলেন।

শুরুর আলোচনায় আসে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের প্রসঙ্গ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের স্লোগান, কাঁচের দরজা ভাঙা ও মৌখিক আক্রমণের ঘটনা নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়। "মাহফুজের বিচার চাই" লেখা কাগজও দরজায় সাঁটা হয়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে নাসির খান পল দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "আমাদের আমেরিকান সংবিধান প্রতিবাদের অধিকার দিয়েছে। আমেরিকায় এ ধরনের বিক্ষোভ আমরা অনেক দেখেছি। জর্জ ফ্লয়েড হত্যার পর 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনে কাঁচ ভাঙা থেকে শুরু করে লুটপাটও হয়েছে। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রতিবাদ করা যাবে, তবে সেটা হতে হবে শান্তিপূর্ণ। ভায়োলেন্ট হলে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি থাকে। কনস্যুলেটে যা হয়েছে, সেটা দুঃখজনক। কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অথচ সাংবাদিকরা মিথ্যা খবর দিয়েছে, পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে।"

তিনি এ ঘটনায় ভাঙচুর ও মিথ্যা প্রচারের নিন্দা জানান। তবে বলেন, "দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থেকে দরজা ভাঙার ঘটনা ঘটেছে।" একই সঙ্গে তিনি বর্তমানে বাংলাদেশে চলমান মব জাস্টিসের তীব্র সমালোচনা করেন।

জুলাই আন্দোলনের সময় প্রবাসীদের ভূমিকার প্রসঙ্গও আসে আলোচনায়। পল বলেন, "জুলাই-আগস্টে যারা কলম ধরেছিলেন, অনেককে অপমানিত হতে হয়েছে। অনেকে বই লিখেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা হয়নি। বরং তাদের রাজাকার বলা হয়েছে।"

তিনি যোগ করেন, "আমরা যারা কলমের মাধ্যমে লড়েছি, কোনো পদ পাওয়ার জন্য করিনি। তরবারির চাইতে কলমের শক্তি বেশি।"

এ সময় আলোচনায় আসে সাংবাদিক সাবেত সাথীর গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গও। এ বিষয়ে পল পবিত্র কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, "আল্লাহ বলেছেন, তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।" তিনি মনে করেন, সহিংসতায় কমিউনিটির সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি গঠনে নিজের ভূমিকার কথাও স্মরণ করেন তিনি। বলেন, একসময় মার্কিন পুলিশ কর্মকর্তারা গর্ব করতেন—কোনো বাংলাদেশি জেলে নেই। অথচ আজ কিছু কর্মকাণ্ডে সেই সুনাম নষ্ট হচ্ছে।

লেখক এইচ বি রিতা আলোচনায় যোগ করে বলেন, "বিদেশে যারা কমিউনিটির জন্য অবদান রেখেছেন, তাদের কাহিনী লিখিত আকারে রাখা উচিত।"

ফেসবুকে বিভাজন, ফেক আইডি ও অশালীনতার প্রসঙ্গ টেনে পল বলেন, "যার পরিবারে শিক্ষা নেই, সে শালীন হতে পারে না। অনেকটা বানরের হাতে হীরার আংটি দেওয়ার মতো।"

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়েও মত দেন তিনি। বলেন, "এখন নির্বাচন খুবই জরুরি। কারণ মব জাস্টিস বেড়েছে। নির্বাচিত সরকারের কাছেই মানুষ নিরাপদ। গত ১৫ বছরে উন্নতি ও দুর্নীতি একসঙ্গে চললেও মব জাস্টিস ছিল না। কিন্তু ইউনুস সরকার উন্নয়নে কিছু করতে পারেনি।"

বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে শেষ হয় 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠান। উপস্থাপনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন, কারিগরি সহযোগিতা ও পরিচালনায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

জিএম কাদের ও তাঁর স্ত্রীর দেশ-ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জিএম কাদের) এবং তাঁর স্ত্রী শেরীফা কাদেরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গত সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মনোনয়ন বাণিজ্য নিয়ে জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় এ দুজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করে দুদক। আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় মনোনয়ন দিতে ১৮ কোটি ১০ লাখ টাকার ঘুষ গ্রহণ করা হয়, যার মূল সুবিধাভোগী ছিলেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিএম কাদের। অভিযোগে বলা হয়, চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ না করায় অধ্যাপক মাসুদা এম রশীদ চৌধুরীকে দলীয় পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর স্থলে জিএম কাদেরের স্ত্রী শরীফা কাদের সংসদ সদস্য হন।

এতে আরও বলা হয়, জিএম কাদের জালিয়াতির মাধ্যমে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হন এবং দলীয় পদ বাণিজ্য ও মনোনয়ন বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন, যা পরে বিদেশে পাচার করা হয়। জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ৩০১ সদস্যবিশিষ্ট হলেও বর্তমানে ৬০০ থেকে ৬৫০ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পদ বাণিজ্যের প্রমাণ।

২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামা অনুযায়ী, জিএম কাদেরের নামে নগদ ৪৯ লাখ ৮৮ হাজার টাকা, ব্যাংকে ৩৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা এবং ৮৪ লাখ ৯৮ হাজার টাকা মূল্যের একটি জিপ গাড়ি রয়েছে।

১.২ মিলিয়ন অভিবাসী হারাল যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার

শেষ পৃষ্ঠার পর

কাজ করতে হবে। পরিবারকে খাওয়াতে হবে এবং ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু আইস'র ভয়ে প্রতিদিন অনিশ্চয়তায় থাকি। কখন আমাদের আটক করবে কেউ জানে না।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের সিনিয়র গবেষক স্টেফানি ক্র্যামার জানান, মার্কিন শ্রমশক্তির প্রায় ২০% অংশই অভিবাসীদের। কৃষি, মাছ ধরা ও বনায়নে শ্রমিকের ৪৫%, নির্মাণ খাতে ৩০% এবং সেবাখাতে ২৪% শ্রমিকই অভিবাসী। এই শ্রমিকদের অনুপস্থিতি সরাসরি কৃষি উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা খাতের কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

ডালাস ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের শ্রম অর্থনীতিবিদ পিয়া ওরেনিয়াস বলেন, সীমান্ত পেরিয়ে আসা অভিবাসীর প্রবাহ প্রায় বন্ধ। এটি নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করতে প্রভাব ফেলেছে। শ্রমিকের অভাব অনেক শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, অভিবাসী শ্রমিকের অভাব শুধুমাত্র কৃষি ও নির্মাণ খাতেই নয়, দেশের অর্থনীতি ও সেবা খাতের উপর দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।

টেক্সাসের ম্যাকঅ্যালেনের ক্ষেতগুলিতে ভুট্টা ও তুলা কাটার সময় শ্রমিকের অভাবে ফসল নষ্ট হয়েছে। এলিজাবেথ রদ্রিগেজ, ন্যাশনাল ফার্মওয়ার্কার মিনিস্ট্রির পরিচালক বলেন, মে মাসে তরমুজ ও ক্যান্টালুপের মৌসুমে ফসল বিক্রির আগে অনেক শ্রমিককে ধরে নেয়ার কারণে অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে।

ভেনচুরা কাউন্টিতে লিসা টেটের খামারেও শ্রমিক কমে গেছে। তার খামারে সাইট্রাস, অ্যাভোকাডো ও কফি চাষ হয়। মূলত ঠিকাদার-প্রদত্ত দিনমজুর শ্রমিকরা এখানে কাজ করেন। এই বছরের বসন্তে আইসের অভিযান চলাকালীন কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে খামার এড়িয়ে চলে।

নির্মাণ খাতেও প্রভাব পড়েছে। ম্যাকঅ্যালেনের আশেপাশের নির্মাণ স্থান 'সম্পূর্ণ স্থবির' বলে জানান রদ্রিগেজ। অ্যাসোসিয়েটেড জেনারেল কন্ট্রাক্টরস অফ আমেরিকার বিশ্লেষণ অনুসারে, রিভারসাইড-সান বার্নার্ডিনো-অন্টারিও অঞ্চলে ৭ হাজার ২০০ এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-লং বিচ-গ্লেনডেল অঞ্চলে ৬ হাজার ২০০ চাকরি কমেছে।

স্বাস্থ্যসেবা খাতেও অভিবাসী শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। হোম হেলথ কেয়ার সহ সেবা খাতে প্রায় ৪৩% শ্রমিক অভিবাসী। সেবা প্রদানকারী সংস্থার স্থানীয় সভাপতি আর্নুলফো ডে লা ক্রুজ বলেন, অভিবাসী শ্রমিক না থাকলে হাসপাতাল, নার্সিং হোম ও খামারে কাজ করার ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারব না।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, অভিবাসী শ্রমিকের অভাব শুধুমাত্র কৃষি ও নির্মাণ খাতেই নয়, দেশের অর্থনীতি ও সেবা খাতের উপর দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।

রক্ত, সমুদ্র আর এক দানবের মুখোশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

যৌনপেশায়। একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যান তিনি। কয়েক বছর পর তাঁর অস্থি পাওয়া যায় গিলগো বিচে। পরিবারের জন্য তা ছিল এক শীতল মৃত্যুসংবাদ—প্রিয়জনের দেহটুকু পর্যন্ত অক্ষত রইল না।

মেলিসার বয়স ছিল মাত্র ২০। স্বপ্ন ছিল নিজের একটা ছোট বাসা হবে, যেখানে মা'কে নিয়ে থাকবেন। সেই স্বপ্ন ভেসে গেল রক্তে। তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রতীরে পাওয়া গেল এমনভাবে, যেন তিনি শুধু এক অবহেলিত সংখ্যা। তাঁর নাম যুক্ত হলো সেই তালিকায়, যাদের জীবন কেড়ে নিলো এক নির্মম দানব।

২৪ বছর বয়সী মেলিসা বারথেলেমি নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর পরিবারের কাছে ভয়ঙ্কর ফোনকল আসত। অপরিচিত কণ্ঠে উপহাস, হুমকি আর কটূক্তি। পরে জানা গেল, হয়তো খুনিই ফোন করত পরিবারের সঙ্গে খেলা করার জন্য। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে জুড়ে ছিল নিছক হত্যাই নয়, বরং এক মানসিক নির্যাতনের গল্প।

২৫ বছরের মোরিন ছিলেন সংগ্রামী। সন্তানদের জন্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহও মেলে সেই একই সমুদ্রতীরে। সমাজের চোখে তিনি হয়তো 'প্রান্তিক নারী', কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি হয়ে উঠলেন এক ভয়াল সত্যের সাক্ষী।

২৮ বছর বয়সী সান্দ্রা ছিলেন সবচেয়ে কম পরিচিত শিকারদের একজন। তাঁর নাম সংবাদে কমই আসে। কিন্তু তাঁর দেহও গিলগো বিচে পড়ে ছিল দীর্ঘদিন। সান্দ্রার মৃত্যু যেন প্রতীক—কত অগণিত নারীর জীবন নিঃশব্দে নিভে যায়, কেউ খবর রাখে না।

২৭ বছরের অ্যাম্বার লিন কস্তেলো ছিলেন আসক্তি আর দারিদ্র্যের যন্ত্রনায় জর্জরিত। একদিন এক গ্রাহকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর ফেরেননি। পরে জানা গেল, সেই গ্রাহক ছিলেন হিউরমান নিজে।

২২ বছর বয়সী মেগান ছিলেন এক ছোট সন্তানের মা। পরিবারের দায় কাঁধে নিয়ে কাজ করতেন, কিন্তু নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর শিশুটি বড় হলো মায়ের ছায়া ছাড়া। সমুদ্রের বালির নিচে লুকোনো মেগানের দেহ ছিল মাতৃত্বের স্বপ্ন ভাঙার প্রতিচ্ছবি।

অপরাধীরা ভাবে তারা নিখুঁত। কিন্তু ইতিহাস বলে, অতি ক্ষুদ্র ভুলই তাদের ধ্বংস ডেকে আনে। হিউয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সেটিই হলো পিৎজার খোসা। ম্যানহাটনের অফিসের কাছে আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া সেই খোসা তার গোপন মুখোশ ছিঁড়ে দিল। সাফোক কাউন্টি ক্রাইম ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেল, খোসার লালা মিলছে ভুক্তভোগীর দেহে পাওয়া চুলের ডিএনএর সঙ্গে। বিজ্ঞান যেন ঘোষণা দিল— সমুদ্র যত গভীরই হোক, সত্য লুকিয়ে রাখা যায় না।

বুধবার লং আইল্যান্ডের আদালতে গমগম করছে ভিড়। রেক্স হিউরমান—চওড়া কাঁধের স্থপতি, পরিবারের মানুষ, অফিসে সহকর্মীদের কাছে নিঃশব্দ। কিন্তু সেই মুখোশের আড়ালে ছিল রক্তপিপাসু শিকারি। ডিএনএ প্রমাণ, বিশেষ করে পিৎজা খোসা থেকে পাওয়া লালা, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাকে উন্মোচিত করল। বহু বছর আগের ভিকটিমদের দেহে পাওয়া চুলের সঙ্গে মিলে গেল সেই ডিএনএ।

হিউয়ারম্যানের আইনজীবী মাইকেল ব্রাউন চিৎকার করে বলেন, "এই প্রমাণ জাদু ছাড়া কিছু নয়। পরীক্ষাগার অ্যাস্ট্রিয়া ল্যাবস নিউইয়র্কে অনুমোদিত নয়।" কিন্তু বিচারপতি টিম মাজ্জেই তার হাতুড়ির আঘাতে ঘোষণা করেন— প্রমাণ গ্রহণযোগ্য। কক্ষে মুহূর্তের জন্য নেমে আসে নিস্তব্ধতা, তারপর ভেসে আসে নিঃশ্বাস ফেলে স্বস্তি পাওয়ার শব্দ।

আদালতের বাইরে ভিড় জমিয়েছিল ভুক্তভোগীদের পরিবার। এক মা কাঁপা গলায় বললেন, "আমার মেয়েকে দানবের হাতে হারিয়েছি। আজ প্রথমবার মনে হলো, হয়তো সে শান্তি পাবে।" অন্যদিকে এক ভাই বললেন, "আমরা প্রতিদিন মৃত্যুর সঙ্গে ঘুমোই। আজ অন্তত একটু আলো দেখলাম।" আদালতের রায়ের পর প্রসিকিউশনের পথ অনেকটাই সুগম হলো। এখন বিচারকার্য এগিয়ে চলবে। সমাজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে—গিলগো বিচের শিকারদের জন্য সত্যিকারের ন্যায়বিচার কবে নিশ্চিত হয়।

হিউয়ারম্যান ছিলেন এক স্থপতি। মানুষকে ঘর বানিয়ে দিতেন, অথচ নিজে গড়ে তুলছিলেন মৃত্যুর কারাগার। দিনে অফিসে পেশাদার, রাতে অন্ধকারে শিকারি। তার জীবন প্রমাণ করে—দানবরা মানুষের চেহারা নিয়েই আমাদের মাঝে হাঁটে। আদালতের রায়ে প্রসিকিউশনের বিজয় হয়েছে, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে তার ক্ষমতা। কিন্তু গিলগো বিচের বালুচরে হাঁটলেই মনে হবে, বাতাসে শোনা যায় নারীদের হাহাকার। আরেকজন রেক্স হিউয়ারম্যান কি আমাদের চারপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ঐক্য-সম্প্রীতির বন্ধনে দেশকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার আইকনিক নারী উদ্যোক্তারা এতে অংশ নিয়ে তাদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরেন। দিনব্যাপী আরও আয়োজন ছিল নজরুল সেমিনার, বাংলা সিনেমা উৎসব, শিশুদের রংতুলির কর্মশালা ও বুয়েট অ্যালামনাই সেমিনার। তিন দিনে মোট ২৬টি সেগমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

শনিবার অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে সাময়িকভাবে শো বন্ধ হয়ে গেলেও, রবিবার কঠোর নিরাপত্তা ও দর্শক নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। রাত দশটায় চেয়ারম্যান মাসুদ রব চৌধুরী ২০২৪–২৫ সালের নির্বাহী কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর নির্বাচন কমিশনার মাহবুব রহিম নতুন নির্বাচিত ২০২৫–২৬ সালের কমিটির পরিচয় করান।

নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলাল সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোষণা দেন, ২০২৬ সালে ফোবানা অনুষ্ঠিত হবে লস অ্যাঞ্জেলসে। অনুষ্ঠানে লস অ্যাঞ্জেলস হোস্ট কমিটির কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন উপস্থিতদের আমন্ত্রণ জানান।

সমাপনী রাতে ফোবানার আমন্ত্রিত শিল্পীরা টানা তিন ঘণ্টা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এবারের আটলান্টা কনভেনশনে ২৪টি অঙ্গরাজ্যের ৬৬টি সংগঠন অংশ নেয়।

হোস্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট ডিউক খান বলেন, "আটলান্টাবাসীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতিতেই ফোবানা সফল হয়েছে।"

কনভেনর নাহিদুল খান সাহেল জানান, "সবার আগ্রহ ও অংশগ্রহণ আমাদের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণা।"

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল—লেবার উইকএন্ডে আটলান্টায় আর কোনো আয়োজন না থাকায় ফোবানাই হয়ে ওঠে বাংলাদেশি কমিউনিটির একমাত্র মিলনমেলা। এতে ফুটে ওঠে প্রবাসীদের ঐক্য, একতা ও দেশপ্রেমের আবেগ।

একা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

অফিস অফ রিফিউজি রিসেটেলমেন্ট জানিয়েছে, তারা অভিভাবকদের বিষয়টি 'সুস্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে' জানাচ্ছে। অভিভাবকরা চাইলে আইসের সাক্ষাৎকারে অংশ না নিলেও শিশুর পুনর্মিলনের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হবে না। তাদের বক্তব্য, উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশে হস্তান্তর করা এবং স্পন্সরের পরিচয় ও যোগ্যতা নিশ্চিত করা।

আইনি অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রুপ এই নতুন নির্দেশনাকে সমালোচনা করেছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইউথ ল'এর মানবাধিকার ব্যবস্থাপক নেহা দেশাই বলেন, এই সাক্ষাৎকারের সুযোগ আইসের কাছে অভিভাবককে গ্রেপ্তার করার সুযোগও এনে দিতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই এমন কিছু ঘটনা দেখেছি। অনেক অভিভাবক এই সাক্ষাৎকারকে ভয়জনক মনে করছেন, তবে সন্তানের জন্য তারা এগোতে ইচ্ছুক।

আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন নির্দেশনার ফলে কিছু অভিভাবক গ্রেপ্তার হতে পারেন। যদিও তাদের সন্তানরা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে অফিস অফ রিফিউজি রিসেটেলমেন্টের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এই বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করেনি। তবে তারা জানিয়েছে, সরকার শিশুদের হস্তান্তর ও স্পন্সর যাচাই প্রক্রিয়ায় আরও সতর্ক হচ্ছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, একা সীমান্ত অতিক্রম করা শিশুদের পুনর্মিলন প্রক্রিয়া আরও জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। নতুন নীতি কার্যকর হওয়ায় অভিভাবক এবং স্পন্সরদের সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনি পরামর্শ গ্রহণ এবং সবকিছু প্রস্তুত রেখে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকা এখন অপরিহার্য। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো শিশুদের পুনর্মিলন প্রক্রিয়া নিরাপদ, স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল পরিবেশে সম্পন্ন করা।

ট্রাম্প ডিপোর্টেশন নীতিতে বেসরকারি

শেষ পৃষ্ঠার পর

মুনাফার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো বন্দিদের মৌলিক অধিকার উপেক্ষা করছে।

ট্রাম্প প্রশাসন বছরে প্রায় এক মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৭০ বিলিয়ন ডলার। এর বাইরে আটক কেন্দ্র সম্প্রসারণে ৪৫ বিলিয়ন ডলার এবং আইসিই পরিচালনায় চার বছরের জন্য ৭৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।

বর্তমানে দুই শতাধিক কেন্দ্রে প্রায় ৬০ হাজার অভিবাসী ও অপরাধীকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশোনা করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্পের নীতি কার্যকর হওয়ার পরই এই শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোরসিভিক ও জিও গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ারবাজারে বড় অঙ্কের বৃদ্ধি পেয়েছে। কোরসিভিকের আয় আগের বছরের তুলনায় ১৭% বেড়ে ১৭৭ মিলিয়ন ডলার, আর জিও গ্রুপ গত বছরের ক্ষতির পর এবার প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার লাভ করেছে।

তবে এতসব আর্থিক লাভ ও ফেডারেল বরাদ্দের পরও কেন্দ্রগুলোতে বন্দিদের চিকিৎসা, খাদ্য ও নিরাপত্তার তদারকি পর্যাপ্ত নয়। সমালোচকরা বলছেন, অর্থলোভে প্রতিষ্ঠানগুলো মানবাধিকার পরিস্থিতি অবহেলা করছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর জন্য বিপুল আয়ের সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু এর ফলে মানবাধিকার পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও অভিবাসী অধিকার সংস্থাগুলো উদ্বিগ্ন।

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশ সোসাইটির পথমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের আয়োজনে বর্ণাঢ্য পথমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) স্ট্রালিন বাংলাবাজারে দিনব্যাপী এ মেলায় পাঁচ সহস্রাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

মেলা যৌথভাবে উদ্বোধন করেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী ও টাইটেল স্পন্সর আব্দুর রব দলা মিয়া। সংগঠনের সভাপতি মো. শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে ও বুলবুল আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বোর্ড অব ট্রাস্টি জুনেদ চৌধুরী, এসেম্বলি ওম্যান (ডিস্ট্রিক্ট–৮৭) কারনেস রায়াস, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সাবেক সভাপতি শাহেদ আহমেদ, আব্দুস শহীদ, মাহবুব আলম, শামীম মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কয়েসউজ্জামান কয়েস, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহসভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, সহসভাপতি জাবেদ উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল মুহিত, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, কমিউনিটি নেতা শেখ জামাল হোসেন,

> মেলা যৌথভাবে উদ্বোধন করেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী ও টাইটেল স্পন্সর আব্দুর রব দলা মিয়া।

জাকির চৌধুরী সিপিএ, ইমরান শাহ রন ও খবির উদ্দিন প্রমুখ।

মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে রঙিন বেলুন উড়ানো হয়। আয়োজনে ছিল নানান ধরনের খাবার ও পণ্যসামগ্রীর স্টল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিশু-কিশোরদের জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশনা। মিথুন দেব একাডেমির শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশনা এবং দেশীয় সঙ্গীত ছিল দর্শক-শ্রোতাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন বিন্দু কনা, রিন্টু দাশ, কৃষ্ণা তিথি, রোখসানা মির্জা, বাউল কালা মিয়া ও রায়হান পারভেজ। শিল্পীদের পরিবেশনায় প্রবাসী দর্শকেরা মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন।

মেলার বিভিন্ন সময়ে ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি এমএম শাহীন, কমিউনিটি নেতা আজমল হোসেন কুনু, স্পন্সর তোফায়েল চৌধুরী লিটনসহ অনেকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন। দিনব্যাপী এই প্রাণবন্ত আয়োজন রাত সাড়ে নয়টায় সমাপ্ত হয়।

আ স ম রব বললেন

নির্বাচনহীনতায় ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটবে

ঢাকা ডেস্ক

নির্বাচন ছাড়া দেশে অরাজকতা তৈরি হবে এবং এর ফলে ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব। তিনি বলেছেন, জুলাই ঘোষণাপত্র ও জাতীয় সনদ গ্রহণের পর নির্বাচনই জাতির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জেএসডি স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে আ স ম আবদুর রব এসব কথা বলেন।

উত্তরার বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, স্থায়ী কমিটির সদস্য মিসেস তানিয়া রব, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজ মিয়া, মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী প্রমুখ।

জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেছেন, 'রক্তাক্ত জুলাইর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান জাতিকে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। জুলাই ঘোষণাপত্র ও জাতীয় সনদ গৃহীত হওয়ার পর নির্বাচনই হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

আমরা কি এই সরকারের কাছে নিরাপদ: মান্না

ঢাকা ডেস্ক

দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। সোমবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থীদের এক মানববন্ধনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমরা কি এই সরকারের কাছে নিরাপদ?'

মান্না বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নয়, দেশের কর্তৃপক্ষকে বলতে চাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই আহত শিক্ষক যদি মারা যান এর দায়িত্ব কে নেবে? পুলিশ তো পাল্টায়নি। আগের মতোই আছে। নুরকে কারা পিটিয়েছে তা তো ভিডিওতেই দেখা যায়। চট্টগ্রামের উপদেষ্টারা প্রতিবাদ করে, নিন্দা জানায়। আমরা কি এই সরকারের কাছে নিরাপদ?'

সাউথ জার্সিতে কীর্তন মেলা

আটলান্টিক সিটি প্রতিনিধি

আমেরিকার নিউ জার্সির আটলান্টিক কাউন্টিতে প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে সাউথ পোমোনার বৈকুণ্ঠ হিন্দু জৈন মন্দিরে কীর্তন মেলার আয়োজন করা হয়। রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আয়োজিত এ কীর্তন মেলা ছিল গণেশ চতুর্থী উৎসব উপলক্ষে। মেলায় অংশ নেন সুমন মজুমদার, তৃপ্তি সরকার, দীপংকর মিত্র, আন্না মিত্র, প্রদীপ দে, ইন্দিরা সাহা, রাই দেব, আনন্দ দেব, সজল চক্রবর্তী, গঙ্গা সাহা, প্রবীন ভিগ, তপন দাশ তপু, বর্ষা, দীপা দে জয়া প্রমুখ।

মেলায় ভক্তরা ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণাবলিকে সুর, তাল ও লয়ে পরিবেশন করেন। ভক্তিমূলক কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় মহামন্ত্র—'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম'। এতে তৈরি হয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহ। আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার এবং আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের সদস্য সুব্রত চৌধুরী কীর্তন মেলা সফলভাবে আয়োজন করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

শহুরে জিন্দেগি এবং মেকি সামাজিকতা!

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী ওয়াক্কাস

পারস্পরিক ভালোবাসা, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব, প্রীতি, মায়া–মমতা, স্নেহ–আদর—এসব অনুসঙ্গকে সঙ্গী করেই মানবের পথচলা। অন্যান্য প্রাণী জন্মের পরপরই দাঁড়াতে পারে, যা মানবকুলের জন্য আলবৎ অসম্ভব। মানুষ একা চলতে পারে না। সাহচর্য, সঙ্গী, সামাজিকীকরণ, সম্পর্ক—এসব প্রপঞ্চ পূর্ণতার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে জ্বালানি যোগায়।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ সঙ্গপ্রিয় এবং যুথবদ্ধভাবে বেঁচে থাকার মাঝেই শান্তি, স্বস্তি ও উৎকর্ষতার বিকাশ ঘটায়। এ এক বিস্ময়কর ভাবনা। এরিস্টটলের পর্যবেক্ষণেও ফুটে উঠেছে মানুষ সামাজিক জীব। যে মানুষ সমাজে বসবাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা। মানবকুলের ষোলকলা পূর্ণ হয় মূলত তার সামাজিক মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার মাঝেই।

সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগে এখানটায় কোথায় যেন শূন্যতা। মানুষ মানুষের জন্য—এ যেন কাব্যের স্তুতি, বাস্তবে কেন যেন এর অনুপস্থিতি। অসামাজিকতা, স্বার্থপরতা, অহমিকাবোধ এবং আমিত্বচর্চার আধিক্য কেন? মানুষ কি তাহলে পশু হয়ে যাচ্ছে? অন্তর্মুখিতা যেন নিত্যকার অনুসঙ্গ। বিশ্বনাগরিকত্ব কি এসবে রসদ যোগাচ্ছে? কেন যেন মায়া–মমতা, সমবেদনা, সমানুভূতি ও চাপ–মনোভাব এসবে চিড় ধরছে।

ইট–পাথরের এ সমাজে চাকচিক্য, ভোগ–বিলাস, উপভোগের মাঝেই কি কেবল সার্থকতা? পরার্থপরতা, পরোপকার এবং সামাজিকতাকে অস্বীকার করে কি আগামীতে মানবিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক জীব হিসেবে পরিচয় দেওয়ার সুযোগ থাকবে? শহুরে জীবনে এসবের অস্থিরতা যেন আরও বেশি ঘনীভূত। বাড়ি–গাড়ি, সামাজিক মর্যাদা—এসব কি পারবে সুখ ও প্রশান্তি দিতে? কোথায় যেন আকুতি রয়ে যায়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, ডিজিটালাইজেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে মানুষকে কেন অসামাজিক হতে হচ্ছে? অথচ পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাঝেই সুখের ফল্গুধারা। তারপরও কেন এমন হচ্ছে? ভেবে কি দেখেছি? আমরা কি সহীহ পথে আছি, নাকি উল্টো রথে হাঁটছি? মানুষ–মানুষে মেলামেশাই বেঁচে থাকার প্রাণ। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেছেন, অনুভূতি হলো মানুষের হৃদয় সম্পর্কের মাধ্যমে প্রাণ পায়। যে নিজেকে পৃথক করে, তার আত্মা ধীরে ধীরে মরে যায়।

শহুরে জিন্দেগিতে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। আভিজাত্য, সামাজিক মর্যাদার দম্ভ যেন মানুষকে পা মাটিতে ফেলতে দেয় না। কেন এমন হবে? জর্জ সিমেল বলেছেন, শহরের প্রতিটি সম্পর্কের নিচে লুকিয়ে থাকে লাভ–ক্ষতির হিসাব। শহরের নাগরিকরা যেন লাভ–ক্ষতির হিসাব না কষে এক পা-ও ফেলতে নারাজ। এসবে কি মনের ক্ষত শুকাবে?

শহুরে মানুষের মাঝে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা বিকশিত হওয়ার পেছনে নানা উপকরণ ও মশলাদি ক্রিয়াশীল। মানুষ ভোগের মাঝেই সুখ খোঁজে। বরং ত্যাগে যে সুখ আছে, এ বক্তব্যটুকু বেমালুম ভুলে গেছে। আর প্রজন্মের মাঝে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব জাগ্রত করণে অভিভাবক সমাজ সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। সবকিছুতেই আমার এ অধিকারটুকুই যেন বড় হয়ে দেখা দেয়। সহমর্মী মনোভাবের দারুণ অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। প্রজন্মকে এসব দীক্ষা দিয়ে পাছে কি ভুল করছি না?

বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, খেলার সাথী—এসব যেন আজ ইতিহাস। কৃত্রিমতা নিত্যসঙ্গী। এসবের শেষ কোথায়? এখানটায় কনফুসিয়াসের অভিজ্ঞতাই অনুরণিত হয়—নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত মানুষ মহান হতে পারে না। মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে অন্যের সেবায়।

বাস্তবে চারপাশে কী দেখছি? ২০০৫ সালের ক্লোজআপ ওয়ান তারকা বাউলশিল্পী রিংকু আজ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, শিল্পী সমাজ, স্বজন–প্রতিবেশী ও ভক্তকুলের সাহচর্য, ভালোবাসা, সহানুভূতি–সমানুভূতি তার কপালে জুটছে না। এ কেমন নিয়তি? এ বিষয়ে চার্লি চ্যাপলিন যথার্থই বলেছেন—শহরে বন্ধু বলে কিছু নেই, ইহা কেবল পারস্পরিক সুবিধা সমিতি।

শহুরে জিন্দেগি ব্যস্ততায় ঠাসা। এখানে সহানুভূতির পরিবর্তে লোক দেখানো মনোভাবের প্রাধান্য বেশি। প্রযুক্তিনির্ভরতা এবং বিশ্বনাগরিকের কল্যাণে মানুষের অস্থিমজ্জায় কৃত্রিমতার আধিক্য বেড়েছে। সুখ–দুঃখে সাক্ষাৎ ও সমানুভূতির পরিবর্তে ক্ষুদে বার্তা, লাইক–কমেন্টসে উপস্থিতি জানানোই যেন দায়িত্ব পালন। এ কেমন বিকৃত মানসিকতা? মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে—ইহাই তো চিরন্তন সত্য। অথচ যুগের হাওয়ায় কী দেখছি?

নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে কি সত্যিই সুখ আছে? ভেবে কিনারা পাই না। শহুরের গতি ও যান্ত্রিক মনোভাব আবেগ ও সহানুভূতির পিঠে পেরেক ঠুকে দিচ্ছে। কৃত্রিমতা ও স্বার্থপরতা জেঁকে বসেছে। লাভ ও লোভের পেছনে ছুটছে সবাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন, শহরের গতি সম্পর্কের গভীরতা কেড়ে নেয়। এবং বাস্তবতা তাই দেখছি।

শহুরে জীবনে আত্মপরিচয়ের সংকট দৃশ্যমান। নানা বর্ণের, নানা অঞ্চলের মানুষের আবাস শহর। এখানে প্রথাগত ঐতিহ্যের বালাই নেই। সবাই বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। অতীতে পাপে ভরপুর থাকলেও লেবাস, দাম্ভিকতা, মাতব্বরি, শান–মান, গাড়ি–বাড়ির মালিক বনে যাওয়ায় আভিজাত্যের গন্ধ খোঁজা হয়। এ কেমন নেশা!

নিজের পাওনাটুকু বুঝে নেওয়ার মাঝেই সুখ খোঁজা হয়। মিলেমিশে ভাগাভাগি ও সাহচর্যের মাঝে যে অনাবিল সুখ রয়েছে, তা অনুভব করতে নারাজ। আমিত্ববোধ এখানে প্রবল। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাই হলো প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ। যে কেবল নিজের জন্য বাঁচে, প্রকৃত পক্ষে সে মৃত। দালাই লামাও বলেছেন, স্বার্থপরতা সীমিত সুখ দেয়, আর পরার্থপরতা অসীম আনন্দ দেয়।

শহুরে জীবনে সামাজিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ। এখানে আন্তরিকতার লেশ নেই। কে কত দামি ব্র্যান্ডের গাড়িতে চড়লেন, কার কত দামী শাড়ি–গহনা রয়েছে, কে কত দামী উপহার আনলেন—এসবই যেন আলোচনার বিষয়। অনুষ্ঠানে খেয়ে–দেয়ে, সেলফিবাজিতে ব্যস্ত থেকে সামাজিক মাধ্যমে জানান দেওয়াই জামানার সামাজিকতা। অথচ এর মধ্যে কৃত্রিমতার চর্চাই বেশি।

এসব সামাজিক সম্পর্ক অসুস্থতা, অসম প্রতিযোগিতা ও ব্যবধানের জন্ম দিচ্ছে। ফলে সামাজিক সম্পর্ক দিনকে দিন ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাতে সময় নেই। জাগতিক হিসাব–নিকাশই মুখ্য। বিপদে দাঁড়ানোর সময় নেই, এমনকি সহানুভূতি জানানোর ক্ষেত্রেও কৃপণতা। অথচ স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টির মাঝেই—রোগীর পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, পিপাসার্তকে পানি পান করানো—এসবের চর্চার মধ্য দিয়েই।

শহুরে মানুষ এসব ভুলে গেছে। ইট–পাথরের প্রভাবে সামান্য সৌজন্যতাবোধটুকুও অবশিষ্ট নেই। কেবল পেতে চায়, দেওয়ার মানসিকতা নেই। ব্লেসড হেনরি নিউম্যানও বলেছেন, A man who is selfish is never satisfied. এসব আজ গুরু–শিষ্য, বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়, কর্মপরিবেশ, খেলার মাঠ এমনকি বাজার–হাট সর্বত্র সংক্রমিত হচ্ছে। তাহলে সুখ আসবে কীভাবে?

শহুরে জিন্দেগি কৃত্রিমতায় ভরপুর। এখানে মেকি ভালোবাসার সম্যক দেখা মেলে। তবে ব্যতিক্রম নেই, তা বলা যাবে না—যদিও সংখ্যা নেহাত অল্প। ব্যস্ততা, সময়ের অভাব, প্রতিযোগিতা, বিশ্বায়নের প্রভাব—এসব প্রপঞ্চ সামাজিকতায় চিড় ধরাচ্ছে।

ডেসমন্ড মরিস যথার্থই বলেছেন, শহর কোনো কংক্রিটের জঙ্গল নয়, বরং মানব চিড়িয়াখানা, যেখানে সবাই নিয়ম আর কৃত্রিমতায় বন্দী। শহরের মানুষ নানা কারণে চাপে থাকে। জাগতিক সুখ ও মর্যাদার পেছনে ছুটতে গিয়ে অলক্ষ্যেই অসামাজিক হয়ে উঠছে। অথচ এসবে সুখ নেই।

সুখ খুঁজতে হবে সামাজিকতায়, পারস্পরিক সহযোগিতায়, ভালোবাসায়, পরার্থবাদিতা ও সেবায়। একাকিত্বে আনন্দ নেই—জগতের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মাঝেই প্রকৃত সার্থকতা। শহুরে জিন্দেগিতে মেকি সামাজিকতার পথ পরিহার করে অসাম্প্রদায়িকতা, আন্তরিকতা, সমানুভূতি, সহানুভূতি, পারস্পরিক আস্থা ও নৈকট্যের মধ্যেই সমাজে সামাজিক জীব হিসেবে টিকে থাকার রসদ খুঁজতে হবে। এসব চর্চার মাঝেই আলোকিত ও ভালোবাসার শহুরে জীবনের দেখা মিলবে।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

পাথর লুটের মহোৎসব : প্রকৃতির কফিনে শেষ পেরেক

শাহাবুদ্দিন শুভ

সিলেট এক সময় ছিল বাংলাদেশের প্রকৃতির স্বর্গভূমি। পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা স্বচ্ছ জলধারা, সবুজ বাগান আর সীমান্ত অঞ্চলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করত। শ্রীমঙ্গল, মাধবকুণ্ড, লালা খাল, জাফলং কিংবা ভোলাগঞ্জ—প্রতিটি স্থানই ছিল প্রকৃতির নিজ হাতে আঁকা এক অনন্য সৃষ্টি। স্কুল-কলেজ জীবনে যখন পর্যটন কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা, তখন বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা, ভ্রমণ ও স্মৃতিচারণের শেষ আশ্রয় ছিল এই স্থানগুলো। বিশেষ করে জাফলং অনেকের কাছে যেন প্রথম প্রেমের মতো।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ সেই সৌন্দর্য দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। অতিমাত্রায় পাথর উত্তোলন এবং অব্যবস্থাপনার কারণে জাফলং ও আশপাশের পর্যটনকেন্দ্রগুলো তাদের শ্রী হারিয়েছে। একসময় বারকি নৌকা দিয়ে ভেসে আসা পাথর সংগ্রহই ছিল স্থানীয়দের জীবিকার অংশ। কিন্তু যখন মেশিন ব্যবহার শুরু হলো, তখনই প্রকৃতির ওপর নেমে এলো ধ্বংসযজ্ঞ। এক্সক্যাভেটর দিয়ে পাহাড় খোঁড়া, বোমা মেশিন দিয়ে নদীর তলদেশ ভাঙা—এ যেন প্রকৃতিকে নির্মমভাবে হত্যা করার মতো।

২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর এই লুটপাট নতুন মাত্রা পেয়েছে। সিলেটের কোয়ারিগুলোতে দিনরাত প্রকাশ্যে চলছে পাথর উত্তোলনের মহোৎসব। গত এক বছরে এ মাত্রা বেড়েছে বহুগুণ। নদীর বুক চিরে, পাহাড় ভেঙে চলছে সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ। এতে শ্রমিক মারা যাচ্ছে, নদীর গতিপথ বদলে যাচ্ছে, কখনো বা পর্যটকরা চোরাবালিতে প্রাণ হারাচ্ছেন—তবু প্রশাসন নির্বিকার দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সবাই জানে ব্যবসায়ী ও স্থানীয় রাজনৈতিক সিন্ডিকেট এ খেলায় যুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হলো—প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরও এখন এ লুণ্ঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে নাটকীয় অভিযানের নামে কিছু পাথর উদ্ধার করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়, যেন জনগণকে দেখানোর জন্যই এ প্রদর্শনী। অথচ ভাঙা পাথর নদীতে ফেলে দিলে প্রকৃতি আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না, বরং নদীর প্রবাহে নতুন বিপদ ডেকে আনবে।

প্রশ্ন উঠেছে—রাষ্ট্রের ভূমিকা কোথায়? প্রশাসন যদি চুপচাপ থাকে, আদালতের রায় অমান্য হয়, পরিবেশবাদীদের আন্দোলন উপেক্ষিত হয়—তাহলে প্রকৃতি রক্ষা করবে কে? রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের নীরবতা ও প্রভাবশালীদের লোভ আজ গোটা সিলেটকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

চার বছর আগে আমি সাদা পাথরে গিয়েছিলাম দু'বার। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে সিলেটপিডিয়া-র জন্য একটি লেখা লিখেছিলাম, যা এখনও পাঠকরা পড়েন। পাংথুমাইয়ের ঝরনাও দেখেছি, যদিও তা বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে নয়, তবু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এসব জায়গায় দাঁড়িয়ে আজ মনে হয়—যে সৌন্দর্য একসময় মুগ্ধ করত, তা এখন ধ্বংসযজ্ঞের মুখে।

বাস্তবতা হলো—সিলেটের প্রায় প্রতিটি পর্যটনকেন্দ্রেই পাথর আছে, আর সেসব জায়গা থেকেই পাথর খেকোরা তাদের লুণ্ঠন চালাচ্ছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ ঠেকাতে না পারলে একদিন শুধু প্রকৃতিই নয়, গোটা দেশকেই এর খেসারত দিতে হবে।

তাই এখন সময় এসেছে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার-অবিলম্বে সব ধরনের মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। সিন্ডিকেটে জড়িত ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।

বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে স্থানীয়দের জন্য। পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়িয়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে।

প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়—ইতিহাস বারবার এ শিক্ষা দিয়েছে। সিলেটের পাহাড় ও নদীর এই অবাধ ধ্বংস একদিন গোটা দেশকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে। তাই রাষ্ট্রকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—সে কি প্রকৃতিকে রক্ষা করবে, নাকি ধ্বংসযজ্ঞের অংশ হয়ে থাকবে।

লেখক: ফ্রান্স প্রবাসী সাংবাদিক ও কলামিস্ট

সাফল্য আর মানবিকতায় সমৃদ্ধ এক মানুষ, আনোয়ার পাশা

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাদের সাফল্যের গল্পের সঙ্গে মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত জড়িয়ে থাকে। তারা শুধু নিজেদের উন্নতি নিয়েই ভাবেন না, বরং সমাজ ও মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যান। লন্ডনপ্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আনোয়ার পাশা মিলন ঠিক তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অর্জন, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ধর্মীয় ও মানবিক কর্মকাণ্ডে আন্তরিক অংশগ্রহণ—সব মিলিয়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

মিলন আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বনামধন্য উদ্যোক্তা। তিনি একাধারে বিওটি প্রাইম ইউনিভার্সিটি, সিভিসি ফাইন্যান্স পিএলসি, এক্সোটিকা অ্যাসেট হোল্ডিংস লিমিটেড এবং সেতারা গ্রুপের চেয়ারম্যান। পাশাপাশি দুবাইভিত্তিক ডেজার্ট সান প্রপার্টিজ এলএলসি–এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজিএমইএতে তিনি টানা ১৫ বছর বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা দেশের শিল্পখাতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যবসায়িক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি একাধিকবার সিআইপি মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। তার এই অর্জন পারিবারিকভাবেও ঐতিহ্যবাহী, কারণ তাঁর বাবা নিজেও ডিসিটির সিআইপি ছিলেন।

পরিবারই তার শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস। বড় ছেলে কানাডা থেকে পড়াশোনা শেষ করে গার্মেন্টস খাতে যুক্ত হয়েছেন এবং বর্তমানে বিজিএমইএর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কন্যা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন। এই প্রজন্মপরম্পরার অংশগ্রহণে মিলনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত।

শুধু ব্যবসা নয়, সমাজের প্রতিও তার দায়বদ্ধতা অসাধারণ। নিজস্ব অর্থায়নে তিনি কয়েকটি মাদ্রাসা ও এতিমখানা পরিচালনা করছেন, যেখানে অসহায় ও অনাথ শিশুদের আশ্রয় ও শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ উদ্যোগ প্রমাণ করে, মিলন কেবল একজন সফল উদ্যোক্তা নন, বরং মানবিকতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া একজন সমাজসেবক।

বন্ধুত্বে মিলনের আরেকটি উজ্জ্বল দিক প্রকাশ পায়। আমি, বাবু ও মিলন একসাথে বহু দেশ ভ্রমণ করেছি। প্রতিটি ভ্রমণই আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে। বিশেষ করে গত বছর আমরা এক সপ্তাহের জন্য থাইল্যান্ডে ঘুরতে গিয়েছিলাম। ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ, আড্ডা ও হাস্যরসে ভরপুর ছিল। আজও সেই স্মৃতিগুলো মনে করলে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও আমরা একসাথে আরও অনেক দেশে ঘুরতে চাই এবং বন্ধুত্বের সোনালি মুহূর্তগুলো ভাগাভাগি করতে চাই।

আজ আনোয়ার পাশা মিলনের জন্মদিন। ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রিয় বন্ধু মিলনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। তুমি শুধু একজন সফল ব্যবসায়ী বা সমাজসেবক নও, তুমি আমাদের বন্ধুদের কাছে আন্তরিকতা, উদারতা এবং সহযোগিতার প্রতীক। তোমার সহজ–সরল মেলামেশা, বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা এবং বড় মনের উদাহরণ আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে আছে।

তোমার জন্মদিনে আমার একটাই প্রার্থনা—আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা, দীর্ঘায়ু ও নিরন্তর সাফল্যে ভরিয়ে তুলুন। তোমার আগামী জীবন হোক আরও সমৃদ্ধ, আলোয় ভরপুর ও আনন্দময়।

ব্যবসায়ী হিসেবে মিলনের সাফল্য প্রশংসনীয় হলেও তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন মানবিক মানুষ। প্রবাসে থেকেও দেশ ও সমাজের জন্য তাঁর নিরন্তর অবদান সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ী। একইসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা ও মমতায় ভরা এই মানুষটিকে কাছে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের। মিলনের পথচলা হোক আরও সমৃদ্ধ, তার হাতে গড়ে উঠুক আরও অনেক স্বপ্ন, আর সমাজ–মানবতার সেবায় তিনি হয়ে উঠুন আলোকবর্তিকা—এই শুভকামনা রইল।

চবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা : জোবরাবাসীর শক্তির শেকড় কোথায়?

ইমরান ইমন

গতকাল মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর গেটে জোবরাবাসী কর্তৃক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সম্মিলিতভাবে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে, রাতে এক নারী শিক্ষার্থী একটু বিলম্ব করে তার ভাড়াবাসায় গেলে বাসার দারোয়ান তাকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করে। এ ঘটনা জানাজানি হলে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসেন দারোয়ানের বিচারের জন্য কিন্তু উল্টো জোবরাবাসী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা শুরু করে।

সবশেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ শতাধিক শিক্ষার্থীর হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। এবং স্থানীয়দের হামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার এত সময় পেরিয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তারা গভীররাতের সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন! এ সুযোগকে পুঁজি করে মূর্খ-বর্বর-উগ্র-ধর্মান্ধ জোবরাবাসী শিক্ষার্থীদের ওপর এতদিনের সব ক্ষোভ মিটিয়ে নিচ্ছে। বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন অলিগলিতে তাদের হামলার শিকার হচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের যেখানেই পাচ্ছে সেখানেই তারা নৃশংসভাবে পেটাচ্ছে।

তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার যেটি ‘নাপা সেন্টার’ নামে খ্যাত সেখানেও হামলার শিকার শিক্ষার্থীরা যথাযথ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না। জরুরি অক্সিজেন সরবরাহ সেখানে নেই, এমন অভিযোগ জানালেন হামলার শিকার শিক্ষার্থীরা। একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মেডিকেল সেন্টারে জীবনরক্ষাকারী অক্সিজেন সরবরাহ নেই, এর চাইতে ন্যাক্কারজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংকটে নেপথ্যে রয়েছে জোবরা সিন্ডিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট বছরেও এ সিন্ডিকেট কেউ ভাঙেনি ব্যক্তিগত লাভের হিসাবনিকাশ থেকে। চবি প্রশাসন কোনদিনও ‘জোবরা সিন্ডিকেট’ ভাঙবে না। কারণ, জোবরা সিন্ডিকেট ভাঙলে তারাও ভেঙে পড়েন। তাদের সব ব্যবসাবাণিজ্য আর ধান্দার সহযোগী এই জোবরা সিন্ডিকেট।

জোবরা সিন্ডিকেট এ কারণেই বেপরোয়া। তারা জানে তাদের শক্তির শেকড় কোথায়! তাই তারা নারী শিক্ষার্থীকে মারধর করতে দ্বিধা করে না, শিক্ষার্থীদের মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সম্মিলিতভাবে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না কিংবা শিক্ষার্থীদের বাসভবনের গেট ভেঙে ঢুকে তাদের ওপর হামলা চালাতে পিছপা হয় না। তাই গতরাতের ঘটনার ১২ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও তারা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে এবং এখনো তারা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারা জানে এসব করে তাদের কিছুই হবে না বরং তারা আরও শক্তিমান হয়ে ওঠবে। কারণ, তাদের পেছনে বড়ো শক্তি—তাদের প্রিয় অভিবাবকরা তাদের শেল্টার দিবেন।

‘প্রিয় অভিবাবকরা’ যেদিন থেকে এই মূর্খ-বর্বর-উগ্র-ধর্মান্ধ জোবরাবাসীর শেল্টার দেওয়া বন্ধ করবেন যেদিন থেকে ‘জোবরা সিন্ডিকেট’ ভাঙা যাবে সেদিন থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের হবে আর না হয় তা থেকে যুগ থেকে যুগান্তরে থেকে যাবে অন্ধকারময় জোবরা সিন্ডিকেটের দখলে।

একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায় অন্যায়ভাবে স্থানীয়দের দ্বারা হামলার শিকার হচ্ছেন, রক্তাক্ত হচ্ছেন, আর প্রশাসন নির্বিকার—এর চাইতে লজ্জাকর ব্যাপার আর কী হতে পারে! নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই—এটা কি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য?

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির একমাসের মাথায় প্রেস্টিজিয়াস ইংলিশ ডেইলি দ্য এশিয়ান এইজে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পাই। সাড়ে পাঁচ বছর ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা করার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভয়াবহ (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) পরিস্থিতি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে, বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সংযোগ হয়েছে। কিন্তু এবার যা দেখলাম তা আগে কখনো দেখিনি। আগের সেসব পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেভাবেই হোক তা নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

গতরাত থেকে যে ঠুনকো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আজকেও পুরো দিন গড়াল তা একান্তই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বহীনতা ও অযোগ্যতার কারণে হয়েছে। আর এর ফলাফল হলো, ১৫০০ শতাধিক শিক্ষার্থীর ওপর হামলা ও হতাহতের ঘটনা ও কিছু শিক্ষার্থীর আইসিইউতে জীবনমৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা। চট্টগ্রাম মেডিকেলে শত শত শিক্ষার্থীর শরীরে ব্যান্ডেজ। অথচ তারা এসেছিলেন বই, খাতা ও নোট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে। পার্থ ভিউ হাসপাতালে একজন শিক্ষার্থীর দৃশ্য দেখে বেশ মর্মাহত হয়েছি: আইসিইউতে তিনি জীবনমৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, ‘তার মাথার খুলির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তার বেঁচে ফেরাটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার হাতে।’ সবশেষ সংবাদ অনুযায়ী, তাকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

রাত থেকে দিনভর ঘটনা অব্যাহত থাকলেও কোনো ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের সহযোগিতা পাননি, তাদের বাঁচাতে আসেনি কেউ। তাদের আহাজারীতে বাংলাদেশ কেঁপে ওঠলেও এদেশের রাষ্ট্রনায়কদের হৃদয় কাঁপেনি! রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতেন তাহলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

অথচ সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যা বললেন, তাতে পুরো শিক্ষার্থীসমাজ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি ঘটনার জন্য কিংবা হতাহত শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো অনুশোচনা কিংবা সহানুভূতি প্রকাশ করেননি উল্টো শিক্ষার্থীদের দোষারোপ করেছেন, বানিয়েছেন মিসক্রিয়ান্ট।

তার বক্তব্যের আরেকটি ট্র্যাজেডিক পার্ট হলো: তিনি বলেছেন—তিনি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন এবং তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন যথাসময়ে সেনা ও পুলিশ পাঠানোর জন্য। অথচ ঘটনা পুরাটাই উল্টো। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ২০ মিনিট দূরত্বে ক্যান্টনমেন্ট, ৫ মিনিট দূরত্বে হাটহাজারী থানা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পেটের মধ্যেই পুলিশ ক্যাম্প, তবুও শিক্ষার্থীরা কোনো সহযোগিতা পাননি। যথাসময়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনী আসলে ১৫০০ শতাধিক শিক্ষার্থীর হতাহতের ঘটনা কেন ঘটলো! অন্যদিকে এর আগে দিনের বেলায় উপ-উপাচার্য সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন: ‘আমরা বারবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না।’ তাদের পারস্পরিক বক্তব্য কতটা বিপরীত!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যা হয়ে গেল তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। একটা পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অন্ধকারে রাতভর নির্বিচারে হামলার শিকার হয়েও দিনের আলোয় দিনভর হামলার শিকার হয়েছেন কিন্তু কোনো ধরনের সহযোগিতা পাননি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার কারণে যে এতগুলো শিক্ষার্থীর রক্ত ঝরলো, কারও হয়তো অঙ্গহানি হলো বা কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করলো—তারা কি শেষমেশ বিচার পাবেন?

ইমরান ইমন: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

বৃহস্পতিবার (Thursday), ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ

ড. মাহরুফ চৌধুরী

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় যে সংকটটি সবচেয়ে গভীর ও বিপজ্জনক রূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা হলো নৈতিক শিক্ষার অভাব। চারদিকে যত বিদ্যা, তত্ত্ব, তথ্য, ও কথাবার্তার সমারোহ দেখা যায়, তার ভেতর অন্ত:সারশূন্যতাই প্রকট। চায়ের দোকানের টঙ-আলাপ থেকে শুরু করে টেলিভিশনের টক-শো পর্যন্ত হাজারো কথিত ‘বুদ্ধিজীবী’ নানা বিশ্লেষণ ও পরামর্শে মাতিয়ে রাখলেও, তাদের নৈতিক দৃঢ়তা বা সমাজ-নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। এরা যেন পিছন থেকে পাহাড় ঠেলার চেষ্টায় ব্যস্ত, কিন্তু সামনে আলোর পথ দেখানোর সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণে। চারিদিকে উচ্চ ডিগ্রির সনদের ছড়াছড়ি। এই বাস্তবতা আমাদের সামনে এক মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরে: আমরা কি সত্যিই শিক্ষিত মানুষ হতে পেরেছি?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ‘শিক্ষা’ ধারণার পর্যালোচনা প্রয়োজন। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, একজন সৎ, দায়িত্বশীল ও মানবিক মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন অনেক বেশি জোরালো। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

জাপানী শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন, শিষ্টাচার, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুরা প্রাথমিক স্তরেই শেখে সহানুভূতি, পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্ববোধ, দলগত কাজ এবং সামাজিক সম্প্রীতির মূল্য। তাদের এই মানবিক ভিত্তির নির্মাণ প্রক্রিয়া আমাদের দেশের জন্য গভীরভাবে শিক্ষণীয়, বিশেষত যখন আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় একপ্রকার প্রাত্যহিক চিত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরেই শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার হাতেখড়ি হওয়া উচিত প্রতিটি শিশুর। এক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশ ও বিদ্যালয়-পরিবার সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার এক অনন্য দিক হলো শিশুদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা, যা শুরু হয় জীবনের একেবারে প্রারম্ভিক স্তর থেকেই। জাপানে শ্রদ্ধা কেবল সামাজিক শিষ্টাচার নয়, বরং শিক্ষার একটি অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ, যা শিক্ষার্থীদের আচরণে প্রাত্যহিকভাবে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহপাঠীদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ এসব শুধু পাঠ্যসূচির অংশ নয়, বরং জীবনের অপরিহার্য অনুশীলন হিসেবে আত্মস্থ করা হয়। বিশেষ করে, মেইজি যুগের পর থেকে জাপানে এই চর্চার ভিত গড়ে ওঠে কনফুসীয় নীতির ভিত্তিতে, যেখানে সামাজিক সাম্য, আনুগত্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হয়।

জাপানি স্কুলে শিশুরা নিজেরাই শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করে, টয়লেট ঝাড়ু দেয়, এমনকি খাবার পরিবেশনেও অংশ নেয়। এখানেই গড়ে ওঠে আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের শক্ত ভিত। ‘নিজের কাজ নিজে করা’ সেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, বরং মর্যাদার বিষয়, একটি সংস্কৃতিগত অবস্থান। এই ধরনের শিক্ষা প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের নাগরিক গুণ (ভার্চু) গঠনের তত্ত্বের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে মানবিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য ব্যক্তির অভ্যাস, অনুশীলন ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

জাপানে খাবারের সময়টিও শিক্ষার অংশ। একত্রে বসে খাওয়া, নিজের খাবার নিজে নেওয়া ও অন্যকে খাবার পরিবেশন করা, এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বন্ধন গড়ে তোলা এসবই শেখায় বিনয়, সমতা ও সামাজিক সংহতি। এই প্রক্রিয়ায় শিশুরা শিখে যে, প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা মানবিক সমাজের ভিত্তি। একজন পিছিয়ে পড়লে তাকে টেনে তোলা, অন্যের কষ্টে পাশে দাঁড়ানো, এবং সম্মিলিতভাবে সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়াই সেখানে ‘বন্ধুত্ব’ ও ‘মানবিকতা’র প্রকৃত অর্থ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা ও মানবিকতা কোনো পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ বিষয় নয়; বরং দৈনন্দিন জীবনে চর্চার মাধ্যমে এগুলো ব্যক্তি ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে পারে।

জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অনুকরণীয় দিকগুলোর একটি হলো নৈতিক শিক্ষাকে (মোরাল এডুকেশন) পাঠ্যক্রমের বাধ্যতামূলক অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। ‘ডোতোকু’ (নৈতিকতা বা নীতিশাস্ত্র) নামে পরিচিত এই পাঠ্যক্রমে শিশুদের নৈতিকতা ও মানবিকতার বিষয়গুলো শেখানো হয় গল্প, নাটক, জীবনের বাস্তব ঘটনা এবং দৃশ্য-চিত্রের মাধ্যমে। এর কারণ ডোতোকু একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যা জাপানি সংস্কৃতি এবং সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারণা প্রকাশ করে। প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে এর সংযোজনের উদ্দেশ্য নিছক আচরণগত সংশোধন নয়; বরং শিক্ষার্থীর মাঝে একটি সহানুভূতিশীল, দায়িত্ববান ও ন্যায়পরায়ণ মানবিক চরিত্র গঠন।

জাপানের এই শিক্ষানীতি ইমানুয়েল কান্টের নীতিবাদী দর্শনের সাথে মিল রয়েছে, যেখানে মানুষকে উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা হয়, উপায় হিসেবে নয়। শিশুকে শেখানো হয় সততা মানে শুধু মিথ্যা না বলা নয়, বরং আত্মমর্যাদা রক্ষা করে সত্যে অবিচল থাকা। সহানুভূতির মানে কেবল দয়া নয়, বরং অপরের অবস্থান বোঝার সক্ষমতা ও সক্রিয় সহায়তা। দায়িত্ববোধ মানে নির্ধারিত কাজ শেষ করা নয়, বরং সমাজ ও পৃথিবীর প্রতি এক অন্তর্নিহিত দায়বদ্ধতা অনুভব করা। এই পাঠ্যসূচিতে শিশুদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য হলো একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠা। তারা শেখে, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও মর্যাদা, চাকরি বা সম্পদের চেয়ে মূল্যবান হলো চরিত্র, আত্মসম্মানবোধ ও নৈতিক দৃঢ়তা। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাপানের সামাজিক কাঠামোতে গভীরভাবে প্রোথিত, এবং এর ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে একটি দায়িত্বশীল, সহযোগিতামূলক ও মানবিক সমাজ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে যেখানে বর্তমানে নৈতিক মূল্যবোধের ঘটতি রয়েছে কিংবা সেটা শিক্ষায় ও আচরণে প্রায় অনুপস্থিত কিংবা শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেখানে জাপানের এই মডেল আমাদের জন্য একটি গাইডলাইন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, বরং পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র সবার সম্মিলিত উদ্যোগে নৈতিকতা ও মানবিকতা যদি প্রাত্যহিক শিক্ষায় একীভূত করে চর্চা করা হয়, তবে আমাদের সমাজেও জ্ঞানের পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের মাঝে উত্তম চরিত্রের জাগরণ ঘটানো সম্ভব।

ব্যক্তিগত পরিসরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধই হলো নৈতিক শিক্ষার পরিণত রূপ। জাপানি নৈতিক শিক্ষার এটি আরেকটি ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়কর দিক। শিশুদের জীবনের শুরুতেই শিখানো হয় ব্যক্তিগত পরিসরের (পারসোনাল বাউন্ডারিজ) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে। এটি শুধুমাত্র ভদ্রতা বা সামাজিক শিষ্টাচারের অংশ নয়, বরং নৈতিকতার একটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়। ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা বুঝে নেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি নিজস্ব পরিসর বা পরিমন্ডল আছে, যেটিকে সম্মান জানানো মানে তার মর্যাদাকে স্বীকার করা। তাদেরকে শেখানো হয় কাউকে তার পারিবারিক, আর্থিক, শারীরিক অবস্থা কিংবা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা অনুচিত। কারও ওজন, বয়স কিংবা শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কৌতূহল প্রদর্শন করা সেখানে শুধু অশোভন নয়, এটি সামাজিক সচেতনতার ঘাটতির লক্ষণ হিসেবেও বিবেচিত হয়। এই আচরণগত অনুশাসন মূলত সহানুভূতিশীল সংবেদনশীলতা; (এমপেথেটিক সেনসিভিলিটি) গঠনের মাধ্যমে শিশুদের ভিন্নতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করতে শেখানো হয়।

এই শিক্ষা ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর ‘ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও ক্ষমতার সম্পর্ক’ বিশ্লেষণের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফুকো দেখিয়েছেন যে, ক্ষমতার সূক্ষ্ম রূপগুলো কেবল রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তি পর্যায়েও কাজ করে। জাপানি শিশুদের শেখানো হয়, ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ না করাটাই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার উপায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সামাজিক পরিসরে প্রায়ই দেখা যায়, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিষয়ে অযাচিত কৌতূহল ও মন্তব্য সামাজিক অসৌজন্যতাকে উৎসাহ দেয়, যা অনেক সময় মানসিক অবক্ষয় ও বৈষম্যের জন্ম দেয়। জাপানের শিক্ষার সংস্কৃতি আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, সংবেদনশীলতা, সম্মান ও সহানুভূতির চর্চা কেবল আচরণের নয়, বরং নৈতিক উন্নয়নের পরিণত প্রকাশ।

অপরদিকে অন্যকে দৃঢ়তার সাথে না বলার অধিকার এবং পছন্দ ও অপছন্দ নিয়ে ব্যক্তিগত অভিরুচির সম্মানজনক চর্চাই জাপানী শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদাবোধের বিশেষ পাঠ। জাপানি নৈতিক শিক্ষার একটি মৌলিক দিক হলো শিশুদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় ‘না’ বলার অধিকার সবার আছে, এবং অন্যের সেই ‘না’ বলাকে শ্রদ্ধা করা অপরিহার্য। এটি কোনো বিদ্রোহী মানসিকতা নয়, বরং নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সীমারেখা বা পরিসর (পারসোনাল বাউন্ডারিজ) নির্ধারণ ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশের প্রাথমিক ধাপ।

জাপানি সমাজে একে অপমান নয়, বরং পারস্পরিক সম্মানের অংশ হিসেবে দেখা হয়। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা বুঝে যায় যে, মানবিক সম্পর্ক জোরজবরদস্তির নয়, পারস্পরিক সম্মতি ও বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা উচিত। ফলে জাপানে কারও ওপর নিজের মত, অনুভব বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি অনুপস্থিত। ‘আমি এটি করতে চাই না’ এই বাক্যটি সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয়ের চিহ্ন, যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্যাদাকে নিশ্চিত করে। শিশুরা সহজেই শিখে নেয় অন্যের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া, তার অভিপ্রায় শুনে নেওয়া এবং তার গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা; আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এগুলোই একটি সুস্থ ও ন্যায্য সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি। এই ধারণাটি মার্কিন দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘ব্যক্তিস্বাধীনতা’র তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মিল বলেছিলেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা এমন এক পরিসর, যা অন্যের ক্ষতি না করে তার নিজস্ব চেতনা, মত ও পছন্দকে অনুসরণ করার অধিকার দেয়। জাপানে নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুদের মনে সেই স্বতন্ত্র চেতনার বিকাশ ঘটানো হয়, এবং সমাজ তাদের তা চর্চা করার পরিবেশ দেয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার জাপানি উদাহরণ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজে প্রায়শই দেখা যায় সামাজিক রীতিনীতির নামে ব্যক্তি স্বাধীনতা দমন করা হয়, ভিন্নমতকে অগ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। অথচ একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাদর্শন, যা একদিকে শিশুকে শেখাবে নিজের মত প্রকাশের অধিকার, অন্যদিকে তাকে বুঝিয়ে দেবে অন্যের মতামত, স্বাধীনতা ও সীমারেখার প্রতিও সমান শ্রদ্ধাশীল থাকা নৈতিক দায়িত্ব। জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সামনে এই বার্তাই স্পষ্টভাবে হাজির করে যে, মানবিকতা ও নৈতিকতা কেবল ভদ্রতা বা আচরণের সৌজন্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি সম্মান, সামাজিক ন্যায়বোধ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের এক অবিচ্ছেদ্য সমন্বয়। তাই বাংলাদেশে যদি আমরা আগামী প্রজন্মকে সত্যিকার অর্থে মানবিক, নৈতিক ও গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, তবে জাপানের এই মডেল থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের জন্য একান্ত জরুরি। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরিবার ও সমাজকে তার বাস্তব প্রয়োগে অংশীদার করা এবং ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষার উপর জোর দেওয়াই পারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাসংস্কার ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তনের সূচনা করতে।

ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি,
ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।
Email: mahruf@ymail.com

ইংরেজি ভাষায় জোর, জাপানিতে কেন নয়

রাজিউল হাসান

সাম্প্রতিক একটি সংবাদ দিয়ে শুরু করছি। জাপানে ২০২৪ সালে যত মানুষ জন্মেছে, তার চেয়ে ৯ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর অর্থ, দ্রুত কমছে জাপানের জনসংখ্যা। এটি যে কেবল ২০২৪ সালেই ঘটেছে, তা কিন্তু নয়। ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছরই দেশটির জনসংখ্যা ছোট হচ্ছে। বিষয়টি জাপানের জন্য অবশ্যই উদ্বেগের, আসন্ন সংকটের পূর্বাভাস। তবে সংকট কারও কারও জন্য সুযোগও সৃষ্টি করে। যেমনটা জাপানের আসন্ন সংকট বাংলাদেশের জন্য সুযোগের পূর্বাভাস দিচ্ছে।

কীভাবে? পরে ব্যাখ্যা করছি। তার আগে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে দেশে-বিদেশে দাপ্তরিক কাজে, মনোভাব বিনিময়ে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হওয়ার বিকল্প নেই। এই গুরুত্ব অনুধাবন করেই আধুনিক যুগের অভিভাবকেরা সন্তানের পড়ালেখার শুরুতে ইংরেজি শিক্ষায় জোর দেন। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপট বলছে, মাতৃভাষার পাশাপাশি কেবল ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হওয়াই যথেষ্ট নয়। কর্মজীবনে প্রবেশের সময় কিংবা উচ্চশিক্ষার দোরগোড়ায় পৌঁছে অনেক তরুণ অনুধাবন করেন, ইংরেজির পাশাপাশি যদি স্প্যানিশ, জার্মানের মতো আরও একটি ভাষা জানা থাকে, তাহলে সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

শুধু জার্মান, স্প্যানিশ কিংবা ফ্রেঞ্চ নয়, দিনে দিনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ম্যান্ডারিন ও জাপানি ভাষাও। বিশেষ করে জাপানে থিতু হতে চাইলে তো জাপানি ভাষা শিখতেই হবে।

আমাদের অর্থনীতি প্রবাসী আয়নির্ভর। যদিও পোশাক খাত থেকে বড় একটি রপ্তানি আয় আসে। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে পোশাক খাত কত দিন টেকসইভাবে আমাদের অর্থনীতিতে ডলারের জোগান দিয়ে যেতে পারবে, তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। এদিকে বৈদেশিক আয় বাড়াতে আমাদের আর কোনো খাত আজ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে পোশাক খাতের বাইরে বৈদেশিক আয়ের একমাত্র টেকসই পথ প্রবাসী আয়। কাজেই নতুন খাত সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আমাদের প্রবাসী আয় আরও বাড়ানোর দিকে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএনের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, জাপানের জনসংখ্যা অনেক বছর ধরেই কমছে। সম্প্রতি হ্রাসের হার আরও বেড়েছে। শুধু ২০২৪ সালেই জাপানে জনসংখ্যা কমেছে ৯ লাখের বেশি। দেশটির ইতিহাসে বার্ষিক জনসংখ্যা হ্রাসের হিসাবে ২০২৪ সাল এখন শীর্ষে। গত ৬ আগস্ট জাপানের মিনিস্ট্রি অব ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনস এ তথ্য প্রকাশ করে জানায়, দেশটির জনসংখ্যা কমে এখন ১২ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

জাপানের সরকারি তথ্য বলছে, নানা কারণেই ২০০৯ সাল থেকে জাপানের জনসংখ্যা কমছে। এর মধ্যে শহুরে উচ্চ ব্যয়বহুল জীবন, সন্তান নিতে তরুণদের মধ্যে অনীহাসহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ফলে কমছে শ্রমশক্তিও। সরকার যদিও জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা ঠেকাতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এ ছাড়া দেশটিতে প্রবীণ

জনগোষ্ঠীর হারও দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান জনসংখ্যার ৩০ শতাংশই প্রবীণ। অর্থাৎ জাপানের ১২ কোটি মানুষের প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখই প্রবীণ।

অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) তথ্যমতে, জাপানে এখন ১৫ বছর থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আকার মোট জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ। অর্থাৎ এই বয়সী মানুষের সংখ্যা দেশটিতে ৭ কোটির কিছু বেশি।

যেভাবে জাপানে জনসংখ্যা কমছে, তাতে আগামী বছরগুলোয় দেশটিতে শ্রমশক্তি আরও কমবে। তাদের

তাকাতে হবে অন্য রাষ্ট্রের কর্মীর দিকে। কর্মক্ষেত্রে বিশাল শূন্যতা আর শক্তিশালী অর্থনীতি বিবেচনায় এরই মধ্যে জাপানে বিদেশি অভিবাসীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। দেশটির সরকারি তথ্যমতে, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি নাগাদ সেখানে বিদেশি অভিবাসীর সংখ্যা বেড়ে ৩৬ লাখে ঠেকেছে।

যদিও জাপানের মোট জনসংখ্যার তুলনায় অভিবাসীর হার এখনো ৩ শতাংশের কম।

ঠিক এই বিষয়টিই সুযোগ হিসেবে নিতে পারে বাংলাদেশ। জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কাজেই সরকার চাইলে আগামী ২০ বছরের লক্ষ্য নিয়ে আজকের শিশুদের ইংরেজির পাশাপাশি জাপানি ভাষায় দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে। পাশাপাশি তরুণদের জন্যও জাপানি ভাষা শিক্ষা এবং জাপানের শ্রমবাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। জাপানের সরকার কিন্তু বসে নেই। তারা ২০২৩ সালেই হিসাবনিকাশ সেরে ফেলেছে যে ২০৭০ সাল নাগাদ তাদের জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ কমে যাবে। এরপর জনসংখ্যা হ্রাসের হার কিছুটা কমবে, কারণ তত দিনে বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা জাপান ভরিয়ে তুলবে।

জাপান সরকার আসন্ন সংকটের কথা ভেবে যদি আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ কেন সুযোগের পূর্বাভাস পেয়ে বসে থাকবে? সরকার বসে থাকলেও সচেতন অভিভাবকের উচিত, তাঁর সন্তানকে জাপানি ভাষায় দক্ষ করে তোলা। জাপান হলো বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতি (যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতির আকার এখন জাপানের চেয়ে বড়। সে হিসাবে জাপান পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি)। কাজেই ইউরোপ-আমেরিকা কিংবা কাছের মালয়েশিয়ার পাশাপাশি জাপানের শ্রমবাজারের জন্যও সন্তানদের প্রস্তুত করতে পারলে মন্দ কিছু হবে না।

শুধু জাপান নয়, জনসংখ্যা কমছে দক্ষিণ কোরিয়াতেও। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির একটি প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, জনসংখ্যা হ্রাসের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীতেও। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, গত ৬ বছরে সামরিক বাহিনীতে সদস্যসংখ্যা ২০ শতাংশ কমে বর্তমানে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এর প্রধান কারণ, দেশের জন্মহার হ্রাস। কয়েক বছর ধরেই দেশটিতে জন্মহার কমছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় এখন প্রতি এক নারীর বিপরীতে শিশু জন্মের হার শূন্য দশমিক ৭৫, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে ৫ কোটি মানুষের দেশটির জনসংখ্যা ৬০ বছরের মধ্যে অর্ধেক হয়ে যাবে।

জনসংখ্যা হ্রাসের প্রভাব যে কেবল দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীতে পড়েছে, তা কিন্তু নয়। এর প্রভাব পড়ছে দেশটির শ্রমবাজারেও। জাপানের মতো দক্ষিণ কোরিয়ার এই সংকটকেও সুযোগ হিসেবে নিতে পারে বাংলাদেশ।

তবে কেবল জাপানি কিংবা কোরিয়ান ভাষা শিখেই কিন্তু এই দুই অর্থনীতির সুবিধা নেওয়া যাবে না। সুবিধা পেতে হলে আজকের শিশুকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। কী হতে পারে সেই দক্ষতা? যেকোনো কিছু। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতির এই যুগে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখা হতে পারে দক্ষতা সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপ। অনেকে বলতে পারেন, চ্যাটজিপিটি কিংবা জেমিনাই-এর মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলো তো এখন উপযুক্ত প্রম্পট লিখতে পারলে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামিং কোড লিখে দিতে পারছে, তারপরও কেন প্রোগ্রামিং শিখতে হবে? এটি নিয়ে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এই লেখার উদ্দেশ্য জাপানি কিংবা কোরিয়ান ভাষায় সন্তানকে দক্ষ করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা। মনে রাখতে হবে, জাপান কিংবা দক্ষিণ কোরিয়া প্রযুক্তিনির্ভর শ্রমবাজার। কাজেই কেবল ভাষা জানলেই এমন শ্রমবাজারে প্রবেশ কঠিন। সেই কঠিনকে সহজ করতে বাড়াতে হবে দক্ষতা। আর সেই দক্ষতা সৃষ্টির প্রস্তুতি শুরু হওয়া উচিত শৈশবেই।

লেখক: সাংবাদিক

সুদূরিকা

মিতা হোসেন

যাক, অবশেষে সিট খুঁজে পাওয়া গেল! ফ্লাইটের এই ঝক্কিটা এখন রিয়া একদমই নিতে পারে না। যদিও প্লেনে উঠে খুব বেশি দূর আসতে হয়নি ওর। ওই শুধু হাঁটুতে ব্যথার জন্য হাঁটতে কষ্ট, এই যা...! সব সময়ই সঙ্গে রাশেদ থাকে, অথবা অন্য কেউ। একা সে লম্বা কোনো সফরে যায়নি। রাশেদই দেয়নি। এবার দেশে যেতে হলো একটি কাজ নিয়ে। ব্যস্ততার জন্য রাশেদ যেতে পারেনি।

সিটটি খুঁজে পেয়েই আবারও একটু বিক্ষিপ্ত হলো ওর মন। দুজনার সিট, ওর ভাগে পড়েছে আইলের দিকেরটা। কেন রে বাবা, জানালার দিকের সিটটা পেলে কি হতো? কে না কে বসবে ওখানে। আর যতবার সেই যাত্রী উঠে বাথরুমে যাবে, রিয়াকেও সেই সঙ্গে উঠতে হবে। বিরক্তির এক শেষ! দেখা যাক কে আসে ওই সিটে, রিকোয়েস্ট করে দেখবে রিয়া, যদি জানালার পাশে বসতে পারে!

তিনটি মাস কিভাবে চলে গেল! বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়দের ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগছিল। প্রায় দশ বছর পরে ও দেশে গেল এবার। ওর বাবা–মা অনেক আগেই ওপারে চলে গেছেন। ভাই–বোনও সবাই দেশের বাইরে। তাই আগে দেশে যাওয়ার জন্য মন যেমন আকুলি–বিকুলি করত, এখন আর সেই অনুভূতি কাজ করে না। কারণ, ঐ তো, দেশে তো ওর পরিবারের কেউ নেই এখন। এবার গিয়ে ফুপাতো বোনের বাসায় ছিল। ভালো লেগেছে! ওখানে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও দেখা করে গেছে ওর সঙ্গে। আবার কবে দেশে যাওয়া হবে, কিংবা আদৌ যাওয়া হবে কি না আর, জানে না রিয়া। দেশে যাওয়াটা এখন বিরাট এক ঝামেলা মনে হয় ওর। বিশেষ করে একদম একা...। এখন বয়স হয়েছে, আগের মতো তরুণী তো আর নয় সে; তাই সব কাজই ঝামেলা মনে হয়।

হাতের ক্যারি–অনটা উপরের লাগেজ কম্পার্টমেন্টে রাখার চেষ্টা করছে। এমন সময় পেছন থেকে একজন বলে উঠল, 'লেট মি হেল্প ইউ'...এই কথা বলে এক টান দিয়ে রিয়ার ক্যারি–অনটা লাগেজ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল। পেছনে ঘুরে ধন্যবাদ জানাল রিয়া তাকে। একজন ভদ্রলোক, মধ্যবয়সের হবেন। যাক গে, লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিয়া বসতে গেল নিজের সিটে। লোকটি আবারও বলে উঠল, 'আপনি চাইলে উইন্ডো সিটে বসতে পারেন, আমি এখানে বসি। আমি জানি মেয়েরা উইন্ডো সিট পছন্দ করে, মেঘের সঙ্গে মিতালি করতে পছন্দ করে!'

এ তো দেখছি মেঘ না চাইতেই জল! রিয়া ভাবল। তাহলে এই লোকই ওর সহযাত্রী। মনে মনে কিছুটা আমোদিত হলো ও। তবু ভদ্রতার খাতিরে এবং কণ্ঠে কিছুটা কৌতূহল নিয়ে রিয়া পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি শিওর, আমি এখানে বসব?' লোকটি বলল, 'শিওর হয়েই তো বললাম। না বসতে চাইলে অসুবিধা নেই। তবে আমার একটু স্টাফি লাগবে, এই যা! উইন্ডো সিট আসলে মেয়েদের জন্যই, হা হা।'

খুব খুশি হয়েই রিয়া উইন্ডো সিটে গিয়ে বসল। লোকটি তার হাতের বড় ব্যাগটি লাগেজ কম্পার্টমেন্টে রেখে রিয়ার পাশে বসল, আইলের ধারের সিটে। সিটবেল্ট বাঁধল, তারপর রিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আমি সৈকত, আপনি?' রিয়া এবার আবারও একটু বিরক্ত বোধ করল। খুচরা আলাপ রিয়া খুব একটা পছন্দ করে না। তার ওপর কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তো নয়ই। তাও আবার অপরিচিত কেউ যদি হয়! কিন্তু লোকটি তার এমন উপকার করেছে, তাই অভদ্রতাও করতে পারল না। ও বলল, 'আমি নিলুফার আহমেদ।'

সৈকত বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি নিউইয়র্কে থাকি। ঢাকা এসেছিলাম, এখন ফিরে যাচ্ছি।' সবটুকুই বলল রিয়া যাতে আর কোনো প্রশ্ন না আসে। কিন্তু ও জিজ্ঞেস করল না সৈকত কোথায় যাচ্ছে। সৈকতও কিছু বলল না আর।

একসময় প্লেন টেক–অফ করল। আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে প্লেন। এই সময়টা অনেকে ভয় পায়, তবে রিয়ার খুব ভালো লাগে। মনে হয় আকাশের একদম কাছাকাছি চলে যাওয়া। কী ভীষণ একটা থ্রিলিং অনুভূতি! সৈকত তো ঠিকই বলেছেন, মেঘের কাছাকাছি থাকতে মেয়েরা ভালোবাসে!

অন্যমনস্কভাবেই সৈকতের দিকে তাকাল রিয়া, আর তখনই ওর চোখ গেল সৈকতের বাঁ হাতের দিকে, যেখানে ট্যাটু করে ইংরেজিতে লেখা 'Riya'। লেখাটা পুরোনো বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট! খুব অবাক হলো ও। বার কয়েক নামটি দেখল, তারপর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'ওটা কার নাম?' সৈকত ওর হাতের দিকে তাকাল। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে রিয়া নামটার উপরে বার কয়েক হাত বুলাল, তারপর বলল, 'এটা একটা স্মৃতির নাম, একটা ভালোবাসার নাম।'

হঠাৎ করেই যেন রিয়ার মাথায় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি লাগল। হার্টবিট মিস করল যেন ও। ঝট করে সৈকত নামটিও মনে পড়ল ওর। স্মৃতির অতলে তো নামটি মুছে গিয়েছিল সেই কবেই। খুব ইচ্ছে করছে সৈকতের মুখের দিকে তাকাতে, কিন্তু দেখতে ভালো দেখায় না, তাই নিজেকে নিবৃত্ত করল ও।

রিয়া তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। বাসা বদল করে নতুন পাড়ায় এসেছে ওরা। ভালোই চলছিল সব। হঠাৎ একদিন খেয়াল করল, কে যেন ওকে অনুসরণ করে। স্কুলে যাওয়ার সময়, আসবার সময় বেশ একটু দূরত্ব রেখে একটি ছেলে ওর পেছন পেছন আসে। বাসার সামনে সেই ছেলেটি সারাক্ষণ বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয়। ও গানের স্কুলে যায়, সেখানেও ছেলেটি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় বুঝতে পারল, ছেলেটি রিয়াদের পাশের বাসায় থাকে। তবে ওই বাসায় যাওয়ার পথ আরো বেশ কয়েকটি বাড়ি পেরিয়ে ঘুরে অন্য দিক দিয়ে। দুই বাড়ির মাঝে দেয়াল। তাই রিয়াদের পরিবারের সঙ্গে কোনো যাওয়া–আসা ছিল না ওদের পরিবারের।

রিয়া যখনই বারান্দায় যায়, পাশের বাসার বারান্দায়ও ছেলেটিকে দেখা যায়। রাতের বেলায় বারান্দায় গেলে পাশের বাসার ছাদে ছোট একটু আলো জ্বলে ওঠে। বোঝা যায়, অন্ধকারেও কেউ একজন রিয়ার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। আসলে ওই বয়সটাই বোধহয় এমন। এমনি এমনি ভালো লাগা তৈরি হয় কারো জন্য। আগে কখনো রিয়ার এমন কোনো অনুভূতি না এলেও, এখন এই অনুসরণকারীর কল্যাণে রিয়ার ভেতরেও কিছু একটা হতে থাকল। রিয়া জানে না, একে কি বলে! ভয়ের আর সাবধানতার একটি মিশ্র অনুভূতি ওকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে, সাথে কি একটু ভালো লাগাও? হয়তোবা! আজকাল রিয়ারও বারান্দায় সময় কাটাতে যেন ভালো লাগে! কিন্তু আবার কেউ একজন ওকে দেখছে—এই অনুভূতিও অস্বস্তি এনে দেয়! কী করবে রিয়া, কিছুই বুঝতে পারে না।

একদিন রিয়া বারান্দায় গেলে ওর পায়ের কাছে কি যেন একটা পড়ল। রিয়া দেখে, ভাঁজ করা একটি কাগজের দলা। রিয়া চট করে ওটা উঠিয়ে নিয়েই সোজা বাথরুমে! কাগজের দলা খুলে দেখে একটি চিঠি, আর সেই চিঠি পড়ে রিয়ার বুকে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে যায়! ভালবাসি... তোমাকে ভালবাসি—এই কথাগুলো কত ভাবেই না লিখেছিল সেই পাশের বাড়ির ছেলেটি। সেই সাথে তার হাতে আঁকা কয়েকটি ছবি। কিশোরী রিয়া ওই চিঠি নিয়ে কি করবে বা করা উচিত, তা ভেবে পেল না। তারপর বইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে রেখে দিল চিঠিটি। রিয়ার নতুন একটা আতঙ্ক শুরু হলো—যদি এই চিঠি অন্য কারো হাতে পড়ে? বাবা? অথবা মা?

এর পর থেকে এভাবেই চলতে থাকল। রিয়াকে বারান্দায় একা দেখলেই একটা চিঠি উড়ে চলে আসত, ঠিক রিয়ার পায়ের কাছে পড়ত। আর রিয়া সেটা উঠিয়ে নিয়ে বাথরুম। ক্রমে রিয়ার খুব ভালো লাগতে থাকল ওই চিঠিগুলো। 'ভালবাসি' এই কথাটি কত কত ভাবে বলা যায়, তার সবই বোধহয় সেই চিঠিগুলোতে সাজিয়ে লেখা থাকত। তবে কোনোদিন কোনো উত্তর লেখেনি রিয়া। সেই সাহসই তার ছিল না। বরং পড়া হয়ে গেলে, মায়ের হাতে দিয়ে দিত সেই চিঠি। হ্যাঁ, একদিন মা–কে বলেছিল এই উড়ে আসা চিঠিগুলোর কথা। সাবধানতার জন্যই বলেছিল, যাতে মা অথবা বাবার হাতে কখনো এসব চিঠি পড়লে, তারা যেন বুঝতে পারেন। সব শুনে মা বলেছিলেন, 'চিঠি লেখার বয়স তোমার এখনো হয়নি। আবার পেলে আমাকে দিয়ে দিও।' সেই অনুযায়ী ও মাকে সব চিঠি দিয়ে দিত। মায়ের হাতে চিঠিগুলো দিলেও চিঠির কথাগুলো অনুরণন করত ওর মনে দিনের পর দিন। রিয়ার কি যে ভালো লাগত ঐ চিঠিগুলো পড়তে!

তারপর একদিন একটা ফোন এল। কিভাবে যেন সৈকত ওদের ফোন নম্বর জোগাড় করেছিল। রিয়াকে ফোন করতে থাকল। অন্য কেউ ধরলে ফোন রেখে দিত। কিন্তু রিয়া ধরলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে করে বলত, 'কেমন আছ?' ঐ পর্যন্তই! রিয়া অবাক হয়ে ভাবত, সৈকত কি করে বুঝতে পারে রিয়া ফোনটা ধরেছে? সৈকত নিজেও তখন ১৮–১৯ বছরের একটি ছেলে। সাহস তারও তেমন একটা নেই। শুধু রিয়াকে অনুসরণ করা, চিঠি লেখা আর মাঝে মাঝে ফোন—এটুকুই ছিল তার প্রেমের সম্বল!

আর রিয়ার তো তাও না। ও কি বলবে, কি করবে, এসব ভেবেই ওর দিন চলে যেত! মা শক্তভাবে বলে দিয়েছিলেন, এখন এসবের সময় নয়—ওটাই ও মেনে নিয়েছিল। ছোট খালাও একদিন বললেন, এই বয়সে এরকম ভাললাগাটা খুব স্বাভাবিক। আরো অনেকে হয়তো এমনভাবে ভাললাগার কথা জানাবে, তবে এগুলোকে এখন গুরুত্ব দেওয়ার কোনো দরকার নেই। গোটা জীবন সামনে পড়ে আছে, এখন কাউকে ভালো লাগলেও পাঁচ বছর পর দৃশ্যপট বদলে যাবার সম্ভাবনা প্রবল! তাই এখন পড়াশোনার দিকে মন দেওয়াটাই সমীচীন। রিয়া সেটাই বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ভেতরের ভাল লাগাটাও তো নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারত না।

সৈকত কখনো ওকে আর কোনোভাবে বিরক্ত করেনি। তবে ওকে অনুসরণ করাও ছাড়েনি। চিঠিও লিখে চলছিল। ফোন করত। তবে রিয়াকে কালে–ভদ্রে হয়তো ফোনে পাওয়া যেত; কথা হত ওই পর্যন্তই—কেমন আছ? পড়াশোনা কেমন চলছে—ইত্যাদি।

রিয়া ভেবে পেত না সৈকত কেমন করে রিয়ার স্কুলে যাওয়ার সময়গুলো মনে রাখত, কেমন করে ফোনে রিয়ার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারত, কেমন করে ওর গানের স্কুলে যাওয়ার সময়ের হিসাব রাখত! রিয়ার স্কুলে আসা–যাওয়ার সময়, গানের স্কুলে আসা–যাওয়ার সময়—কোথাও না কোথাও সৈকতকে দেখা যেতই। রিয়া এখন এই প্লেনে সৈকতের পাশে বসে এসব চিন্তা করে মনে মনে হাসতে থাকল।

সৈকত আরো একটি কাজ করেছিল। তা হলো, রিয়ার এক মামা, যে ওদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করত, তার সাথে যোগাযোগ রাখা শুরু করল নিয়মিত। রিয়াকে ভাললাগার কথা সেই মামাকেও বলেছিল। কিন্তু মামা তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারবেন না, কারণ তার বোন–দুলাভাই পছন্দ করবেন না। বিশেষ করে যেখানে তিনি নিজেই ওদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছেন। আর রিয়া এখনো স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি।

একদিন সেই মামার কাছেই শুনতে পেল, সৈকত দেশ ছাড়ছে—বিদেশে চলে যাচ্ছে। রিয়ার একটু খারাপ লাগল খবরটা শুনে। ততদিনে রিয়া আরো একটু বড় হয়েছে; ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন ভালবাসা–বাসি ব্যাপারটি ওর কাছে আরো স্পষ্ট! চলে গেল সৈকত সেই পশ্চিম জার্মানির বন শহরে!

দিন কেটে যেতে লাগল। রিয়া তখন কলেজ শুরু করেছে। একদিন সেই মামার কাছে বন থেকে নীল খামে করে একটি চিঠি এলো। যে চিঠিতে সৈকত লিখেছিল, বন শহরে রাইন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সে রিয়ার কথা ভাবে। একদিন রিয়াকে ও নিজের করে পাবে! আরো লিখেছিল, ওখানে গিয়ে সে তার হাতে রিয়া নামটি খোদাই করিয়ে লিখিয়েছে। রিয়া তখন বুঝতে পারেনি বিষয়টি। নাম আবার কি করে খোদাই করে মানুষ নিজের হাতে? আজ প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পরে, সৈকতের পাশে বসে, নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারল সৈকত ওর হাতে ট্যাটু করেছিল ওর নাম—'Riya'।

ওর সেই মামা চিঠির কথা মা–কেও জানিয়েছিলেন। সেটাই ছিল সৈকতের ব্যাপারে রিয়ার শেষ জানা। তারপর আর কোনোদিন যোগাযোগ হয়নি, মামার সাথেও নয়। কারণ, ততদিনে ওরা বাসা বদল করে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত রিয়া একটি ছবি দেখত মনে মনে—একটি ছেলে, বিদেশে একটি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা ভাবছে! এটা ভেবে কখনো মন আন্দোলিত হয়ে উঠত; কখনো দু'চোখ জলে ভরে যেত! তারপর একসময় ওর অজান্তেই এই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসতে থাকল। জীবনের পরবর্তী দিনগুলোতে মাঝে মাঝে মনে পড়েছে সৈকতের কথা, কিন্তু অবাক হয়ে রিয়া খেয়াল করেছে, ওর শৈশবের সেই অনুভূতি আর কাজ করছে না। তাহলে কি ছোট খালাই ঠিক বলেছিলেন?

সেই সৈকত এখন তার পাশেই বসে আছে। কি আশ্চর্য! রিয়া ঠিক করল, ও পরিচয় দেবে না। কি দরকার? সৈকতও নিশ্চয়ই সব ভুলে গেছে! কিন্তু তাই বা কি করে হয়? কারণ, ও তো বললই যে নামটা একটা ভালবাসার নাম, একটা স্মৃতির নাম! রিয়া আর ভাবতে পারছে না। মাথাটা যেন ভারী লাগছে! জানালা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেল, ও জানে না।

ঘুম ভাঙল বিমানবালার ডাকে। সকাল হয়ে গিয়েছে, জানালা দিয়ে আলো আসছে। সৈকতকে দেখতে পেল না ও—হয়তো বাথরুমে। যাত্রীরা কেউ কেউ উঠে পায়চারি করছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বিমানবালা রিয়াকে হট টাওয়েল ধরিয়ে দিল। রিয়াও উঠে বাথরুমে গেল ফ্রেশ হতে। ফিরে এসে দেখে সৈকত দাঁড়িয়ে অন্য এক যাত্রীর সাথে কথা বলছে। রিয়াকে দেখে বলল, অপেক্ষা করছিলাম আপনার জন্যই। আপনি বসলে আমি বসব।

মুগ্ধ হলো রিয়া। সে বসে যেতে পারত, রিয়া এলে উঠে যেত—কিন্তু অপেক্ষা করছিল।

আর বেশিক্ষণ নেই অবতরণের। প্লেন হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে ঘণ্টা দু'এক এর মধ্যে। রিয়া নিউ ইয়র্কের কানেক্টিং ফ্লাইট ধরবে। সৈকত? জিজ্ঞেস তো করা হলো না ওকে। সে কি এখনো সেই জার্মানিতেই থাকে? নাকি অন্য কোনো দেশে? জানে না রিয়া। সৈকত নয়, রিয়া নিজের মনের সাথে কথা বলতে শুরু করল—

'সে কোথায় থাকে, কোথায় যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করব?'

'জিজ্ঞেস করে কি লাভ?'

'না, স্রেফ কৌতূহল থেকে।'

'তারপর?'

'তার আর কোনো পর নেই।'

'এই তো ভালো, কোনো পর নেই।'

'থাক, তাহলে জিজ্ঞেস না করি।'

হিথ্রোতে এলো বিমান। সৈকত আবারও রিয়ার ক্যারি–অন নামিয়ে দিল। রিয়া ধন্যবাদ জানাল। কেন যেন বুকে একটা চাপা কষ্ট হচ্ছে রিয়ার। সৈকতকে কি বলবে ওর পরিচয়? ও তো ওর ভাল নাম বলেছে সৈকতকে। সৈকত তো ওকে চিনতে পারেনি। 'রিয়া' নামটা বললে হয়তো চিনতে পারত, আগ্রহ দেখাত। সেই ছোটবেলার মতই একটা মিশ্র অনুভূতি খেলা করে যেতে থাকল ওর মনে। কৌতূহল আর অজস্র প্রশ্ন একে একে যেন এসে ভিড় করতে শুরু করল! ও কে, তা জানার পর সৈকতের প্রতিক্রিয়াটা কি হয়, তা দেখার একটা অদম্য ইচ্ছে ওকে পেয়ে বসল। কিছুক্ষণ আগে যে ঠিক করেছিল, পরিচয় দেবে না, তা ভুলে গেল। কথা বলবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে সৈকতের দিকে তাকাল ও, ঠিক তক্ষুনি সৈকতের ফোন বেজে উঠল। রিয়া আর কিছু বলতে পারল না। কিছুটা এগিয়ে গেল অন্য যাত্রীদের সাথে।

সৈকতের কথা রাশেদকে বলেছিল রিয়া। রাশেদ বিষয়টি পছন্দ করেনি। রিয়াকে কথা শুনাতেও ছাড়েনি। রিয়া রাশেদকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে, সৈকতের সাথে ওর কোনো সম্পর্ক হয়নি। তবুও বন্ধুর মত গল্পচ্ছলে রাশেদকে বলতে চেয়েছে রিয়া। কিন্তু রাশেদ কখনো ওর বন্ধু হয়ে ওঠেনি। বরং কটাক্ষ, খোঁচা দিয়ে কথা বলে ওর স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট করেছে দিনের পর দিন। আজ ৩০ বছর সে এভাবেই রাশেদের সাথে কাটিয়ে দিল—ঘরকন্না করে, রাশেদের মন যুগিয়ে, রাশেদের পরিবারের সবার মন যুগিয়ে। কিন্তু সম্ভব হয়নি তাদের মন যোগানো। রাশেদ, সেই রাশভারি রাশেদই রয়ে গেল! অথচ তার নিজের ভাই–বোনের সাথে, বাইরের মানুষের সাথে সে চমৎকার! হঠাৎই রিয়ার মনটা খুব খারাপ হয়ে এল। দু'চোখ জলে ভরে গেল। খুব সন্তর্পণে চোখের জল মুছে এগিয়ে গেল ও। সৈকতের সাথে জীবন হলে কেমন হতো—চকিতে এমন একটি ভাবনাও দোলা দিয়ে গেল ওর মনে। একবার পেছন ফিরে তাকাবে কি? এটাই হয়তো শেষ দেখা ওদের! ও তো কখনোই ভাবেনি, কোনোদিন সৈকতের সাথে আবার ওর দেখা হবে!

সৈকত ফোন ধরে বলে উঠল, 'হেই বেবি, জাস্ট ল্যান্ডেড। উইল বি হোম ইন অ্যান আওয়ার অর সো।'

সৈকতের স্ত্রী জুলিয়েন ওপাশ থেকে বলল, 'হাউ ওয়াজ ইয়োর ফ্লাইট?'

সৈকতঃ 'স্প্লেনডিড! ইউ উইল নেভার বিলিভ হু ওয়াজ মাই কো–প্যাসেঞ্জার।'

জুলিয়েনঃ 'হু, ডার্লিং?'

সৈকতঃ 'গেস হু।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর—

জুলিয়েনঃ 'ওহ মাই গড, আর ইউ সিরিয়াস?'

সৈকত নিশ্চুপ।

জুলিয়েনঃ 'ডিড সি রিকগনাইজ ইউ?'

সৈকতঃ 'আই অ্যাম নট শিওর! সি স্যাট রাইট নেক্সট টু মি দো!'

জুলিয়েনঃ 'ইউ ডিড নট টেল হার হু ইউ ওয়্যার?'

সৈকতঃ 'আই টোল্ড হার মাই নেম। সি স' দ্যাট ট্যাটু অন মাই আর্ম, আস্কড মি হুজ নেম ওয়াজ ইট, আই টোল্ড হার। থিঙ্ক সি কুড নট রিমেম্বার মি... ইট ওয়াজ জাস্ট ওয়ান–সাইডেড লাভ হানি, অ্যান্ড সো লং আগো!'

জুলিয়েনঃ 'হাউ ডিড ইউ নো ইট ওয়াজ হার?'

সৈকতঃ 'আই হেল্পড হার উইথ হার লাগেজ, দ্য মিনিট সি থ্যাংকড মি, আই রিকগনাইজড হার! আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট হার স্মাইল, হা হা।'

জুলিয়েনঃ 'ইয়েস, ইউ ডিড। হানি, আই অ্যাম রিকোয়েস্টিং ইউ, প্লিজ গো টেল হার হু ইউ আর, প্লিজ টক টু হার, প্লিজ প্লিজ!'

সৈকতঃ 'সি মুভড এহেড অফ মি, আই ডোন't সি হার নাও... আই থিঙ্ক আই লস্ট হার!'

জুলিয়েনঃ 'ওহ নো... অল দোজ ইয়ার্স... ইউ স্পোক অ্যাবাউট হার... অ্যান্ড আই স্টার্টেড টু এনভি হার... ওহ, আই অ্যাম সো হ্যাপি ফর ইউ। ফাইনালি ইউ গট টু সি হার আফটার এজেস! লাভ ইউ মাই লাভ... আই লাভ ইউ।'

সৈকতঃ 'আই লাভ ইউ টু সুইটহার্ট, সি ইউ সুন!'

ফোন রেখে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সৈকত দেখল, রিয়া দূরে দাঁড়িয়ে এদিকেই দেখছে। ওর মাথার উপরে সাইন 'নিউ ইয়র্ক'—পরের ফ্লাইট ধরার জন্য যে পথে এখন রিয়া এগিয়ে যাবে। চোখাচোখি হতে রিয়া হাসল, হাত তুলে সৈকতকে বিদায় জানাল। সৈকতও হাসল, হাত তুলল—হয়তো মনে মনে আরেকবার বলল, 'ভালবাসি'।

ফিরে চলল দু'জন দু'জনার গন্তব্যে। মাঝে রয়ে গেল এক অসম্পূর্ণ ভালবাসার গল্প!

হুমায়ূন কবীর ঢালীর 'রঙিন সকাল' ছেলেবেলার আলো-আঁধারির গল্প

শিশুসাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় লেখক হুমায়ূন কবীর ঢালী তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'রঙিন সকাল'-এ তুলে ধরেছেন শৈশবের রঙিন দিনগুলোর গল্প। ১৬০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লেখকের তিনটি পূর্বপ্রকাশিত রচনা 'লজিংবাড়ি', 'পিতাপুত্র' ও 'আলাভোলা ছেলেবেলা'। প্রথম দুটি উপন্যাস, শেষটি গল্পগ্রন্থ। প্রতিটি রচনায় লেখক অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর ছোটবেলার আনন্দ-বেদনা, কৌতুক, দুষ্টুমি, পড়ালেখার টানাপোড়েন ও গ্রামবাংলার জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

সহজ ভাষা ও সরল প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে লেখক যে গল্প বলেছেন, তাতে উঠে এসেছে এক সময়ের সমাজ, পারিবারিক কাঠামো ও শিশুমনের ভেতরের টানাপোড়েন। ছেলেবেলাকে কেন্দ্র করে লেখা হলেও, গ্রন্থটি কেবল শিশুদের জন্য নয়, বড়দের কাছেও সমানভাবে আবেগজড়িত ও হৃদয়ছোঁয়া। একজন পাঠক হিসেবে যে কেউ সহজেই নিজের শৈশবের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন এই লেখায়।

হুমায়ূন কবীর ঢালীর বই শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি গ্রীসের একটি স্কুলে তাঁর একটি বই পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়। ইউনিসেফ প্রদত্ত মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসহ বহু সম্মাননায় ভূষিত এই লেখক শিশুসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।

পাঠকের হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে যাওয়ার মতো এই বইটি প্রকাশ করেছে সম্প্রীতি প্রকাশ। 'রঙিন সকাল'-বইটির মুদ্রিত মূল্য চারশ টাকা।

অভিবাসী চিরদিন

আমিনুল ইসলাম

যে দেশের মাটিতে মিশে আছেন বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর,
আমি সে দেশের লোক,
চোখে খোদাইকৃত ভালোবাসার ভিসা।

হে ইমিগ্রেশন বিভাগ,
কী খুঁজো মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের বুকে!
জাতপ্রেমিক নিয়মের দাস হয় না!
হয় না কোনো ধ্বংসের বাহন।

তবু যদি নিয়মের কথা বলো, ঠিক আছে,
নিয়ম মেনেই এন্ট্রি সিল দাও, যেতে চাই দ্রুত।
তোমার পেছনে যে নদী—নাম পো,
তার পাড়ে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছেন
ভালোবাসার রাজকন্যা সোফিয়া,
হৃদয়ে তার রোমান যুগের গোলাপের ঘ্রাণ!

আরেকটি কথা, আমি কিন্তু মোটেও নতুন কোনো আগন্তুক নই।
আমি আসছি সেই তখন থেকেই,
যখন চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা 'মধুকর' এসে ভিড়ত
ভেনাসের ঘাটে, আর রোমান জাহাজগুলো
করতোয়ার ঘাটে গিয়ে
বোঝাই করত অগ্রগামী প্রভাতের আলো
এবং শরৎ শিশিরে ঈর্ষা জাগানো আব-ই রওয়ান।

পাখি

জামাল সৈয়দ

আজ খুব ভোরে
আমি তখনও ঘুমের ঘোরে
জানালার পাশে এসেছিল এক নীল রঙা পাখি
আমায় ডেকে প্রশ্ন করেছিল,
জলে ভরা কেন তোমার আঁখি?

বলেছিলাম একদিন সময় করে এসো
ঐ নদীটির বাঁকে
আকাশ যখন মেঘের রঙ আঁকে
শোনাবো জীবনের সব গল্প
যতটুকুই বা বাকি আছে অল্প...

জল দিয়েই তৈরি যে আঁখি
বল তার অশ্রু কোথায় লুকিয়ে রাখি?

যে আগুন নিভানো যায় না

আইনাল হক

আজ কোন আনন্দোৎসবে গা ভাসাবো না
আজ কোন মেকি প্রলোভনে নিজেকে জড়াবো না

সূর্য গ্রহণের দিনে উৎসব মানায় বলো?
উৎস ভুলে যাওয়া অথবা ভুলতে চেষ্টা করা অপরাধ,
আর যা হোক আগুন নিয়ে খেলা যায় না

আমাদের অন্ধত্বের সুযোগে চাঁদ আলো হারিয়েছে বলে
নিত্য যে মিথ্যাচার করো, যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরবে তখন?
আকাশের গায়ে কালিমা লেপন অসম্ভব,
সমুদ্রের বুকের গর্জন থামানো অসম্ভব

তদুপরি দুরভিসন্ধি সফল হলে ব্যর্থ হয় সকাল
তদুপরি দুরভিসন্ধি সফল হলে ব্যর্থ হয় ইতিহাস

স্তবক

নবী হোসেন নবী

প্রেমের উপন্যাস পড়েছি
পড়া হয়নি তবু
ভালোবাসার শেষ অধ্যায়।
যেখানে তাজমহলের ভেতর
শান্তিতে ঘুমায় নারী মমতাজ
বাহিরে মোগলরাজ
আলপনায় এঁকে দেয়
প্রমের কারুকাজ।

ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ে পদ্মপাতায়
মাকড়সা জাল বোনে কবিতার খাতায়
ছন্দের সন্ধানে কবি ঘুরে নিসর্গপুরে
মাকড়সা ডেকে বলে-
আমার জালটা তোমার ঘরে
পদ্মপাতার মত বাতাসে নড়ে।

রাতে গান না শুনলে যাদের ঘুম আসে না

অমিতাভ সরকার

শিল্প যাদের মনের আনাচে-কানাচে তাদের জন্য
কথায় কথায় শুকনো হাসির ভালোবাসা কথাটা ভুল

গল্পের দোহাই দিয়ে সকালে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে
ভেবে কোনোরকমে নাকেমুখে গুজে রাস্তায় নেমেই প্রাণপণে ছোটা, কিংবা খাবার নষ্ট হবে
বলে রাতে পেট ঠেসে শোয়ার আগে কোল্ড ড্রিংকস নেওয়া অনেকের যেমন অভ্যাস,

তেমনি সারা বছর যারা নিরামিষ খেয়ে ভাবেন, দিন রাতের দূরত্ব এত কম হলো কেন, তাদের
বলি, আকাশ আর মাটির রং এখনো চেনা আছে বলেই সারাক্ষণ কাজের এত কষ্টের পরে
নিজের গলাটা শুনে বুঝতে পারি হারমোনিয়ামটা কতদিন নিয়ে বসা হয় না-

তখন থেকে চেষ্টা করলে আমিও আজ আমিও হয়তো গুগলের গাল ভরা খোলা মাঠে শাস্ত্রের
নামাবলি গায়ে পছন্দের জল বিশেষজ্ঞ হতে পারতাম।

কবি নজরুল

আব্দুস সাত্তার সুমন

চুরুলিয়ায় জন্ম তাহার ক্ষুধার জ্বালা সয়ে,
তবু গেল লেখনিতে হাজার লেখা বয়ে।
বজ্রকণ্ঠে মধুর সে গান লেখায় তাহার নূর,
সবার তরে বিলিয়ে গেছেন স্বাধীনতার সুর।
নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী আর ছন্দস্বরের কবি,
বাংলাভাষার সাহিত্যে সে উজ্জল এক রবি।

তুমি আমার শুভ্র

কাজী নাজরিন

প্রাণে প্রাণে মিশে গড়েছো বিস্তৃত আকাশ
যে আকাশ ভালোবেসে জ্যোৎস্নায় স্নান করে-
মনোজগৎ ভিজিয়ে দেয়,
আর সেখানে সুখের নির্লিপ্ত আভায় গড়ে তোলা
স্বর্গরাজ্য উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।
সমুদ্রসম হৃদয় হতে আলিঙ্গনের
সুর বাজে প্রতিনিয়ত,
বেসুরো কন্ঠের গানও কবিতায় বলতে ইচ্ছে করে,
ওগো পাহাড় তুমি, আকাশ তুমি
বিশাল সমুদ্র তুমি, বিস্তৃত মরুভূমি!
যা-ই বলি না কেন, মনে হচ্ছে কমতি আছে,
তবুও তোমায় শুধুমাত্র শুভ্র বলেই ডেকে যাবো,
শুভ্রতা ছড়িয়ে ঠিক এমনই থেকো.....!

মুখোশের ভিতর মুখোশ

রুদ্র সাহাদাৎ

কতো আর রক্তের খেলা
কতো আর লাশের মিছিল
নিরব দীর্ঘশ্বাস ঘরে ঘরে
শিশুরা উড়ে যায় হয়ে যিশু
খোলা আকাশ -রোদ বৃষ্টি ঝড়..

মানুষের দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায়
সীমানা পেরিয়ে আরও দূর
শূন্যতায় ঘেরা জীবন
নো ফুড, নো ওয়াটার, নো হোম
নো ফুড, নো ওয়াটার, নো হোম

ফিলিস্তিনের মতো বিধ্বস্ত যৌবন
ভাঙ্গছে কেবল ভাঙ্গছে চারদিক
চোখ মেলে দেখি মুখোশের ভিতর আরও মুখোশ।

আত্মহত্যা

শিশির আজম

'ভালো একটা বই', সে বললো,
'তোমাকে অনেক দিন বাঁচতে শেখাবে।'

বইগুলো আগের মতোই আছে
আলমারিতে,
পাতাখোলা একটা বই
টেবিলে।

টেবিলল্যাম্প, সাদা কাগজে পেন্সিলের আঁকিবুকি,
কাগজ-কাটা রঙিন ফুল--
যেন কোন বাচ্চার কাজ।

'ভালো একটা বই', সে বললো,
'যেখানে তুমি যেতে চাও
সেখানে নিয়ে যেতে পারে
তোমাকে।'

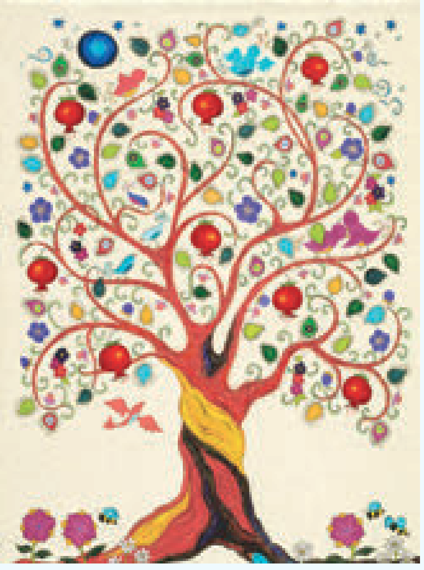

গভীর জলের কান্না

পলি শাহীনা

সার্টিফাইড নার্স বিলকিস আক্তার আমার কর্মস্থলের পাশের ক্লিনিকে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করে। ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় কফিশপে। নিউইয়র্কের মাল্টিকালচার সোসাইটিতে পোশাক পরিধানে বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। যে যার খুশী ও ইচ্ছেমতো যে কোনো পোশাক পরলেও এশিয়ান, চাইনিজ, স্পেনিশ, আফ্রিকান মানুষগুলোর রঙ, গড়ন, প্রকৃতি দেখে সহজে একে অন্যকে চিনে ফেলে। তো, পোশাক যেমনই হোক স্বজাতিকে চেনা যায়।

কোনো এক শীতের সকালে কফি কেনার জন্য একই সারিতে অপেক্ষারত অবস্থায় পরিপাটি ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরিহিত স্বজাতি বিলকিসকে চিনতে আমার বেগ পেতে হয় নি। আমিই প্রথম কথা বলি। বিলকিসও প্রথম সাক্ষাতে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে, কাছে টেনে নেয়। সেদিন থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা শুরু। শেকড় ছেড়ে আসা মানুষগুলো কারও মধ্যে স্ব দেশের ঘ্রাণ পেলে অতি সহজেই আপন করে নেয়।

পরিচয়ের পর হতে লাঞ্চ ব্রেকে বিলকিস আমার কাজের জায়গায় ছুটে আসে। মায়ের ভাষায় কথা বলার যে কী অদ্ভুত আনন্দ, প্রবাসী মাত্রই জানে। ওই আনন্দটুকু নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করতে ও কখনও ম্যাংগো, কেরোট জুস, কখনওবা হাট ভ্যানিলা কফি হাতে আসে। মিষ্টিভাষী বিলকিস আর আমি জমিয়ে গল্প করি। গল্পের বেশির ভাগজুড়ে থাকে ফেলে আসা দেশ-পরিবার- স্বজন, গান- গল্প - কবিতা ইত্যাদি। এভাবে রোজ আমাদের কর্মমুখর দিনের মধ্যবর্তী অবসরটুকু ভরে উঠে হাসি- আনন্দ, প্রাণচঞ্চলতায়। নির্দিষ্ট সময় শেষে বুকপকেটে সুখ স্মৃতি নিয়ে আমরা যে যার কাজের জায়গায় ফিরে যাই।

উত্তর গোলার্ধের প্রচণ্ড শীতের দেশ আমেরিকায় শীতের চাদর জড়িয়ে বাঁচতে হয়। নাতিশীতোষ্ণ দেশের মানুষ আমি, জীবনের প্রয়োজনে বরফ মাড়িয়ে কাজে গেলেও মন জমে আছে। কফি হাতে উষ্ণতা নিয়ে বিলকিস আসবে, সে অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছি। দূর থেকে ওকে আসতে দেখে আমার মন ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। ভাবি, ঝিম ধরা সকাল, শীত শীত অনুভূতি কেটে যাবে এখনই। শীতের পোশাকে মোড়ানো ওকে দূর হতে বুঝতে না পারলেও, কাছে আসতেই ওর শুকনো মনমরা মুখটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্য দিনের মত আজ ওকে প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে না। অনেকটা নীরবে আমার পাশে বসে হাতের কফি শেষ করে উঠে যায়। আমি ওর পথ আগলে বলি,

-তোমার কী শরীর খারাপ?

শীতল গলায় উত্তর দিল,

-শরীর ঠিক আছে, মন খারাপ।

-কী হয়েছে?

-কাজের জায়গায় কলিগের সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সে আমাকে রিফিউজি বলেছে। যদিও পরে সে সরি বলেছে, তবুও মনটা ভাল হচ্ছে না।

বিলকিসের কথা শুনে মনে পড়ে যায় আমার নিজের কথা। কয়েক বছর আগে আমি নিজেও একই ভৎর্সনার স্বীকার হয়েছিলাম আমেরিকান কলিগের কাছ হতে। কাজে সময়মতো না আসা এবং আসার পরও কাজের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে সে রেগে গিয়ে আমাকে রিফিউজি বলেছিল। রাগ নামার পর সেদিন সেই লোকটাও আমাকে সরি বলেছিল। অনেক বছর আগের বুকের ক্ষতটা আজ যেনো আবার মাথা ছাড়া দিয়ে ওঠে।

আমরা দু'জনই চুপ হয়ে আছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

মৌনতা ভেঙে বিলকিস শূন্যে তাকিয়ে বলে,

-এই ছোট্ট আমিটার গল্প শুনবে? অনেক পথ পেরিয়ে এসে যে আমিটার জন্য আজ বড্ড মায়া হয়।

-হুম, শুনব।

-আমার দাদা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, বাবা মুক্তিযোদ্ধা। বাবা-মায়ের আদরের সন্তান আমি। পুতুল খেলায় ঘরের কোণে কখনো মন বসতো আমার। স্কুলে পড়াকালীন দাবা প্রতিযোগিতায় মফস্বল থেকে জিলা শহরে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। আমার পরিবার এবং স্কুল, কলেজের শিক্ষকরা আমাকে ঘিরে স্বপ্ন বুনতো। কলেজে পড়ার সময় রাস্তার দ্বারে নিজ হাতে লাগানো কাঠ গাছগুলো অনেক বড় হয়েছে। পথচারীদেরকে এখন বুক চিতিয়ে ছায়া দেয়। ঝড়, বৃষ্টির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশ ও মানুষকে রক্ষা করে। গতবছর দেশে গিয়ে গাছের গায়ে সাদা রঙে আমার নাম লিখে এসেছি।

বড় ভাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগ দেয়ার পর আমারও ইচ্ছে ছিল পড়াশুনা শেষ করে দেশের সেবায় নিজেকে সঁপে দিব।। দেশকে ভালোবেসে দাদা, বাবা, ভাইয়ের মতো দেশেই থাকবো, কিন্তু তা আর হলো না। বাবা-মায়ের ইচ্ছেতেই প্রাবাসীর সঙ্গে বিয়ে হয়। এদেশে এসে অনেক বছর আমি দেশের সবুজ পাসপোর্ট বহন করেছিলাম, আমেরিকার নাগরিকত্ব পর্যন্ত নিই নি।

আট বছর পর দেশে ফিরে গিয়ে অনুভূতিগুলো চেনা মনে হলেও দৃশ্যগুলো অচেনা লাগে। আমার পরিবারেই দেখলাম ছোট ভাই-বোনগুলো ভালো ফলাফল নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে, সার্টিফিকেট হাতে হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, পাচ্ছে না। ওদের চোখে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন জ্বলজ্বল করছে , কিন্তু স্বপ্ন পূরণের জায়গা খুবই সীমিত।

দেশে যাওয়ার কয়েকদিন পরই সকলে জিজ্ঞেস করা শুরু করেছে, আমি কবে নিউইয়র্কে ফিরে যাব? মামাতো ভাই অনুনয় করে বললো, তাকে ব্যবসার জন্য আমি যেনো পাঁচ লক্ষ টাকা ধার দিই। পাঁচ লক্ষ টাকা পেলে বড় ছেলে হিসেবে সে ব্যবসাটা শুরু করবে, পরিবারের হাল ধরবে। আমার মাথা তখন লাটিমের মত ঘুরতে লাগলো। চারপাশে শিক্ষিত এতো বেকার ছেলেমেয়ে, এবং তাদের বাবা-মায়ের করুণ চাহনি আমার বুকে তিরের ফলার মত আঘাত করে। নিশ্চুপ আমি কান্না গিলে কয়েকদিন পরই এদেশে ফিরে আসি।

এদেশে কাজ করে আমার জীবনধারণের সুযোগ আছে, দেশে ওদেরতো সে সুযোগ খুবই কম। সেবার দেশ থেকে এসেই আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করি। কাজে মনোযোগ দিই, দিনরাত পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠাই। আমার পাঠানো টাকায় মামাতো ভাই ব্যবসা শুরু করে, পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। ফুফাতো বোন উচ্চশিক্ষা শেষে এখন কলেজে শিক্ষকতা করে। নিউইয়র্ক থেকে পাঠানো আমার টাকায় পড়াশুনা শেষ করে ফুফাতো বোনটা দেশের ছেলেমেয়েদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, ভাইটা পরিবারের হাল ধরেছে। ওরা বেশ হাসিখুশি আছে, শুধু আমার আর দেশে ফিরে যাওয়া হলো না। এদেশেই রয়ে গেলাম রিফিউজি হয়ে।

বিলকিসের জীবনের গল্প শুনে শীতের মধ্যেও আমি ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে যাই। কথাগুলো শেষ হতেই অশ্রুসজল চোখ মুছে ও চলে যায়। আমি ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে মন খারাপের অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে যাই, ভেসে যাই।

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: •কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
•নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা •পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S
2022
LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!

718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 4 September 2025, 9th Year, Issue 442
বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪২

আটলান্টা ফোবানায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ট্রাম্প ডিপোর্টেশন নীতিতে বেসরকারি অভিবাসী কেন্দ্রের ব্যবসা তুঙ্গে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি অভিবাসী আটক কেন্দ্রগুলো দ্রুত একটি কোটি কোটি ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতি এই কেন্দ্রগুলোর ব্যবসা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

জার্মানভিত্তিক ডয়চে ভেলে জানাচ্ছে, সরকারি তহবিলের যথাযথ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বন্দিদের জন্য কেন্দ্রগুলোর ভেতরের মানবিক পরিস্থিতি ভয়াবহ। সমালোচকরা বলছেন, বেশি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ঐক্য-সম্প্রীতির বন্ধনে দেশকে ভালোবাসার আহ্বান

আটলান্টা ফোবানা

২০২৬ সালে ফোবানা অনুষ্ঠিত হবে লস অ্যাঞ্জেলসে।

জুয়েল সাদত, আটলান্টা থেকে

আটলান্টা ফোবানার তৃতীয় দিনের সমাপনী পর্বে ছিল উপচে পড়া ভিড়। দ্বিতীয় দিনের নিরাপত্তা সমস্যার পুরো সমাধান করে রবিবার বিকেল তিনটায় সুশৃঙ্খলভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

৩১ আগস্ট রোববার দুপুর একটায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচিত শিল্পী প্রীতম হাসানের বিশেষ শো। শনিবার নির্ধারিত সময়ে তিনি মঞ্চে উঠতে না পারায় রবিবার দুপুরে তার জনপ্রিয় গান নিয়ে হাজির হন। আগেই ব্যাপক প্রচারণা হওয়ায় গ্যাস সাউথ এর হল দুপুরেই পূর্ণ হয়ে যায়।

এর আগে সকাল এগারটায় অনুষ্ঠিত হয় ফোবানার বিশেষ সাধারণ সভা (AGM)। সদস্য সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণে বিগত বছরের নির্বাহী সংসদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়। নির্বাচন কমিশনার মাহবুব রহিম নতুন নির্বাহী কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

২০২৫–২০২৬ সালের ফোবানার নতুন নেতৃত্বে চেয়ারম্যান হয়েছেন রবিউল করিম বেলাল, সহ-সভাপতি এম রহিম জহির, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি খালেদ আহমেদ রউফ, জয়েন্ট সেক্রেটারি এন্থনি পিউস গোমেজ এবং ট্রেজারার মহিউদ্দিন দুলাল। পাশাপাশি আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার এবং সদস্য সংগঠনের নামও ঘোষণা করা হয়।

রবিবার বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠিত হয় ওমেন এম্পাওয়ার সেমিনার। উত্তর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

১.২ মিলিয়ন অভিবাসী হারাল যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার

উত্তর আমেরিকা অফিস

ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির প্রভাবে সংকট তৈরি হচ্ছে মার্কিন শ্রমবাজারে। গেলো জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রায় ১.২ মিলিয়ন অভিবাসী শ্রমবাজার থেকে হারিয়েছেন। পিউ রিসার্চ সেন্টারের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই সংখ্যায় রয়েছে অবৈধভাবে বসবাসরত ও বৈধ অভিবাসী শ্রমিকরা।

এমন পরিস্থিতিতে ভয়াবয় বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে মার্কিন শ্রমবাজার। প্রয়োজনীয় কর্মী সংকটে অনেক প্রতিষ্ঠান চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সেই সাথে অভিবাসীরাও কর্ম হারিয়ে ভয়ে পলাতক জীবনযাপন করছে। যা দুই পক্ষেরই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ভ্যালিতে টমেটো ও অন্যান্য ফসল কেটে আয় করেন লিডিয়া। তিনি বলন, আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

একা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার-নির্দেশনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে একা প্রবেশ করা শিশুদের অভিভাবকরা এখন তাদের সন্তানদের সঙ্গে পুনর্মিলন চাইলে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস ইনফোর্সমেন্টের (আইস) সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে বাধ্য হবেন। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্পন্সর বা অভিভাবকের পরিচয় যাচাই করা এবং শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে হস্তান্তর নিশ্চিত করা এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য।

অফিস অফ রিফিউজি রিসেটেলমেন্ট এই নির্দেশিকাটি জারি করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, অভিভাবক বা স্পন্সরদের সরাসরি উপস্থিত হয়ে তাদের পরিচয় যাচাই করা প্রয়োজন। পূর্বে অনলাইনে পরিচয়পত্র জমা দিলে কাজ চলতো। তবে নতুন নিয়ম অনুযায়ী এটি বাধ্যতামূলক।

নতুন নীতি অনুযায়ী, ফেডারাল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারে এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নিউইয়র্কের গিলগো বিচ

রক্ত, সমুদ্র আর এক দানবের মুখোশ

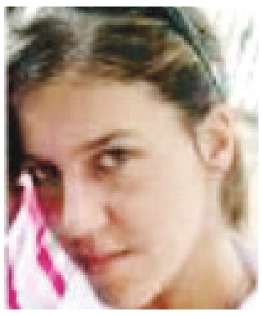

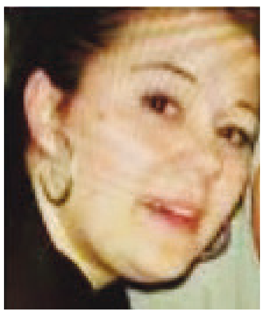

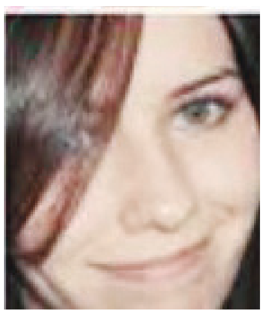

ইব্রাহীম চৌধুরী

রেক্স হিউরমান

সমুদ্র কখনো শুধু ঢেউ গোনে না। তার বুক চিরে লুকিয়ে থাকে রহস্য, বেদনা আর মৃত্যু। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড গিলগো বিচ সেই সাক্ষী— যেখানে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে মিশে আছে মৃত্যুর আগে কিছু অসহায় নারীর আর্তনাদ। ১৯৯৩ থেকে ২০১০— দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে এক অদৃশ্য আতঙ্ক উপকূলে ঘুরে বেড়িয়েছে। আর অবশেষে, ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার আদালত বললো— সেই আতঙ্কের নাম রেক্স হিউয়ারম্যান।

নারীদের নাম উচ্চারণ করলেই বুক হাহাকার করে ওঠে। ভ্যালেরি ম্যাক (২৪), মেলিসা টেইলর (২০), মেগান ওয়াটারম্যান (২২), মেলিসা বারথেলেমি (২৪), মওরিন ব্রেইনার্ড-বার্নস (২৫), স্যান্ড্রা কস্টিলা (২৮) আর অ্যাম্বার লিন কস্টেলো (২৭)। এরা কারো মেয়ে, কারো বোন, কারো মা— সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া নারী। যারা জীবিকার সন্ধানে শরীরকে বিক্রি করছিল, অথচ ফিরলো শুধু দেহ, প্রাণহীন। লাশ পড়ে থাকলো উপকূলের নির্জন ঝোপে, বালির নিচে চাপা আর্তনাদের মতো।

মাত্র ২৪ বছর বয়সে নিখোঁজ হয়েছিলেন ভ্যালেরি ম্যাক। দরিদ্র পরিবার থেকে আসা এই তরুণী জীবিকার জন্য পা রেখেছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

অবিশ্বাস্য সেল! 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: 30 Avenue Station
Nazrul Islam, President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON" RE/MAX
Hashan Chowdhury, Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisteria Dr. #300, Germantown, MD 20874

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
e-file
Income Tax • Sales Tax • Corporate Tax • Partnership Tax • Business setup • Payroll (W2, 1099) • All imigratoin Services • Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM, President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

কর্ণফুলী ট্যাক্স
KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স • কর্পোরেট ট্যাক্স • সেলস ট্যাক্স • পেরোল • বিজনেস সেটআপ • ইমিগ্রেশন • নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA — MBA in Accounting, IRS Enrolled Agent, IRS Certifying Acceptance Agent

মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam, Branch Manager
646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS, JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেভ $589+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA, Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com • info@zakircpa.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • ট্রিপ এন্ড ফল • বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq., Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ., ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমণের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com